রোযা, ঈদ,
লাইলাতুল কদর ও আরাফার দিন সহ
চাঁদ নির্ভর প্রতিটি ইবাদাতে,
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে
বারের বা দিনের ভিন্নতা কেন?
কুরআন, সুন্নাহ্, ফিক্হ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান কী বলে?
আমীর হামজা

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্'র জন্য। অতঃপর সলাত ও সালাম বিশ্বনাবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। এই বইটি লেখা হয়েছে নিতান্তই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। সম্মানিত পাঠকবৃন্দের কেহ বইটি থেকে উপকৃত হলে এবং এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হলেই কেবল অধম লেখকের পরিশ্রম সার্থক হবে। বইটি লিখতে গিয়ে আমি সবচেয়ে বেশি সাহায্য নিয়েছি শ্রদ্ধেয় ড. মুফতী মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান সাহেবের লেখা "রোযা ঈদ কুরবানী সহ চাঁদের তারিখ নির্ভর সকল ইবাদাত পালনে দেশে দেশে ভিন্নতা! কেন? " নামক বইটি থেকে। এজন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যে কোনো ধরনের ভুল ত্রুটির জন্য সম্মানিত পাঠকবৃন্দের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং দোয়া কামনা করছি।

সূচীপত্র

কিছু প্রশ্ন	4
পবিত্র কুরআনের বক্তব্য	11
হাদীস শরীফের বক্তব্য	17
চাঁদ দেখে বা চাঁদ দেখার গ্রহণযোগ্য সংবাদ শুনে রোযা রাখা	18
রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর নিজ আমল	20
রমজান মাসের ফযিলাত বিশ্বব্যাপী একই দিনে শুরু	23
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা সম্পর্কিত হাদীস	24
তাবেয়ী হাসান বসরী (রঃ) এর অভিমত	25
ফিকাহ এর সিদ্ধান্ত	26
হানাফী ফিকহের বক্তব্য	26
মালিকি ফিকহের বক্তব্য	41
হাম্বলী ফিকহের বক্তব্য	42
আরও কিছু ফিকহের কিতাবের বক্তব্য	44
ও, আই, সি (OIC) – এর সিদ্ধান্ত	50
শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনা অনুযায়ী রোজা ঈদ বৈধ নয় এই মর্মে ফাতওয়া	54
বৃটেন ও কানাডার সমস্যা এবং মুফতি বৃন্দের ফাতওয়া	55
বৃটেনের সমস্যা ও মুফতি বৃন্দের ফাতওয়া	55
কানাডার সমস্যা ও মুফতি বৃন্দের ফাতওয়া	57
ভৌগোলিক জ্ঞান সংশ্লিষ্ট কিছু প্রশ্ন এবং তার জবাব	76
সারা পৃথিবীতে একই সময়ে নামাজের ওয়াক্ত হয়না তাহলে একই দিনে রমজান মাস শুরু হবে কিভাবে	84
একই সময়ে আর একই দিনে কথাটির পার্থক্য	85
নামাজের ওয়াক্তের সাথে রমজান মাস শুরুর তুলনা সঠিক নয়	86
যারা নিজ নিজ দেশের চাঁদ অনুযায়ী রোজা ও ঈদ পালন করে থাকেন তাদের দলীল ও তাঁর জবাব	87
হাদিসে কুরাইব (রাঃ)	87
পবিত্র হাদীসটির জবাব	88
আহবান	99
তথ্যসূত্র	100

কিছু প্রশ্ন

(১) বাংলাদেশে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সমূহের (যেমন সৌদি আরব, ইয়েমেন, ওমান, ইরাক, কুয়েত, জর্দান ইত্যাদি দেশের) একদিন পরে সিয়াম / রোজা শুরু করলে, বা বাংলাদেশে মধ্যপ্রাচ্যের একদিন পরে ঈদ করলে এই অবস্হা হয়: বাংলাদেশ থেকে কেউ রোযা শুরু করে রমযান মাসের যে কোন দিন মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে সেখানে ঈদ করলে তার রোযা ২৮ বা ২৯ টি হয় অর্থাৎ অন্যদের চেয়ে একটি কম হয়, আবার মধ্যপ্রাচ্য থেকে কেউ রোযা শুরু করে রমযান মাসের যে কোন দিন বাংলাদেশে এসে ঈদ করলে তার রোযা ৩০ বা ৩১ টি হয় অর্থাৎ অন্যদের চেয়ে একটি বেশি হয়। অথচ ২৮ বা ৩১ রোজার বিধান ইসলামে নাই। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে আরবী মাস ২৯-এর কম হবেনা এবং ৩০-এর বেশী হবেনা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম। এক্ষেত্রে সমাধান কি??? দলিল সহ জানতে চাই।

(২) মধ্যপ্রাচ্যে কেউ ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাজ আদায় করে ঐদিন বাংলাদেশে এসে দেখল (স্হানীয়ভাবে আলাদা চাঁদ দেখে আমলের কারনে) বাংলাদেশের মানুষ রোজা করছে। তাহলে সে দিনের বাকী সময় পানাহার করতে পারবে কিনা? একইভাবে, আফগানিস্তানে কেউ ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাজ আদায় করে ঐদিন (মানুষের তৈরী হারাম জাতীয়তাবাদী সীমান্ত পার হয়ে) একেবারে পাশের দেশ পাকিস্তানে এসে দেখল (স্হানীয়ভাবে আলাদা চাঁদ দেখে আমলের কারনে) মানুষ রোজা করছে। তাহলে সে দিনের বাকী সময় পানাহার করতে পারবে কিনা?

আবার বাংলাদেশে কেউ স্হানীয়ভাবে আলাদা চাঁদ দেখে শাবানের হিসাব করে শাবানের শেষ দিন দিনের বেলা খাওয়া-দাওয়া করে ঐদিন মধ্যপ্রাচ্যে যেয়ে দেখল মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ রমজানের রোজা করছে। তাহলে সে দিনের বাকী সময় পানাহার করতে পারবে কিনা? একইভাবে, পাকিস্তানে কেউ স্হানীয়ভাবে আলাদা চাঁদ দেখে শাবানের হিসাব করে শাবানের শেষ দিন দিনের বেলা খাওয়া-দাওয়া করে ঐদিন (মানুষের তৈরী হারাম জাতীয়তাবাদী সীমান্ত পার হয়ে) একেবারে

পাশের দেশ আফগানিস্তানে যেয়ে দেখল আফগানিস্তানের মানুষ রমজানের রোজা করছে। তাহলে সে দিনের বাকী সময় পানাহার করতে পারবে কিনা?

ধরুন আফগানিস্তানের ও পাকিস্তানের সীমান্তের মাঝামাঝি কিছু মুসলমান অবস্হান করছে যারা আফগানিস্তানের বা পাকিস্তানের নাগরিক নয়। তাহলে তারা কি রোজা করবে নাকি ঈদ করবে? দলিল সহ জানতে চাই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম। সীমান্ত গুঁড়িয়ে দিয়ে একদেশ বানিয়ে দিলে কি রোজা করতে হবে নাকি ঈদ করতে হবে? দলিল সহ জানতে চাই।

(৩) লাইলাতুল কদর রমজানের শেষ দশদিনের বিজোড় রাত্রে যেমন ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ এমন বিজোড় রাত্রে খোঁজ করতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশে মধ্যপ্রাচ্যের একদিন পরে রোজা শুরু করলে, মধ্যপ্রাচ্যে যেদিন বিজোড় রাত হয় বাংলাদেশে সেদিন জোড় রাত হয়, আবার বাংলাদেশে যেদিন বিজোড় রাত হয় মধ্যপ্রাচ্যে সেদিন জোড় রাত হয়। তাহলে শবে কদর কি মধ্যপ্রাচ্যের বিজোড় রাত অনুযায়ী হবে নাকি বাংলাদেশের বিজোড় রাত অনুযায়ী হবে নাকি দুই রাত্রেই হবে? যেমন উদাহরন স্বরুপ মধ্যপ্রাচ্যে যদি বৃহস্পতিবার দিনগত শুক্রবার রাত বা জুম্মার রাতটি রমজানের শেষ দশদিনের একটি বিজোড় রাত ও কদরের রাত হয় তাহলে বাংলাদেশে (মধ্যপ্রাচ্যের একদিন পরে রোজা শুরু করার কারনে এলাকা ভিত্তিক হিসেবে) শুক্রবার দিনগত শনিবার রাতটি বিজোড় রাত ও কদরের রাত হবে। তাহলে উপরোক্ত উদাহরনে আসল কদরের রাত কি শুক্রবার রাত নাকি শনিবার রাত নাকি শুক্র ও শনি দুই রাতই? সূরা কদর অনুযায়ী কুরআন যে রাতে নাযিল হয়েছিল সেটাই কদরের রাত। কদরের রাতে সমগ্র কুরআন একত্রে লওহে মাহফুজ থেকে বায়তুল ইজ্জাহ বা প্রথম আসমানে নাযিল করা হয়েছে। উপরোল্লিখিত উদাহরন স্বরুপ যদি ধরে নেই, মধ্যপ্রাচ্যের জন্য শুক্রবার রাত্রে ৩০ পারা কুরআন একত্রে নাযিল হয়েছে, তাহলে বাংলাদেশের জন্য ৩০ পারা কুরআন একত্রে কি শনিবার রাত্রে আরেকবার নাযিল হয়েছে??? শুক্রবার জুম্মার রাত আর শনিবার রাত কি কখনো একই রাত হতে পারে??? ৩০ পারা কুরআন একত্রে কয় রাতে নাযিল হয়েছে? কদরের রাত কি একটা নাকি দুইটা? একই বছর একই মাসে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় লাইলাতুল কদর কেন ভিন্ন ভিন্ন বারে (যেমন শুক্র, শনি, ইত্যাদি) হবে? ৩০ পারা কুরআন কি মধ্যপ্রাচ্যের জন্য এক রাতে আর বাংলাদেশের জন্য তার পরের রাতে অর্থাৎ দুই রাতে নাযিল হয়েছে? দলিল সহ জানতে চাই।

(৪) হযরত আবু হুরাইয়রা রদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "*যখন পবিত্র রমযান মাস এসে যায় তখন জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়*" [(সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৪০-২৪১, হাদীস নং ১৭৭৭) অথবা (সহীহ বুখারী, ইংরেজী অনুবাদ - ড. মুহসীন খান, সৌদি আরব, খন্ড ৩, অধ্যায় ৩০, পৃষ্ঠা ৮২, হাদীস নং ১৮৯৮)]

হযরত আবু হুরাইয়রা রদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "*যখন পবিত্র রমযান মাস এসে যায় তখন আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়।*" [(সহীহ বুখারী, খন্ড ৩, হাদীস নং ১২৩ অথবা খন্ড ৩, অধ্যায় - সাওম, হাদীস নং ৯, অথবা খন্ড ৩, অধ্যায় ৩১, হাদীস নং ১২৩) অথবা (সহীহ বুখারী, ইংরেজী অনুবাদ - ড. মুহসীন খান, সৌদি আরব, খন্ড ৩, অধ্যায় ৩০, পৃষ্ঠা ৮২, হাদীস নং ১৮৯৯) অথবা (সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৪১, হাদীস নং ১৭৭৮,)]

উদাহরন স্বরুপ ধরে নেই মধ্যপ্রাচ্যে যদি বৃহস্পতিবার দিনগত জুম্মার রাত্রে রমযান মাস শুরু হয় তাহলে বাংলাদেশে এলাকা ভিত্তিক চাঁদের হিসেব করলে মধ্যপ্রাচ্যের একদিন পরে রোজা শুরু করার কারনে শুক্রবার দিনগত শনিবার রাত্রে রমযান মাস শুরু হবে। জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা, মূল শয়তানকে বন্দি করা এগুলি কি মধ্যপ্রাচ্যের রমজান শুরুর রাত্রে অর্থাৎ উপরোল্লিখিত উদাহরন অনুযায়ী জুম্মার রাত্রে নাকি পরদিন বাংলাদেশের রমজান শুরুর রাত্রে অর্থাৎ শনিবার রাত্রে হবে নাকি দুই রাত্রে দুই বার হবে? দলিল সহ জানতে চাই।

(৫) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, "*আরাফার দিনে রোযার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট আশা রাখি, তা পূর্ববর্তী বছর এবং পরবর্তী বছরের গুনাহ্ মুছে দিবে* (বা ঐ দিনের রোযার বিনিময়ে আল্লাহ পাক রোযাদারের পূর্ববর্তী এক বছর এবং পরবর্তী এক বছরের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন)"। [(মুসলিম শরীফ, অধ্যায় সাওম, হাদীস নং ২৬০২ ও ২৬০৩, অথবা অধ্যায় ৬, হাদীস নং ২৬০২ ও ২৬০৩) অথবা (মুসলিম শরীফ, অনুবাদ - আ.স.ম. নুরুজ্জামান, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১১১ - ১১২, অধ্যায় ১৪ - কিতাবুস সাওম, হাদীস নং ২৬১২ ও ২৬১৩)]

আরাফার দিন হচ্ছে সেটাই যেদিন হাজীগন আরাফার মাঠে থাকেন। তার পরদিন হাজীগন আরাফার মাঠে থাকেন না। অথচ বাংলাদেশে অনেকেই মধ্যপ্রাচ্যের

একদিন পরে আরাফার রোযা রেখে থাকেন। তাহলে যেদিন হাজীগন আরাফার মাঠে থাকেন না সেদিন আরাফার দিন কিভাবে হয়? দলিল সহ জানতে চাই।

(৬) হারাম জাতিয়তাবাদী বর্ডার বা দেশের সীমারেখা অনুযায়ী চাঁদ দেখে বিভিন্ন দেশের সীমান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দিনে রোযা শুরু বা ভিন্ন ভিন্ন দিনে ঈদ করা বৈধ কিনা? দেশে দেশে এই সীমান্ত তো মানুষের তৈরী, আল্লাহর দেয়া নয়, তাহলে ব্রিটিশের দেয়া বর্ডার অনুযায়ী কেন মুসলিমরা ভিন্ন ভিন্ন বারে রোযা শুরু করবে, আর কেনইবা ভিন্ন ভিন্ন বারে ঈদ করবে?? দলিল সহ জানতে চাই।

(৭) চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা অনুযায়ী নিশ্চিতভাবে সঠিক স্হায়ী সীমানা নির্ধারন করা যায়না। কারন উদয় স্থল সর্বদা একই রকম থাকেনা। যে কোন বছরে যে কোন মাসের চাঁদ পৃথিবীতে প্রথম উদিত হলে যে এলাকাসমূহ তার আওতাভূক্ত থাকে তার সীমানা প্রতিমাসে একরকম থাকেনা, প্রতি বছরেও একরকম হয়না। তারপরেও যদি চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতার ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার সীমানা নির্ধারন করে সেই সীমানার এক পাশে রোযা অন্য পাশে ঈদ হয়, তবে সেই সীমান্ত অঞ্চলের মানুষ কি রোযা করবে নাকি ঈদ করবে? দলিল সহ জানতে চাই।

(৮) চাঁদ দেখার সংবাদ যদি নিকটবর্তি এলাকায় গ্রহণ করা হয় আর দূরবর্তি এলাকায় গ্রহণ না করা হয় তাহলে অবস্হা হয় এমন, ধরে নেই, “ক” নামক একটি এলাকায় ঈদের চাঁদ দেখা গেল। আরও ধরে নেই, এর নিকটবর্তী এলাকার সর্বশেষ সীমানা “জ”। অর্থাৎ “ক” এলাকার চাঁদ দেখার সংবাদ গ্রহনযোগ্য হবে “জ” পর্যন্ত। তার বাহিরে আর “ক” এলাকার চাঁদ দেখার সংবাদ গ্রহনযোগ্য হবে না। মনে করি, “জ” এর একেবারে সাথের এলাকা “ঝ”। কিন্তু “ঝ” নামক এলাকাকে “ক” নামক এলাকা থেকে দূরবর্তি বিবেচনা করা হয় বলে “ক” এলাকার চাঁদ দেখার সংবাদ এই “ঝ” এলাকায় গ্রহনযোগ্য হচ্ছে না। ঐদিন “ঝ” এলাকায় চাঁদ না দেখা গেলে, “জ” এবং “ঝ” একেবারে পাশাপাশি হওয়া স্বত্তেও “জ” এলাকায় ঈদ হবে আর “ঝ” এলাকায় ৩০শে রমজানের রোযা হবে একই দিনে। অথচ হাদিস অনুযায়ী ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম। তাহলে “জ” এবং “ঝ” এলাকার সীমান্তে বা এই দুই এলাকার মাঝামাঝি যারা বাস করে তারা কি ঈদ করবে নাকি রোযা করবে? দলিল সহ জানতে চাই।

(৯) অনেকেই বলেন নামাজের ওয়াক্ত মধ্যপ্রাচ্যে ও বাংলাদেশে এক নয় তাই পহেলা রমযান, শবে কদর, ঈদ ইত্যাদি মধ্যপ্রাচ্যে ও বাংলাদেশে একই বারে নয়। এখানে

লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, নামাজের ওয়াক্ত এবং সাহরি ইফতার হয় সূর্য অনুযায়ী কিন্তু যে কোন আরবী মাস শুরু হয় চাঁদ অনুযায়ী এবং পহেলা রমযান, ঈদও হয় চাঁদ অনুযায়ী। সূর্য ও চাঁদের হিসাব আলাদা। নামাজের ওয়াক্ত এবং সাহরি ইফতার চাঁদ অনুযায়ী হয় না। আরবী মাসের শুরু, পহেলা রমযান, ঈদ এইগুলোও সূর্য অনুযায়ী হয় না।

নামাজের ওয়াক্ত যেমন সারা পৃথিবীতে একই সময়ে বা একই সাথে হয়না, একই ভাবে সাহরী ইফতারও সারা পৃথিবীতে একই সময়ে হয় না। কিন্তু শুক্রবারের নামাজ সারা পৃথিবীতে শুক্রবারেই হয়। একইভাবে সোমবারের নামাজ সারা পৃথিবীতে সোমবারেই হয়। মঙ্গলবারের নামাজ সারা পৃথিবীতে মঙ্গলবারেই হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় সূর্য অনুযায়ী নামাজের ওয়াক্তের সময়ের পার্থক্য বজায় রেখে যদি জুম্মার দিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সারা পৃথিবীতে একই বারে অর্থাৎ শুক্রবারে পড়া যায়, যদি শনিবার দিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সারা পৃথিবীতে একই বারে অর্থাৎ শনিবারে পড়া যায়, তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় সূর্য অনুযায়ী সাহরির সময়ের পার্থক্য বজায় রেখে এবং সূর্য অনুযায়ী ইফতারের সময়ের পার্থক্য বজায় রেখে পৃথিবীতে প্রথম রমজানের নতুন চাঁদ উদয়ের গ্রহনযোগ্য সংবাদ অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে কেন একই বারে রোযা রাখা যাবেনা? দলিল সহ জানতে চাই।

(১০) জুম্মার ওয়াক্ত পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যত ঘন্টা যত মিনিট আগে পরেই হোক না কেন, জুম্মা সারা পৃথিবীতে একই বারে অর্থাৎ শুক্রবারে হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় সূর্য অনুযায়ী জুম্মার ওয়াক্তের সময়ের পার্থক্য বজায় রেখে যদি সারা পৃথিবীতে জুম্মা একই দিনে বা একই বারে (শুক্রবার) পড়া যায় তাহলে পৃথিবীর সকল স্হানের সূর্য অনুযায়ী ঈদের নামাজের ওয়াক্তের পার্থক্য বজায় রেখে পৃথিবীতে শাওয়ালের প্রথম নতুন চাঁদ উদয়ের গ্রহনযোগ্য সংবাদ অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে ঈদের নামাজ কেন একই দিনে বা একই বারে পড়া যাবে না? দলিল সহ জানতে চাই।

(১১) যারা নিজ নিজ দেশে বা এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চাঁদ দেখে সেই অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন বারে সিয়াম / রোজা ও ঈদ পালন করে থাকেন তাদের বক্তব্য হচ্ছে "সারা বিশ্বের সাথে একই সময়ে আমরা ইফতার, সাহরী ও নামাজ আদায় করি না"। এই জন্য তারা সারা বিশ্বের সাথে একই বারে (যেমন শুক্রবার বা অন্য কোনো বার) রোযা শুরু এবং সারা বিশ্বের সাথে একই বারে বা

দিনে ঈদ পালন করতে চান না। এখন প্রশ্ন হলো, ঢাকার সাথে চট্টগ্রামে একই সময়ে নামাজের ওয়াক্ত হয়না। ঢাকার সাথে চট্টগ্রামে একই সময়ে সাহরীর সময় হয়না, একই সময়ে ইফতারের সময়ও হয়না। তাহলে এই দুই জায়গার যে কোন এক জায়গায় চাঁদ দেখা গেলে এবং অন্যত্র না দেখা গেলেও ঢাকা ও চট্টগ্রামে একই বারে (যেমন শনিবার) রোজা শুরু করার দলীল কি? আর কেনইবা এই দুই জায়গার যে কোন এক জায়গায় চাঁদ দেখা গেলে এবং অন্যত্র না দেখা গেলেও ঢাকা ও চট্টগ্রামে একই বারে বা দিনে ঈদ পালন করতে হবে? দলিল সহ জানতে চাই।

(১২) সূর্যের সময়ের হিসেবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম এর সাহরির সময়ের পার্থক্য, সূর্য অনুযায়ী উভয় শহরের ইফতারির সময়ের পার্থক্য ও সূর্য অনুযায়ী উভয় শহরের নামাজের ওয়াক্তের পার্থক্য বজায় রেখে ঢাকা ও চট্টগ্রামের যে কোন এক জায়গায় চাঁদ দেখা গেলে এবং অন্যত্র না দেখা গেলেও চাঁদ দেখার গ্রহণযোগ্য সংবাদ শোনার কারনে যদি ঢাকা ও চট্টগ্রামে একই বারে (যেমন শনিবার বা অন্য যে কোন বারে) রোজা শুরু করা যায় এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামে একই বারে বা দিনে ঈদ পালন করা যায়, তাহলে ইফতার, সাহরী ও নামাজের ওয়াক্তের পার্থক্য বজায় রেখে মধ্যপ্রাচ্যের বা বিশ্বের যে কোন স্হানে চাঁদ দেখার গ্রহণযোগ্য সংবাদ শোনার কারনে কেন ঢাকায় একই বারে রোজা ফরজ হবে না? আর কেনইবা মধ্যপ্রাচ্যের চাঁদ দেখার গ্রহণযোগ্য সংবাদ শুনে ঢাকায় একই বারে ঈদ পালন করা যাবে না? দলিল সহ জানতে চাই।

(১৩) যদি বলা হয়, ঢাকার সাথে মধ্যপ্রাচ্যের দূরত্ব, ঢাকার সাথে চট্টগাম বা পঞ্চগড় বা সিলেট বা সাতক্ষীরার দূরত্বের চেয়ে বেশি, তাহলে প্রশ্ন হলো চাঁদ দেখা এলাকা থেকে দূরত্ব সর্বোচ্চ কতদূর হলে গ্রহণযোগ্য সংবাদের ভিত্তিতে সেই এলাকা পর্যন্ত একই বারে রোজা শুরু করা যাবে, দূরত্ব সর্বোচ্চ কতদূর হলে কুরআন নাযিলের রাত লাইলাতুল কদর একই রাতে হবে এবং দূরত্ব সর্বোচ্চ কতদূর হলে গ্রহণযোগ্য সংবাদের ভিত্তিতে একই বারে ঈদ করা যাবে? দূরত্বটি কুরআন বা রাসূল (সাঃ) এর হাদীস থেকে দলীল সহ জানতে চাই। এই প্রশ্নের উত্তরে যদি কোন একটি দূরত্ব উল্লেখ করা হয় তবে আবারো প্রশ্ন আসে "ঐ উল্লেখিত দূরত্বের বাহিরে যদি সেদিন চাঁদ নাও দেখা যায় তবে ঐ দুরত্বের ভিতরে ও বাহিরে কুরআন নাযিলের রাত লাইলাতুল কদর কি ভিন্ন হয়ে যাবে? তাহলে কি ঐ দুরত্বের ভিতরের অঞ্চলের জন্য কুরআন এক রাত্রে এবং বাহিরের অঞ্চলের জন্য কুরআন তার পরের রাতে আবার নাযিল হয়েছিল? দলিল সহ জানতে চাই।

(১৪) যদি এভাবে বলা হয়, ঢাকার সাথে মধ্যপ্রাচ্যের 'সূর্যের সময়ের পার্থক্য', ঢাকার সাথে চট্টগাম বা পঞ্চগড় বা সিলেট বা সাতক্ষীরার সময়ের পার্থক্যের চেয়ে বেশি, তাহলেও প্রশ্ন এসে যাবে চাঁদ দেখা এলাকা থেকে সময়ের পার্থক্য সর্বোচ্চ কতটুকু হলে সেই এলাকা পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য সংবাদের ভিত্তিতে একই দিনে/বারে রোজা শুরু করা যাবে, সময়ের পার্থক্য সর্বোচ্চ কতটুকু হলে কুরআন নাযিলের রাত লাইলাতুল কদর একই রাতে হবে এবং সময়ের পার্থক্য সর্বোচ্চ কতটুকু হলে একই দিনে/বারে ঈদ করা যাবে? ঐ উল্লেখিত সময়ের পার্থক্যের এলাকার বাহিরে যদি সেদিন চাঁদ নাও দেখা যায় তবে ঐ সময়ের পার্থক্যের এলাকার ভিতরে ও তার চেয়ে বেশি সময়ের পার্থক্যের এলাকায় কুরআন নাযিলের রাত লাইলাতুল কদর কি ভিন্ন হয়ে যাবে? তাহলে কি ঐ সময়ের পার্থক্যের এলাকার ভিতরের অঞ্চলের জন্য কুরআন এক রাত্রে এবং তার চেয়ে বেশি সময়ের পার্থক্যের অঞ্চলের জন্য কুরআন তার পরের রাতে আবার নাযিল হয়েছিল? দলিল সহ জানতে চাই।

(১৫) "সারা পৃথিবীতে একই বারে রোজা শুরু ও সারা পৃথিবীতে একই বারে ঈদ পালণ করতে হবে না", এর স্বপক্ষে আল্লাহর কিতাব বা রাসূল (সাঃ) এর হাদিস থেকে দলিল জানতে চাই।

(১৬) নিজ নিজ দেশের বা এলাকার চাঁদ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বারে / দিনে রোজা এবং ভিন্ন ভিন্ন বারে / দিনে ঈদ পালন করতে হবে এর স্বপক্ষে আল্লাহর কিতাব বা রাসূল (সাঃ) এর হাদিস থেকে অনুগ্রহ পূর্বক দালিল পেশ করবেন। সেই দেশের বা এলাকার সীমানা কতটুকু হবে সেটাও দলীল সহ জানাবেন। সেই সীমানার এক পাশে রোযা অন্য পাশে ঈদ হলে সীমান্ত অঞ্চলের মানুষ কি করবে এবং লাইলাতুল কদর কোন পাশের বার অনুযায়ী হবে তাও দলিল সহ জানাবেন এবং সেই সীমানার একপাশ থেকে রোযা শুরু করে অপর পাশে ঈদ করলে ২৮ বা ৩১ রোযার যে সমস্যা হয় অনুগ্রহ পূর্বক তার দলীল সহ সমাধান দিবেন।

পবিত্র কুরআনের বক্তব্য

মহান আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন-

والشمس والقمر بحسبان

অর্থাৎ "**সূর্য ও চাঁদ উভয়েই সময়ের হিসেব নির্দেশক**"। **[(সূরাহ আর-রহমান-৫)]**

সময়কে বিশ্লেষণ করলে আমরা সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন-রাত, মাস ও বছর সময়ের এ ৬টি স্তরের অস্তিত্ব খুজে পাই। সূর্য ও চাঁদ উভয়েই সময়ের উল্লেখিত কোন না কোন স্তরের নির্দেশক।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সূর্য ও চাঁদ এর কোনটি সময়ের উল্লেখিত স্তরগুলোর কোন কোন স্তরের নির্দেশক? এ বিষয়ে গবেষণার ফলাফলে জানা যায় সূর্য সময়ের উল্লেখিত ৬টি স্তরের প্রতিটিরই নির্দেশক। অর্থাৎ সূর্যের পরিভ্রমণের মাধ্যমে সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন-রাত, মাস ও বছরের হিসেব নির্ধারণ করা হয়। পক্ষান্তরে চাঁদ শুরু ও শেষ হওয়ার মাধ্যমে শুধুমাত্র বছর ও মাসের হিসেব নির্ধারিত হয়। কিন্তু চাঁদের শুরু-শেষ, পূর্ণতা ও ক্ষয়ের সঙ্গে সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা এবং দিবা-রাত্রির আগমণ-প্রস্থানের কোন সম্পর্ক নেই। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়। এরশাদ হচ্ছে-

-هوالذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب

অর্থাৎ "**তিনি আল্লাহ্ যিনি সূর্যকে করেছেন প্রখরতাপূর্ণ আলো আর চাঁদকে করেছেন স্নিগ্ধময় আলো। আর চাঁদের জন্য নির্ধারণ করেছেন অনেক গুলো মানযিল।**

(২৯দিনে ২৯টি উদয় ও অস্তস্থল) **যাতে তোমরা জানতে পার বছরের সংখ্যা ও** (তারিখের) **হিসাব**"। [(সূরাহ ইউনূস, আয়াত-৫)]

শ্রদ্ধেয় ড. মুফতী মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান সাহেব এই আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন - "অত্র আয়াতে কারীমায় 'বছর' কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ থাকলেও 'মাস' কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ না করে বরং তাকে حساب শব্দে রূপকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ চান্দ্র বছর হয় সুনির্দিষ্ট ১২টি চন্দ্র মাস অথবা ৩৫৪দিনের সমন্বয়ে। এতে কোন কম বেশী হয়না। কিন্তু চান্দ্র মাস গুলো সুনির্দিষ্ট সংখ্যক দিন নিয়ে গঠিত নয়। বরং কোন মাস ২৯দিনে আবার কোন মাস ৩০দিনে হয়। অন্যদিকে এবছর যে চান্দ্র মাসটি ৩০দিনে হবে, আগামী বছর সে মাসটি ৩০দিনে হতে পারে, আবার ২৯দিনেও হতে পারে। কিন্তু মাস বলতে সুনির্দিষ্ট ৩০দিনকেই বুঝায়। এ কারণেই মহাবিজ্ঞ মহান রব্বুল আলামীন অত্র আয়াতে চান্দ্র মাসকে شهر বা মাস না বলে حساب বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, 'চাঁদ শুধুমাত্র মাস ও বছরের সময় অর্থাৎ তারিখ নির্দেশক'।" সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত সময়ের প্রথম ৪টি স্তর সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা ও দিন-রাত স্থানীয়ভাবে স্থানীয় মানুষের জন্য প্রযোজ্য হলেও চাঁদ এর সাথে সম্পর্কিত সময়ের ২টি স্তর মাস ও বছর সামগ্রিকভাবে বিশ্ববাসীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

-يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج

অর্থাৎ "(হে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **তারা আপনাকে নতুন চাঁদ সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন তা মানুষের জন্য সময়ের** (তারিখ) **নির্দেশক এবং হজ্জের** (সময় অর্থাৎ তারিখ নির্ধারণকারী)"। [(সূরা আল-বাকারা, আয়াত-১৮৯)]

বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় এই আয়াতে "الاهلة" শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে যার অর্থ একেবারে (কয়েক মিনিটের) "নতুন চাঁদ সমূহ"। প্রতি চান্দ্র মাসে চাঁদ একদিনই

নতুন থাকে। তারপরের দিনগুলোর চাঁদ কখনো নতুন চাঁদ হতে পারেনা।এখানে আরো লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই আয়াতের মধ্যে "للناس" শব্দের শুরুতে "ال" টি "الف لام جنسى" অর্থাৎ "জাতি বোধক ال" (ইংরেজিতে অর্থ "The" এবং এটা Common Noun) । অতএব "للناس" অর্থ হলো "মানুষের জন্য" বা "মানব জাতির জন্য"। আর সময় বলে এই আয়াতে তারিখ বুঝানো হয়েছে। তাহলে আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে "পূর্ববর্তী চান্দ্র মাস শেষ হওয়ার পর পুনরায় নতুন করে পৃথিবীর আকাশে সর্বপ্রথম যে চাঁদ দেখা যায়, সেই নতুন চাঁদ বিশ্বের সকল মানুষের জন্যই তারিখ নির্ধারক এবং হজ্বের তারিখ নির্ধারক"। সুতরাং নতুন চাঁদ নির্দেশিত এই নতুন মাসের ১ তারিখ এলাকা, দেশ, মহাদেশের ভিন্নতায় কখনই আলাদা হবে না। কারণ "নতুন চাঁদ" উদয়ের দিনে সকল এলাকা, দেশ, মহাদেশের বাসিন্দারাই "মানুষ" ছিলেন, আছেন, থাকবেন। আর মহাপবিত্র কুরআন বলছে- "তা (অর্থাৎ নতুন চাঁদ সমূহ) মানুষের জন্য (বা মানব জাতির জন্য) সময় (তারিখ) নির্ধারক"।

রোযা রাখা কার উপর ফরয তার সিদ্ধান্ত দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এরশাদ করেন-

فمن شهد منكم الشهر فليصمه-

অর্থাৎ "তোমাদের যে কেউ এ (পবিত্র রমযান) মাস পাবে সেই যেন তাতে (এ মাসে) রোযা রাখে।" [(সূরাহ আল বাকারাহ-১৮৫)]

এই আয়াতের দ্বারা রমযান মাসের রোযা ফরয করা হয়েছে। আর রোযা ফরয হওয়ার কারণ নির্ধারন করা হয়েছে "শুহুদে শাহার" বা রমযান মাস পাওয়াকে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রোযা রাখার যাবতীয় সামর্থ সহকারে পবিত্র রমযান মাসে উপস্থিত হবে তার জন্যই রমযানের রোযা রাখা ফরয। এই আয়াতে উল্লেখিত "مَنْ" (অর্থাৎ "যে কেউ") শব্দটি দেশ মহাদেশ নির্বিশেষে "عام" বা ব্যাপক অর্থ বোধক। তাই এই শব্দকে দেশ মহাদেশের সীমারেখায় সীমিত করা উচ্ছুলে তাফসীরের মূলনীতি পরিপন্থি। অতএব এই আয়াতে "مَنْ" (যে কেউ) শব্দটির মাধ্যমে ব্যাপকার্থে সমগ্র পৃথিবীর যে কোন মুসলিম সম্বোধিত।

এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা রোযা ফরয হওয়ার কারণ নির্ধারণ করেছেন রমজান মাসের উপস্থিতিকে। আর মাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হয় নতুন চাঁদ উদয়ের মাধ্যমে। অর্থাৎ পৃথিবীর আকাশে কোথাও রমজান এর নতুন চাঁদ দেখা গেলেই মানব জাতির জন্য বা সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্য রমজান মাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হবে। আর মাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হলে সকল মুসলিমের উপর ঐদিন থেকেই রোযা রাখা ফরয হবে।

এ ব্যাপারে তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (রঃ) তাফসীরে কাবীরে উল্লেখ করেছেন–

﴿شهد﴾ هو ﴿الشهر﴾ والتقدير: من شاهد الشهر بعقله ومعرفته فليصمه

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি এ পবিত্র রমযান মাসে উপনিত হবে এ মাস সম্পর্কে তার জ্ঞান ও আকলের মাধ্যমে তার উপরই রোযা রাখা জরুরী"। (ইমাম রাযীর কথা এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[(তাফসীরে কাবীর, খন্ড–২, পৃঃ–২৫৫)]**

মাসের উপস্থিতি কিভাবে প্রমাণিত হবে? এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম রাযী (রঃ) লিখেছেন–

أن شهود الشهر بماذا يحصل؟ فنقول: إما بالرؤية وإما بالسماع،

অর্থাৎ "পবিত্র রমযান মাসের উপস্থিতি কি ভাবে প্রমাণিত হবে? এর জবাবে আমরা বলবো মাস প্রমাণিত হবে নতুন চাঁদ দেখা বা তার সংবাদ শোনার মাধ্যমে"। (ইমাম রাযীর কথা এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[(তাফসীরে কাবীর, খন্ড–২ পৃঃ–২৫৬)]**

এ প্রসংগে ইমাম রাযী (রঃ) আরও লিখেছেন–

وأما السماع فنقول إذا شهد عدلان على رؤية الهلال
حكم به في الصوم والفطر جميعاً،

অর্থাৎ "দুইজন সত্যবাদী ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তির চাঁদ দেখার সাক্ষ্য শ্রবণের মাধ্যমেই সকলের প্রতি রোযা রাখা ও ছাড়ার হুকুম প্রযোজ্য হবে"। (ইমাম রাযীর কথা এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[(তাফসীরে কাবীর, খন্ড-২ পৃঃ-২৫৬)]**

এই কথার দলীল হচ্ছে এই হাদীস

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, "...*যদি* (মুসলিমদের) *দু'জন স্বাক্ষ্য দেয় যে, তারা* (নতুন চাঁদ উদয়ের ব্যাপারে) *দেখেছে, তাহলে তোমরা সাওম* (রোজা) *ও ঈদ পালন কর।*" [নাসাঈ, সহীহ্, অধ্যায়ঃ ৮, হাদিস # ২১১৬।]

তাফসীরে রুহুল মাআনীতে আল্লামা আলুসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন,

والمعنى فمن حضر فى
الشهر ولم يكن مسافراً فليصم فيه أو من علم هلال الشهر وتيقن به فليصم، ومفاد الآية على هذا عدم وجوب

অর্থাৎ "মাস উপস্থিতির অর্থ হলো যে মুসাফির নয় তাকে রোযা রাখতে হবে অথবা যে ব্যক্তি পবিত্র রমযান মাসের নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ পেল এবং তাকে বিশ্বাস করল, তার উপরই রোযা রাখা ফরয"। (আল্লামা আলুসীর কথা এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[(তাফসীরে রুহুল মায়ানী, খন্ড-২, পৃঃ-৬১)]**

তাফসীরে বায়জাবী শরীফে বলা হয়েছে–

–يثبت شهود هذا الشهر برؤية البصر او بالسماع

অর্থাৎ “নতুন চাঁদ দেখা বা চাঁদ উদয়ের সংবাদ শুনার দ্বারাই মাস প্রমাণিত হবে”। (তাফসীরে বায়জাবীর উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[(তাফসীরে বায়জাবী শরীফ)]**

উপরোক্ত তাফসীর থেকে বুঝা যায় পবিত্র রমযান মাস প্রমাণিত হওয়ার জন্য “সকলকে” এবং “নিজ দেশের সীমায়” চাঁদ দেখতে হবেনা বরং সমগ্র পৃথিবীর কোথাও রমজান এর নতুন চাঁদ দেখা গেলে, চাঁদ দেখা বা চাঁদ উদয়ের গ্রহনযোগ্য সংবাদ শুনার দ্বারা মানব জাতির জন্য বা সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্য রমজান মাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হবে। আর রমজান মাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হলে পৃথিবীর সকল মুসলিমের উপর ঐদিন থেকেই রোযা রাখা ফরয হবে।

পবিত্র কুরআন বিশ্বজনীন গ্রন্থ।সুতরাং, এর প্রতিটি হুকুমই বিশ্বজনীন। তাই এর কোন হুকুমই দেশ মহাদেশের সীমারেখায় সীমিত নয়। রোযা রাখা ও ঈদ করার জন্য নিজ নিজ দেশে চাঁদ দেখতে হবে এ রকম বর্ণনা পবিত্র কুরআনের কোথাও নেই। তদুপরি যখন পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছিল তখন তো বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান নামে বিশ্বে কোন দেশই ছিলনা, তাহলে হারাম জাতিয়তাবাদী ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যেই চাঁদ দেখা যেতে হবে এ কথা পবিত্র কুরআনের বাণীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

হাদীস শরীফের বক্তব্য

চাঁদ দেখে বা চাঁদ দেখার গ্রহণযোগ্য সংবাদ শুনে রোযা রাখা:

শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনা অনুযায়ী রমজান মাস শুরু, ঈদ ইত্যাদি করা যাবেনা বরং অবশ্যই চাঁদ দেখতে হবে। এর দলীল হচ্ছে এই হাদীস।

ইবনে উমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "*আমরা উম্মী* (নিরক্ষর) *জাতি, আমরা লিখি না হিসাবও করিনা* (যে) *মাস এইরকম ও এইরকম*" [(সহীহ বুখারী অধ্যায় ৩১ – কিতাবুস সাওম, হাদীস নং ১৩৭) অথবা (সহীহ বুখারী, ইংরেজী অনুবাদ – ড. মুহসীন খান, সৌদি আরব, খন্ড ৩, অধ্যায় ৩০, পৃষ্ঠা ৮৮, হাদীস নং ১৯১৩)]

চাঁদ নির্ভর সকল ইবাদাত পালনের তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সকল ফকীহ ও আলেমগণ নিজ নিজ মতের সমর্থনে এই হাদীসগুলিকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন।

(১) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইরশাদ করেন–

"*চাঁদ দেখার ভিত্তিতে তোমরা রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখার ভিত্তিতে তোমরা রোযা ছাড় (ঈদ কর)*"। [(সহীহ মুসলিম অধ্যায় ৬ – কিতাবুস সাওম, হাদীস নং ২৩৬৪, ২৩৬৮, ২৩৬৯, ২৩৭৮, ২৩৭৯, ২৩৮০, ২৩৮১) অথবা (মুসলিম শরীফ, অনুবাদ - আ.স.ম. নুরুজ্জামান, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, খন্ড ৪, অধ্যায় ১৪ – কিতাবুস সাওম, হাদীস নং ২৩৬৭, ২৩৭১, ২৩৭২, ২৩৮২, ২৩৮৩, ২৩৮৪, ২৩৮৫) (সহীহ বুখারী, অধ্যায় ৩০– কিতাবুস সাওম, হাদীস নং ১৯০৯)]

মুসলিম শরীফের যে পৃষ্ঠায় হাদীসটির বর্ননা রয়েছে সে পৃষ্ঠায়ই হাদীসটির অর্থ করা হয়েছে এভাবে–

قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) المراد رؤية بعض المسلمين ولا يشترط رؤية كل إنسان بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين وكذا عدل على الأصح هذا في الصوم وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء

" 'এবং চাঁদ দেখার প্রমাণ সাপেক্ষে তোমরা রোযা ছাড়, ঈদ কর'। এর অর্থ হলো কিছু মুসলমানের দেখার মাধ্যমে উদয় প্রমাণিত হওয়া। <u>এ শর্ত করা যাবেনা যে প্রত্যেক মানুষেরই চাঁদ দেখতে হবে</u>। বরং যে কোন দেশের যে কোন দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির দেখাই সকল মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে। বরং সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে রোযার ক্ষেত্রে একজন সৎ ব্যক্তির দেখাই সকলের আমলের জন্য যথেষ্ট । আর অধিকাংশ ফকীহগণের মতে শাওয়ালের নুতন চাঁদ প্রমাণের জন্য একজনের সাক্ষ্য যথেষ্ট হবেনা"। (শরহে নববীর উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[(মুসলীম শরীফ, খন্ড-১, পৃঃ-৩৪৭, শরহে নাবাবী আলা মুসলিম ৭/১৯০)]**

(২) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইরশাদ করেন-

"*<u>তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা রাখবেনা এবং চাঁদ না দেখে রোযা ছাড়বেনা (ঈদ করবেনা)</u>*" । [(সহীহ বুখারী অধ্যায় ৩১ - কিতাবুস সাওম, হাদীস নং ১৩০) অথবা (সহীহ বুখারী, ইংরেজী অনুবাদ - ড. মুহসীন খান, সৌদি আরব, খন্ড ৩, অধ্যায় ৩০, পৃষ্ঠা ৮৫, হাদীস নং ১৯০৬) (সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৪৪, হাদীস নং ১৭৮৫), (সহীহ মুসলিম অধ্যায় ৬ - কিতাবুস সাওম, হাদীস নং ২৩৬৩, ২৩৬৭, ২৩৭০) অথবা (মুসলিম শরীফ, অনুবাদ - আ.স.ম. নুরুজ্জামান, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, খন্ড ৪, অধ্যায় ১৪ - কিতাবুস সাওম, হাদীস নং ২৩৬৬, ২৩৭০, ২৩৭৩)]

হাদীসটির ব্যাখ্যায় পবিত্র বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ বিশ্ব বিখ্যাত কিতাব "<u>ফাতহুল বারী</u>"-তে <u>আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী</u> রহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেন-

قوله: (فلا تصوموا حتى تروه) ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد، بل المراد بذلك رؤية بعضهم وهو من يثبت به ذلك، إما واحد على رأي الجمهور أو اثنان على رأي آخرين، ووافق الحنفية على الأول إلا أنهم خصوا ذلك بما إذا كان في السماء علة من غيم وغيره، وإلا متى كان صحو لم يقبل إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم. وقد تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية أهل بلد غيرها، ومن لم يذهب إلى ذلك قال لأن قوله «حتى تروه» خطاب لأناس مخصوصين فلا يلزم غيرهم، ولكنه مصروف عن ظاهره فلا يتوقف الحال على رؤية كل واحد فلا يتقيد بالبلد

অর্থাৎ "রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর বাণী "فلاتصوموا حتى تروه" এর মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে চাঁদ দেখতে হবে এমন উদ্দেশ্য নেয়া যাবেনা। বরং পবিত্র বাণীটির উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু ব্যক্তির চাঁদ দেখা। জমহুর ফকীহ গণের মতানুসারে রমযানের চাঁদ একজনের দেখাই যথেষ্ট হবে। যা হানাফী ফকীহগণের মত। আর অন্যদের মতে দু'জনের দেখা যথেষ্ট হবে। এ মতামত অপরিচ্ছন্ন আকাশের ক্ষেত্রে, কিন্তু আকাশ যদি পরিচ্ছন্ন থাকে তাহলে এমন সংখ্যক ব্যক্তির চাঁদ দেখতে হবে যাদের সংখ্যা দ্বারা চাঁদ দেখার সংবাদ প্রমাণিত হবে। যারা এক দেশের দেখা অন্য দেশের জন্য প্রযোজ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন এটা তাদের মত। আর যারা প্রত্যেক দেশের জন্য চাঁদ দেখার মত প্রকাশ করেছেন তারা বলেছেন, 'যতক্ষণ না তাকে দেখবে' এর মাধ্যমে বিশেষ অঞ্চলের মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে, যা অন্য অঞ্চলের মানুষের জন্য প্রযোজ্য নয়। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের এ মত হাদীসের প্রকাশ্য বক্তব্যের পরিবর্তন। অতএব চাঁদ দেখাকে প্রত্যেক মানুষের সাথে এবং প্রত্যেক দেশের সাথে সীমিত করা যাবে না"। (ইবনু হাজার আসকালানীর উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(ফাতহুল বারী ফি শরহে ছহীহীল বুখারী, খন্ড-৪, পৃঃ-১৫৪)]

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে চাঁদ দেখতে হবে এমন উদ্দেশ্য নেয়া যাবেনা, এই কথার দলীল হচ্ছে এই হাদীস,

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, *"...যদি* (মুসলিমদের) *দু'জন স্বাক্ষ্য দেয় যে, তারা* (নতুন চাঁদ উদয়ের ব্যাপারে) *দেখেছে, তাহলে তোমরা সাওম* (রোজা) *ও ঈদ পালন কর"*। [নাসাঈ, সহীহ্, অধ্যায়ঃ ৮, হাদিস # ২১১৬।]

যে সকল ফিকাহবিদ ও আলেমগণ সমগ্র বিশ্বে একই দিনে আমলের পক্ষে ফাতওয়া দিয়েছেন তারা নিজেদের মতের সমর্থনে এই হাদীস গুলিকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। তাদের যুক্তি হল হাদীস গুলির মধ্যে বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর "তোমরা" বলে সম্বোধন দেশ মহাদেশের সীমানা পেরিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে ব্যাপক অর্থবোধক সম্বোধন।

শুধু তাই নয়, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিজেও চাঁদ দেখার সংবাদ শুনে আমল করেছেন যা নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে ।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর নিজ আমল:

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর পবিত্র হায়াতে ২য় হিজরী থেকে ১০ম হিজরী পর্যন্ত সর্বমোট ৯ বার পবিত্র রমযান মাসের রোযা রেখে ছিলেন। তাই আমাদের গভীর দৃষ্টি দেয়া উচিৎ, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর পবিত্র আমলের দিকে। রমযান মাসে রোযা রাখা এবং শাওয়াল মাসে ঈদ করার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পবিত্র আমলে, উক্ত হাদীস দু'টির প্রতিফলন কিভাবে করেছেন। উল্লেখিত হাদীস কারীমা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কি নিজে চাঁদ দেখে রোযা রেখেছেন, ঈদ করেছেন? না কি অন্যের দেখার সংবাদের মাধ্যমেও রোযা রেখেছেন, ঈদ করেছেন? এ প্রসংগে পবিত্র হাদীস শরীফে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা হচ্ছে-

وعن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته
فصام وامر الناس بصيامه رواه ابو داود والدارمي

<u>হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, *"কিছু সংখ্যক মানুষ* (রমযানের) *নতুন চাঁদ দেখল। আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-কে সংবাদ দিলাম যে আমিও উক্ত চাঁদ দেখেছি। ফলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রোযা রাখলেন এবং মানুষকেও রোযা রাখতে নির্দেশ দিলেন।*</u>" [(আবু দাউদ, সহীহ, হাদীস নং ২৩৪২, ইংরেজি অনুবাদ হাদীস নং ২৩৩৫) (তিরমিজি ৭৫৩, বায়হাকী ৮২৩৫, দারেমী) - (মিশকাত, পৃঃ-১৭৪)]

এমনি ভাবে হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত আছে-

وعن ابن عباس قال جاء اعرابي
الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال يعني هلال رمضان فقال أتشهد ان لا اله الا الله قال نعم
قال أتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس ان يصوموا غدا رواه ابو داود والترمذي
والنسائي وابن ماجة والدارمي

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: *"একজন মরুচারী মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর নিকট আসলো এবং বললো, আমি প্রথম চাঁদ অর্থাৎ রমযানের চাঁদ দেখেছি। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই একথা সাক্ষ্য দান কর? সে বলল হ্যাঁ, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর রসূল তুমি কি একথা সাক্ষ্য দান কর? সে বলল হ্যাঁ, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, হে বেলাল মানুষের কাছে ঘোষণা করে দাও তারা যেন আগামী দিন রোযা রাখে"*। [(আবু দাউদ হাদীস নং ২৩৪০, ইংরেজি অনুবাদ ২৩৩৩), তিরমিযী ৬৯১, পৃঃ-১৪৮; নাসায়ী ২১১২, পৃঃ-২৩১; ইবনু মাজাহ পৃঃ-১১৯, বায়হাকি ৮২৩০, মিশকাত পৃঃ-১৭৪)]

হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত আছে-

وعن ابى عمير بن انس عن عمومة له من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ان ركبا جاؤا الى النبى صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم راوا الهلال بالامس فامرهم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم رواه ابوداؤد والنسائى

হযরত আবু উমাইর ইবনু আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত *"রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর নিকট একদল আরোহী আসল এবং তারা সাক্ষ্য দিল যে তারা গতকাল (শাওয়ালের) চাঁদ দেখেছে। ফলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মানুষকে রোযা ছাড়ার আদেশ দিলেন। পরের দিন প্রাতঃকালে সকলেই ঈদগাহে সমবেত হলেন"।* [(আবু দাউদ, সহীহ, হাদীস নং ১১৫৭, ইংরেজি অনুবাদ হাদীস নং ১১৫৩, নাসায়ী, মিশকাত-১২৭)]

অত্র হাদিসের ব্যাখ্যায় মিশকাত শরীফের উক্ত পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে-

قوله مصلاهم لصلوة العيد كما فى رواية اخرى قال المظهر يعنى لم يروا الهلال فى المدينة ليلة الثلاثين من رمضان فصاموا ذلك اليوم فجاء قافلة فى اثناء ذلك اليوم وشهدوا انهم راوا الهلال ليلة الثلاثين فامر النبى صلى الله عليه وسلم بالافطار وباداء صلوة العيد فى اليوم الحادى والثلاثين ١٢ ... قوله لانما الخ تاكيد ان كان

“তারা ঈদের নামাজের জন্য ঈদগাহে সমাবেত হল। আল্লামা মাজহার বলেন যে ঐ বছর মদীনা শরীফে ২৯শে রমযান দিবাগত রাতে শাওয়ালের চাঁদ দেখা যায়নি। ফলে মদীনা বাসী ৩০ রমযানের রোযা রেখে ছিলেন। এমতাবস্থায় ঐ দিন দ্বিপ্রহরে একদল ছাওয়ারী দূর থেকে আসল এবং তারা সাক্ষ্য দিল যে, নিশ্চয়ই তারা ২৯ তারিখ দিবাগত রাতে নুতন চাঁদ দেখেছে। অতপর, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাদের এ সংবাদ গ্রহণ করে সকলকে রোযা ভঙ্গের নির্দেশ দিলেন এবং পরের দিন (২রা শাওয়াল) ঈদের নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।“ (মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(মিরকাতুল মাফাতিহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৫/১৫৩)]

অত্র হাদীস তিনটিতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর নিজ আমল দ্বারা নিম্নোক্ত বিষয় গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়।

(১) মাস প্রমাণের জন্য সকলের চাঁদ দেখা জরুরী নয়, অন্যের দেখার গ্রহণযোগ্য সংবাদ শুনার মাধ্যমেও মাস প্রমাণিত হবে, ফলে রমজানে রোযা এবং শাওয়ালের চাঁদে ঈদ করতে হবে ।

(২) নিজ দেশের আকাশে নতুন চাঁদ দেখতে হবে এমন শর্ত করা যাবে না।

(৩) রমজানের চাঁদ না দেখতে পেলে এবং চাঁদ দেখার কোন সংবাদ না পেলে শাবান ৩০ পূর্ণ করার পর রোজা শুরু করতে হবে। আর ঈদুল ফিতরের চাঁদ না দেখতে পেলে এবং চাঁদ দেখার কোন সংবাদ না পেলে রমজান ৩০ পূর্ণ করে ঈদ করতে হবে। কিন্তু যে কোথাও চাঁদ দেখার গ্রহণযোগ্য সংবাদ পেলেই সেই সংবাদ দূর থেকে আসলেও সেই অনুযায়ী আমল করতে হবে।

রমজান মাসের ফযিলাত বিশ্বব্যাপী একই দিনে শুরুঃ

পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য রমজান মাস যে একই দিনে শুরু হয় তার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই হাদীস দুটি,

হযরত আবু হুরাইয়রা রদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "*যখন পবিত্র রমযান মাস এসে যায় তখন জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়*" [(সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৪০-২৪১, হাদীস নং ১৭৭৭) অথবা (সহীহ বুখারী, ইংরেজী অনুবাদ - ড. মুহসীন খান, সৌদি আরব, খন্ড ৩, অধ্যায় ৩০, পৃষ্ঠা ৮২, হাদীস নং ১৮৯৮)]

হযরত আবু হুরাইয়রা রদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "*যখন পবিত্র রমযান মাস এসে যায় তখন আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়।*" [(সহীহ বুখারী, খন্ড ৩, হাদীস নং ১২৩ অথবা খন্ড ৩, অধ্যায় - সাওম, হাদীস নং ৯, অথবা খন্ড ৩, অধ্যায় ৩১, হাদীস নং ১২৩) অথবা (সহীহ বুখারী, ইংরেজী অনুবাদ - ড. মুহসীন খান, সৌদি আরব, খন্ড ৩, অধ্যায় ৩০, পৃষ্ঠা ৮২, হাদীস নং ১৮৯৯) অথবা (সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৪১, হাদীস নং ১৭৭৮,)]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সৃষ্ট ৮টি জান্নাত ও ৭টি জাহান্নাম কোন অঞ্চল বিশেষের মানুষের জন্য নয় বরং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। তাই এই হাদীসের বর্ণনা মতে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা, মূল শয়তানকে বন্দি করা এবং জাবের রদিআল্লাহু তায়ালা আনহু-এর বর্ণিত হাদীস মতে আল্লাহ তায়ালার রহমতের দৃষ্টি দান করা রমযানের নতুন চাঁদ উঠার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য একই দিনে সমভাবে শুরু হয়। বাংলাদেশের স্থানীয় আকাশে চাঁদ দেখা যেতে ১দিন বা ২দিন বিলম্ব হওয়ায় উল্লেখিত কার্যক্রম এদেশের জন্য এক বা দু'দিন পরে শুরু হওয়া অথবা পুনরায় হওয়া বিবেক গ্রাহ্য নয়। তাই এই হাদীসে প্রমাণিত হল যে পবিত্র রমযানের ফযিলতের কার্যকারিতা আল্লাহ তায়ালার দরবারেও বিশ্বময় একই দিনে শুরু হয়। অতএব দেশ মহাদেশের ভিন্নতায় রমযান ও অন্যান্য ইবাদাত কখনই ভিন্ন ভিন্ন দিনে মেনে নেওয়া যায় না।

ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা সম্পর্কিত হাদীস:

একটি হাদীসে আয়েশাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত,

" الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ "

রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, "*ঈদুল ফিতর হলো ঐ দিন যেদিন মানুষ ঈদুল ফিতর উদযাপন করে থাকে এবং ঈদুল আযহা হচ্ছে ঐ দিন যেদিন মানুষ ঈদুল আযহা পালন করে থাকে।*" [(তিরমিযী, সহীহ্, অধ্যায়ঃ ২, কিতাবুস্ সওম, অনুচ্ছেদঃ ৭৮, (ঈদুল) ফিতর এবং (ঈদুল) আযহা কখন হবে, হাদিস # ৮০২)]

এই হাদিসে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) "ইয়াওমা" শব্দ ব্যবহার করেছেন।"ইয়াওমা" শব্দটি একবচন, যার অর্থ "একদিন"। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বহুবচন শব্দ "আইয়্যামা" ব্যবহার করেননি। আর "আন্নাসু" শব্দটি "ইনসান" শব্দের বহুবচন হওয়ায় সকল মানুষ তথা সারা পৃথিবীর সকল মুসলিমদের বোঝানো হয়েছে। যেমন, মহান আল্লাহ্ বলেন,

"হে মানবজাতি তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর...-[(সূরা নিসা, ৪/১)]

এই আয়াতটিতে "আন্নাসু" শব্দটির দ্বারা সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে হাদিসটিতেও "আন্নাসু" শব্দটি দ্বারা সকল মানুষকে অর্থাৎ সকল মুসলিমকে বলা হয়েছে। সুতরাং হাদীসটির ব্যাখ্যা দাঁড়ায় "ঈদুল ফিতর হলো ঐ একদিন যেদিন সারা পৃথিবীর সকল মানুষ ঈদুল ফিতর উদযাপন করে থাকে এবং ঈদুল আযহা হচ্ছে ঐ একদিন যেদিন সারা পৃথিবীর সকল মানুষ ঈদুল আযহা পালন করে থাকে"।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি ঈদুল ফিতর সারা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য একই দিন এবং ঈদুল আযহাও সকল মানুষের জন্য একই দিন।

হাদীসে আরো বর্নিত হয়েছে

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, *“রসূলুল্লাহ্ (দ.) ঈদুল ফিতরের দিন এবং কুরবানীর দিন সওম* (রোজা) *রাখতে নিষেধ করেছেন”*। [বুখারী, অধ্যায়ঃ ৩০, কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদঃ ৬৬, ঈদুল ফিতরের দিনে স্বওম রাখা, হাদিস # ১৯৯০, ১৯৯১, অনুচ্ছেদঃ ৬৭, কুরবানীর দিনে স্বওম, হাদিস # ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৫, অধ্যায়ঃ ৭৩, কুরবানী, অনুচ্ছেদঃ ১৬, কুরবানীর গোশত থেকে কতটুকু খাওয়া যাবে অথবা কতটুকু সঞ্চয় করে রাখা যাবে, হাদিস # ৫৫৭১, মুসলিম, অধ্যায়ঃ ১৩, কিতাবুস্ স্বিয়াম, অনুচ্ছেদঃ ২২, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে স্বওম পালন না করা, হাদিস # ১৩৮/১১৩৭, -১৩৯,১৪০,১৪১/১১৩৮, -১৪২/১১৩৯, -১৪৩/১১৪০, আবু দাউদ, স্বহীহ্, অধ্যায়ঃ ৮, কিতাবুস্ স্বিয়াম, অনুচ্ছেদঃ ৪৮, দুই ঈদের দিন স্বওম পালন, হাদিস # ২৪১৬, ২৪১৭, ইবনু মাজাহ্, স্বহীহ্, অধ্যায়ঃ ৭, স্বিয়াম, অনুচ্ছেদঃ ৩৬, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে স্বওম রাখা নিষেধ, হাদিস # ১৭২১, ১৭২২, বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা), স্বহীহ্, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদঃ ৭৫, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে স্বওম না রাখা, হাদিস # ৮২৪৮, ৮২৪৯, ৮২৫০, দারিমী, স্বহীহ্, অধ্যায়ঃ ৪, কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদঃ ৪৩, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে স্বওম রাখা নিষেধ, হাদিস # ১৭৫৩ (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)]

বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন দিনে ঈদ করলে দেখা যাবে একটি অঞ্চলে যেদিন ঈদ, অন্য অঞ্চলে সেদিন রোজা অথচ ঈদের দিন রোজা রাখা হারাম।

তাবেয়ী হাসান বসরী (রঃ) এর অভিমত:

হাসান বসরী (রাহঃ) থেকে বর্ণিত, কোনো ব্যক্তি কোনো শহরে ছিল এবং (সেই শহরবাসীদের সাথে) সোমবার রোযা শুরু করল। এরপর দুই ব্যক্তি এসে সাক্ষ্য দিল যে, তারা দুজন রবিবার রাতে (শনিবার দিবাগত রাতে) চাঁদ দেখেছে। (সুতরাং রবিবার থেকেই রোযা শুরু হওয়া উচিত ছিল) এ ক্ষেত্রে হাসান (রাহঃ) বলেছেন, শুধু এটুকুর ভিত্তিতে ঐ ব্যক্তি ও শহরবাসী একটি রোযা কাযা করবে না। তবে তারা যদি জানতে পারে যে, কোনো মুসলিম শহরের অধিবাসীগণ বাস্তবেই রবিবার রোযা রেখেছে তাহলে তারা ঐ দিনের রোযা কাযা করবে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৩৩৩; তুহফাতুল আশরাফ, হাদীস : ১৮৪৯২)

<u>ফিকাহ এর সিদ্ধান্ত</u>

<u>হানাফী ফিকহের বক্তব্য:</u>

(১) হানাফি ফিকহের বিশ্ব বিখ্যাত ও সর্বজন বিদিত ফিকহ্ গ্রন্থ "<u>ফতহুল কাদির</u>"- এ ফিকাহ শাস্ত্রের ইমাম ইবনে আল হুম্মাম আল হানাফী (রঃ) লিখেছেন-

وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس
فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب

"যখন কোন শহরে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে, তখন সকল মানুষের উপর রোযা রাখা ফরয হবে। <u>ফিকহের প্রতিষ্ঠিত মাযহাব অনুযায়ী পাশ্চাত্য বাসীর বা পশ্চিমের অধিবাসীদের চাঁদ দেখার দ্বারা প্রাচ্য বাসীর বা পূর্বের অধিবাসীদের জন্য রোযা রাখা ফরয হবে</u>।" (ইমাম ইবনে আল হুম্মামের কথা এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[(ফতহুল কাদির, খন্ড-২, পৃঃ-৩১৮, ৩১৩) অথবা (ফতহুল কাদির, খন্ড-৪, পৃঃ-২১৬)]**

(২) হানাফি ফিকহের প্রসিদ্ধ কিতাব <u>ফাতওয়া-ই- আলমগিরী</u>র সিদ্ধান্ত হলো:

*ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية
كذا في فتاوى قاضيخان * وعليه فتوى الفقيه أبي الليث وبه كان يفتي شمس الائمة الحلواني قال لو رأى
أهل مغرب هلال رمضان يجب الصوم على أهل مشرق كذا في الخلاصة *

"<u>ফিকহের প্রতিষ্ঠিত বর্ণনানুযায়ী চাঁদ উদয়ের বিভিন্নতা গ্রহণীয় নয় । ফতুয়াই কাযী খানের ফাতওয়াও অনুরুপ। ফকীহ আবু লাইছও এমনটাই বলেছেন । শামছুল আইম্মা হালওয়ানী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যদি পশ্চিমের অধিবাসীগন রমযানের চাঁদ দেখে তবে সে দেখার দ্বারা পূর্বের অধিবাসীদের জন্য রোযা ওয়াজিব হবে । এমনটাই আছে খোলাছা নামক কিতাবে-</u>" (ফাতওয়া-ই- আলমগিরীর উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[(ফাতওয়া-ই-আলমগিরী, খন্ড-১, পৃঃ-১৯৮, ২১১,) অথবা (ফাতওয়া-ই-আলমগিরী, খন্ড-৫, পৃঃ-২১৬)]**

(৩) হানাফি ফিকহের বিশ্ব বিখ্যাত ফিকহ গ্রন্থ <u>ফাতওয়া-ই-শামী</u>-এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে-

وانما
الخلاف فى اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم ولا يلزم أحدا العمل بمطلع غيره
أم لا يعتبر اختلافها بل يجب العمل بالاسبق رؤية حتى لو رؤى فى المشرق ليلة الجمعة وفى المغرب ليلة السبت وجب
على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق فقيل بالاول واعتمده الزيلعى وصاحب الفيض وهو الصحيح عند
الشافعية لان كل قوم مخاطبون بما عندهم كما فى أوقات الصلاة وأيده فى الدرر بما مر من عدم وجوب العشاء
والوتر على فاقد وقتهما وظاهر الرواية الثانى وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة لتعلق الخطاب عاما بمطلق
الرؤية فى حديث صوموا لرؤيته بخلاف أوقات الصلوات

অর্থাৎ "চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় হবে কিনা? এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। এ ভাবে যে, প্রত্যেক দেশের মানুষ নিজ নিজ দেখার ভিত্তিতে আমল করবে? না কি উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হবে না বরং সর্ব প্রথম চাঁদ দেখার ভিত্তিতে সকলের জন্য আমল করা জরুরী হবে? এমনকি প্রাচ্যে যদি জুমার রাতে চাঁদ দেখা যায় আর পাশ্চাত্যে শনিবার রাতে চাঁদ দেখা যায় তবে পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের উপর প্রাচ্যের দেখা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব? এবিষয়ে কেউ কেউ প্রথম মতটি গ্রহণ করেছেন (অর্থাৎ এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের মানুষের জন্য গ্রহনীয় নয়)। ইমাম যায়লায়ী ও ফয়েজ গ্রন্থের প্রণেতা এ মতটি গ্রহণ করেছেন। শাফেয়ী ফিকহের মতও এটা। তাদের যুক্তি হল চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশীয় লোক নামাযের ওয়াক্তের মতই নিজ এলাকা বিশেষে সম্বোধিত। যেমন যে অঞ্চলে এশা ও বিতরের ওয়াক্ত হয়না সেখানে এশা ও বিতর নামায আদায় করতে হয়না। <u>আর সুপ্রতিষ্ঠিত মত হচ্ছে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ চাঁদ দেখার ভিন্নতা গ্রহনীয় নয়। বরং প্রথম দিনের দেখার দ্বারাই সমগ্র পৃথিবীতে এক কেন্দ্রিক তারিখ গণনা করে, একই দিনে একই তারিখে আমল করতে হবে। এটাই আমাদের হানাফী ফিকহের সিদ্ধান্ত। মালেকী এবং হাম্বলী ফিকহের মতও এটা। তাদের দলীল হচ্ছে আয়াত ও</u>

হাদীসে চাঁদ দেখার সম্বোধন সকলের জন্য আম বা সার্বজনীন যা নামাজের ওয়াক্তের সম্বোধন থেকে আলাদা"। (ফাতওয়া-ই-শামীর উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(ফাতওয়া-ই-শামী, খন্ড-২, পৃঃ-১০৫ অথবা ফাতওয়া-ই-শামী, খন্ড-২, পৃঃ-৪৩২)]

(৪) হানাফি ফিকহের বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ "বাহরুর রায়েক"-এর ভাষ্য হচ্ছে-

قوله: (ولا عبرة باختلاف المطالع) فإذا رآه أهل بلدة ولم يره أهل بلدة أخرى وجب عليهم أن يصوموا برؤية أولئك إذا ثبت عندهم بطريق موجب ويلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب. وقيل يعتبر فلا يلزمهم برؤية غيرهم إذا اختلف المطلع وهو الأشبه. كذا في التبيين، والأول ظاهر الرواية وهو الأحوط. كذا في فتح القدير وظاهر المذهب وعليه الفتوى كذا في الخلاصة

অর্থাৎ "চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়। অতএব যখন এক দেশের মানুষ চাঁদ দেখবে, তখন অন্য দেশের মানুষের জন্য রোযা রাখা ফরয হবে, যদিও তারা চাঁদ দেখেনি। যদি তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছে যায়। অতএব পাশ্চাত্যবাসীর দেখার দ্বারা প্রাচ্যবাসীর জন্য রোযা রাখা অত্যাবশ্যক হবে। যদিও কেউ কেউ বলেন উদয় স্থলের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য, একের দেখা অন্যের জন্য প্রযোজ্য নয়। তবে ফিকহের প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে প্রথমটি। এমনটাই লেখা হয়েছে ফতহুল কাদির গ্রন্থে। সেখানে বলা হয়েছে এটাই প্রকাশ্য মতামত এবং এর উপরই ফাতওয়া। খোলাছা নামক কিতাবের ভাষ্যও তাই"। (বাহরুর রায়েকের উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(বাহরুর রায়েক, খন্ড-২, পৃঃ-৪৭১)]

(৫) বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ "তাবয়ীনুল হাকায়েক"-এর ভাষ্য হচ্ছে-

قال رحمه الله: (ولا عبرة باختلاف المطالع) وقيل: يعتبر ومعناه أنه إذا رأى الهلال أهل بلد ولم يره أهل بلدة أخرى يجب أن يصوموا برؤية أولئك كيفما كان على قول من قال: لا عبرة باختلاف المطالع، وعلى قول من اعتبره ينظر فإن كان بينهما تقارب بحيث لا تختلف المطالع يجب وإن كان بحيث تختلف لا يجب وأكثر المشايخ على انه لا يعتبر حتى إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوماً وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوماً يجب عليهم قضاء يوم

অর্থাৎ "অত্র গ্রন্থের প্রণেতা (রঃ) বলছেন যে, চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়। যদিও কেউ চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় হবে বলে মত প্রকাশ

করেছেন।'ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়' এর অর্থ হচ্ছে যদি এক দেশের অধিবাসীরা নুতন চাঁদ দেখেন এবং অন্য দেশের অধিবাসীরা না দেখেন তবে প্রথম দেশবাসীর দেখা দ্বারাই অন্য দেশবাসীদের জন্য রোযা রাখা ফরয হবে। অধিকাংশ মাশাইখ-ই এমত পোষণ করেছেন। এমনকি এক দেশের মানুষ ৩০টি রোযা রাখল, অন্য দেশের মানুষ রোযা রাখল ২৯টি, তাহলে অন্যদেরকে একটি রোযা কাযা করতে হবে"। (তাবয়ীনুল হাকায়েকের উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(তাবয়ীনুল হাকায়েক, খন্ড-২, পৃঃ-১৬৪/১৬৫)]

(৬) "ফাতওয়া-ই-কাযীখান"-এর ভাষ্য হচ্ছে-

ولا عبرة لاختلاف
المطالع في ظاهر الرواية وكذا ذكر شمس الائمة الحلواني رحمه الله

অর্থাৎ "ফিক্হের সুপ্রতিষ্ঠিত মতানুসারে চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এমতই উল্লেখ করেছেন"। (ফাতওয়া-ই-কাযীখানের উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(কাযীখান, খন্ড-১, পৃঃ-৯৫)]

(৭) বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ "হাশিয়া-ই-তাহতাবী" শরীফের ভাষ্য হচ্ছে-

ويشترط في الثبوت الخ) لو قال المصنف بدل قوله وهلال الأضحى كالفطر وجميع الأهلة كالفطر لاستغنى
عن هذه الجملة (١٧) ومطلع قطرها) الأولى أن يقول وإذا ثبت الهلال في مطلع قطر الخ (١٨) لزم سائر
الناس) في سائر أقطار الدنيا إذا ثبتت عندهم الرؤية بطريق موجب كأن يتحمل إثنان الشهادة أو يشهدا على
حكم القاضي أو يستفيض الخبر بخلاف ما إذا أخبر أن أهل بلدة كذا رأوه لأنه حكاية اهـ (١٩) صوموا الرؤيته)
بدل من الخطاب فإنه علق الصوم بمطلق الرؤية وهي حاصلة برؤية قوم فيثبت عموم الحكم احتياطاً (٢٠)

অর্থাৎ "ঈদুল আযহাসহ সকল মাসের চাঁদের হুকুম শাওয়ালের চাঁদের হুকুমের মতোই। কোন উদয় স্থলে চাঁদ দেখা গেলে দুনিয়ার সকল স্থানের মানুষের উপরই আমল জরুরী হবে। যদি চাঁদ উদয়ের সংবাদ পৌঁছে দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্যে, অথবা কাযীর ফয়সালার উপরে দুইজন সাক্ষ্য দেন, অথবা উদয়ের সংবাদটি ব্যাপক

প্রসিদ্ধি লাভ করে"। (হাশিয়া-ই-তাহতাবীর উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(হাশিয়া-ই-তাহতাবী শরীফ, পৃঃ-৩৫৯)]

(৮) "মায়ারিফুস্ সুনান"-এর ভাষ্য হচ্ছে-

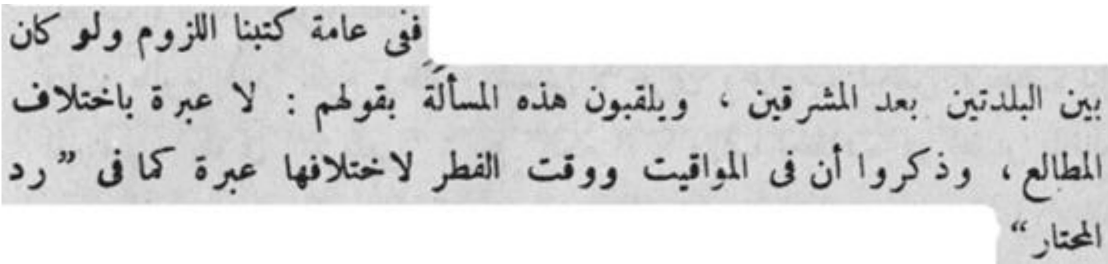
في عامة كتبنا اللزوم ولو كان
بين البلدتين بعد المشرقين ، ويلقبون هذه المسألة بقولهم : لا عبرة باختلاف
المطالع ، وذكروا أن في المواقيت ووقت الفطر لاختلافها عبرة كما في " رد
المحتار "

অর্থাৎ "আমাদের ফিকহের কিতাব সমূহের উপর ভিত্তি করে আমরা লিখেছি যে, এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশে গ্রহণীয় হবে। যদিও দেশ দুটির মধ্যে পশ্চিম ও পূর্বের দূরত্ব হয়। আর এ মাসয়ালা ফকীহ্গণের এ নীতিমালার উপর ভিত্তি করে যে চাঁদ উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় হবে না। তবে ফকিহগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, নামায ও ইফতারের ওয়াক্ত সমূহের ভিন্নতা গ্রহণীয় হবে এবং যার যার স্থানীয় সময় অনুযায়ী নামায পড়বে ও ইফতার করবে"। (মায়ারিফুস্ সুনানের উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(মায়ারিফুস্ সুনান, খন্ড-৫, পৃঃ-৩৩৭)]

(৯) দারুল উলুম দেওবন্দ এর প্রখ্যাত হানাফী আলেম আল্লামা রশীদ আহমদ গোংগুহী (রহঃ)-এর ভাষ্য নিম্নরূপ-

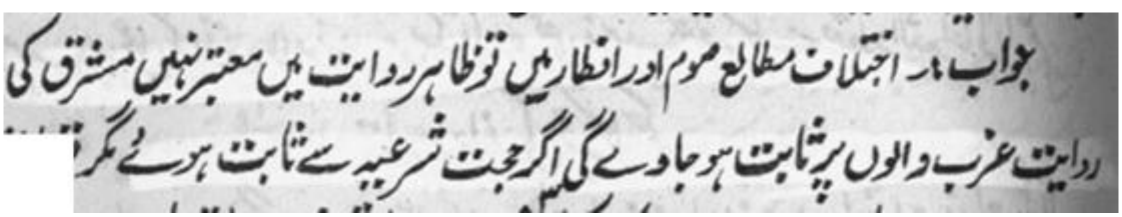
جواب: اختلاف مطالع صوم اور افطار میں تو ظاہر روایت میں معتبر نہیں مشرق کی
روایت غرب والوں پر ثابت ہو جاوے گی اگر حجت شرعیہ سے ثابت ہوئے مگر ...

অর্থাৎ "ফিকহের প্রতিষ্ঠিত মতানুসারে রোযা রাখা ও ঈদ করার ব্যাপারে চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়"। (রশীদ আহমদ গোংগুহীর (রহঃ) কথা এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(ফাতওয়া-ই-রশিদিয়া, পৃঃ-৪৩৭)]

আল্লামা রশীদ আহমদ গোংগুহী (রহঃ) আরও বলেন,

"যদি কোলকাতার মানুষ শুক্রবার চাঁদ দেখে, অথচ মক্কায় তা দেখা গিয়েছে বৃহস্পতিবার, কিন্তু কোলকাতার মানুষ তা জানতে পারেনি, তাহলে যখন তারা জানতে পারবে, তাদের জন্য মক্কার মানুষের সাথে ঈদ করা জরুরী হবে এবং প্রথম রোযা কাযা করতে হবে"। (রশীদ আহমদ গোংগুহীর (রহঃ) কথা এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(শরহে তিরমিযি, কাউকাব উন দুররী, পৃষ্ঠা-৩৩৬ উর্দু সংস্করণ)]

(১০) উপমহাদেশের প্রখ্যাত হানাফী আলেম ও গবেষক আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বেহেশতী- জেওর এ লিখছেন,

"এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য সকল শহর বাসীদের জন্য গ্রহণীয় হবে। ঐ শহরগুলোর সঙ্গে চাঁদ দেখা শহরের যত দুরত্বই হোকনা কেন। এমনকি সর্ব পশ্চিমের চাঁদ দেখার সংবাদ সর্ব পূর্বের মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে পৌছলে ঐ দিনই তাদের উপর রোযা রাখা ফরয হবে"। (আশরাফ আলী থানভীর (রহঃ) কথা এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(বেহেশতী- জেওর, খন্ড-১১, পৃঃ-৫১০) অথবা (Behishti Zewar, Section 11, pg 104, part 4) {Referenced from 'Behr Al Raqeeq, pg 270, vol.2; Fatwa Alamghiri pg 97, vol1}].

এছাড়াও আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) ইমদাদুল ফাতওয়ায় এক প্রশ্নোত্তরে লিখেছেন,

تحقیق اعتبار اختلاف مطالع

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قدس سرہ

امداد الفتاویٰ جلد دوم ص: ۱۳۸ بترتیبِ جدید حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ

سوال (۱۶۳) رویت ہلال کے بارے میں کس قدر دور دراز کی خبر ایک شہر سے دوسرے شہر میں مانی جاسکتی ہے۔ اس میں کچھ علماء کا اختلاف ہے یا نہیں۔ اور مذہب حنفیہ میں اس کی بابت مفتیٰ بہ قول کیا ہے۔

الجواب۔ فی الدر المختار واختلاف المطالع غیر معتبر علی ظاهر المذهب وعلیه اکثر المشائخ وعلیه الفتویٰ۔ بحر عن الخلاصة فیلزم اهل المشرق برؤیة اهل المغرب اذا ثبت عندهم رؤیة اولئک بطریق موجب الیٰ قوله قال الکمال الاخذ بظاهر الروایة احوط ج:۲ ص: ۱۵۴ و:۱۵۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ مفتی بہ قول یہی ہے کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں۔

۲۵ رمضان ۱۳۳۳ھ (تتمہ ثالثہ ص: ۸۲)

প্রশ্ন (#১৬৩): এক শহর থেকে অন্যশহরের দূরত্ব কতটুকু হলে চাঁদ দেখার সংবাদ (গ্রহনযোগ্য বলে) বিবেচিত হবে? এ ব্যাপারে ফিকাহবিদগনের মাঝে মতভেদ আছে কিনা? ইসলামী বিধানের হানাফি ফিকাহ মতে এ ব্যাপারে ফাতওয়া কি?

উত্তর: দুর্রুল মুখতার এ লিখিত হয়েছে, ‘ইসলামী বিধানের এই (হানাফি) ফিকাহ এর অধিকতর শক্তিশালী মত হচ্ছে উদয়স্হলের ভিন্নতা বিবেচ্য নয়। ফাতওয়াও এই অনুযায়ী।খুলাছা থকে বাহরুর রায়েক এর উদ্ধৃতি দিয়ে “পূর্বের মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক পশ্চিমের চাঁদ দেখাকে বিবেচনা করা যদি সেইসব মানুষের দেখা আইনানুসারে নির্ভযোগ্য পদ্ধতিতে প্রতিয়মান হয়”। কামাল ইবনে হুম্মাম বলেন, “অধিকতর শক্তিশালী মত কে গ্রহন করাই অধিক সতর্কতা”।(খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫৪, ১৫৫)। এথেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ফতোয়া মূলত এটার উপরেই যে উদয়স্হলের ভিন্নতা বিবেচ্য নয়। ২৫ রমজান ১৩৩৩ হিজরী। (তাতিম্মাহ ছালিছাহ, পৃষ্ঠা ৮২)

(আশরাফ আলী থানভীর (রহঃ) ফাতওয়ার উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[(হাকিমুল উম্মাত শাইখ আশরাফ আলী থানভী, ইমদাদুল ফাতাওয়া খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৮)]**

(১১) উপমহাদেশের অন্যতম ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র “দারুল উলুম দেওবন্দ”-এর গ্রান্ড মুফতি আযিযুর রহমান সাহেব ফতোয়া-ই-দারুল উলুম দেওবন্দ-এ লিখেছেন-

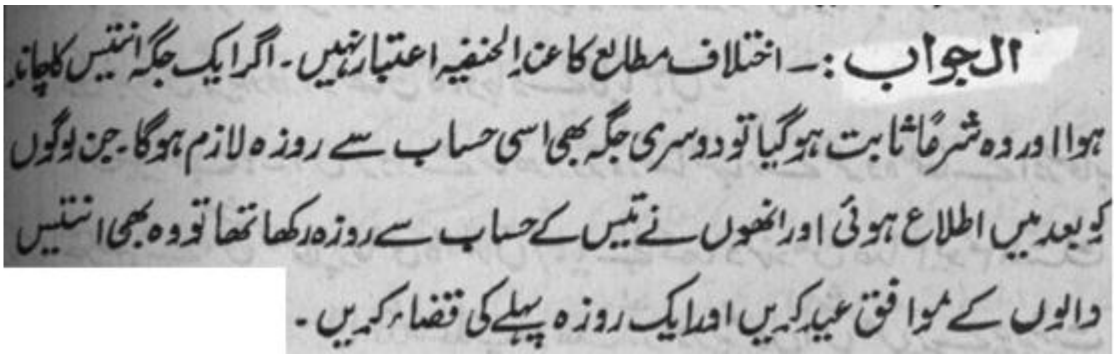

الجواب :- اختلاف مطالع کا عند الحنفیہ اعتبار نہیں۔ اگر ایک جگہ انتیس کا چاند
ہوا اور وہ شرعاً ثابت ہو گیا تو دوسری جگہ بھی اسی حساب سے روزہ لازم ہوگا۔ جن لوگوں
کو بعد میں اطلاع ہوئی اور انھوں نے تیس کے حساب سے روزہ رکھا تھا تو وہ بھی انتیس
والوں کے موافق عید کریں اور ایک روزہ پہلے کی قضاء کریں۔

অর্থাৎ “হানাফী ফিকাহ মতে চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহনীয় নয়। যদি কোন স্থানে শা’বান মাসের ২৯ তারিখে রমযানের চাঁদ দেখা যায় এবং শরয়ীভাবে তা প্রমাণিত হয় তখন ঐ হিসেবেই সকল স্থানে রোযা রাখা অপরিহার্য হয়ে যাবে। যে স্থানের লোকেরা সংবাদ পরে পাওয়ার কারণে শা’বান মাস ৩০ দিন পূর্ণ করে রোযা শুরু করেছে তারাও প্রথমদের সঙ্গে ঈদ করবে এবং প্রথমের একটি রোযা কাযা করবে”। (আযিযুর রহমান সাহেবের ফাতওয়ার উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[(ফাতওয়া-ই-দারুল উলুম দেওবন্দ, খন্ড-৬, পৃঃ-৩৯৮)]**

ফাতওয়া দারুল উলুম দেওবন্দে আরও লিখিত রয়েছে,

“যেখানেই চাঁদ দেখা প্রমানিত হয়, সেখান থেকে যত দূরত্বই হোক, এমনকি যদি হাজার মাইল দূরত্বও হয় সেখানকার জনগনকে তা মেনে নিতে হবে”। (দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়ার উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[(ফাতওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৮০, উর্দু সংস্করণ)]**

(১২) একই কথা লিখেছেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম ও মুফতি আব্দুল কাবী মুলতানী (রহঃ) তার রচিত ছিহাহ ছিত্তা এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ “মিফতাহুন্ নাজ্‌জাহ্” কিতাবে। যার ভাষ্য নিম্নরূপ–

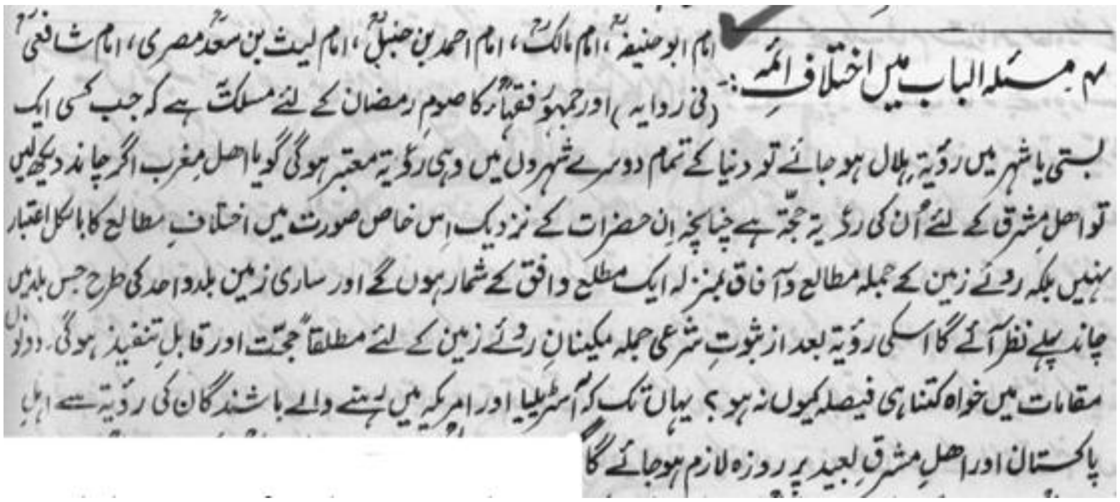

مسئلہ الباب میں اختلاف ائمہ :- امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام احمد بن حنبلؒ، امام لیث بن سعد مصری، امام شافعیؒ (فی روایہ) اور جمہور فقہاءؒ کا صوم رمضان کے لئے مسلک ہے کہ جب کسی ایک بستی یا شہر میں رؤیۃ ہلال ہو جائے تو دنیا کے تمام دوسرے شہروں میں وہی رؤیۃ معتبر ہوگی گویا اہل مغرب اگر چاند دیکھ لیں تو اہل مشرق کے لئے اُن کی رؤیۃ حجت ہے چنانچہ اِن حضرات کے نزدیک اِس خاص صورت میں اختلاف مطالع کا بالکل اعتبار نہیں بلکہ روئے زمین کے جملہ مطالع و آفاق بمنزلہ ایک مطلع و افق کے شمار ہوں گے اور ساری زمین بلد واحد کی طرح جس بلد میں چاند پہلے نظر آئے گا اسکی رؤیۃ بعد از ثبوت شرعی جملہ مکینان روئے زمین کے لئے مطلقاً حجت اور قابل تنفیذ ہوگی، دونوں مقامات میں خواہ کتنا ہی فیصلہ کیوں نہ ہو؟ یہاں تک کہ آسٹریلیا اور امریکہ میں رہنے والے باشندگان کی رؤیۃ سے اہل پاکستان اور اہل مشرق بعید پر روزہ لازم ہو جائے گا

অর্থাৎ “(ফিকাহ শাস্ত্রের ইমাম) ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইমাম লাইছ ইবনু সা’দ আল মিশরী, অধিকাংশ ফকিহগণ এবং ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার এক মতে রমযানের রোযার ক্ষেত্রে এই রায় দিয়েছেন যে, যখন কোন এক জনপদে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে তখন দুনিয়ার অন্য সকল জনপদে ঐ দেখা গ্রহণীয় হবে। এমনকি পাশ্চাত্য অধিবাসীগণ চাঁদ দেখলে প্রাচ্যের অধিবাসীদের জন্যে ঐ দেখা দলীল হবে। এ সকল মহামান্য ইমামগণের নিকট রমযানের রোযার ক্ষেত্রে চাঁদ উদয় স্থলের ভিন্নতা মোটেই গ্রহণীয় নয়। বরং সমস্ত পৃথিবী এবং সকল উদয় স্থল এক উদয় স্থল হিসেবে গণ্য হবে। এবং সমগ্র পৃথিবী একটি দেশের মতই গন্য হবে। যেখানেই প্রথম চাঁদ দেখা যাবে উক্ত দেখা শরয়ী পদ্ধতিতে অন্যদের নিকট পৌঁছলে তার ভিত্তিতে সকলের জন্য আমল করা জরুরী হবে। উক্ত দুই দেশের মধ্যে যতই দূরত্ব হোকনা কেন। এমন কি যদি অষ্ট্রেলিয়া বা আমেরিকার অধিবাসীগণ চাঁদ দেখেন তাহলে ঐ দেখার দ্বারা পাকিস্তান এবং দূর প্রাচ্যবাসীর উপর রোযা রাখা জরুরী হবে”।(আব্দুল কাবী মুলতানীর (রহঃ) কথা এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(মিফতাহুন্ নাজ্‌জাহ, খন্ড–১, পৃঃ–৪৩২)]

(১৩) একই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান <u>হাট হাজারী মাদরাসার শাইখুল হাদীস আল্লামা হাফেজ আবুল হাসান সাহেব</u> তার রচিত মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ '<u>তানযীমুল আশ্তাত</u>' এ, যার ভাষ্য নিম্নে উদৃত হল–

اور عدم اعتبار اختلاف مطالع امام اعظم رح کی ظاہر روایت میں ہے کما فی الشامی وہو المعتمد عندنا وعند المالکیۃ والحنابلۃ۔ لحدیث
ابی ہریرۃ رض انہ ع قال صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ الخ متفق علیہ۔ یہاں خطاب کا تعلق عام طور پر مطلق رؤیت کے ساتھ
ہے۔ اب مطلق رؤیت جس جگہ بھی ہو اس سے سب پر عمل لازم ہوگا۔

অর্থাৎ "<u>চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা</u> (ফিকাহ শাস্ত্রের ইমাম) **<u>ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি–এর নিকট গ্রহণীয় নয়। শামী কিতাবে এমনটাই রয়েছে। এটাই আমাদের (হানাফীদের) রায়। মালেকী ও হাম্বলী ফিকহের মতও এটা। অতএব, কোন স্থানে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে সর্বত্রই আমল অত্যাবশ্যকীয় হবে</u>"।**
(আবুল হাসান সাহেবের কথা এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[(তানযীমুল আশ্তাত, খন্ড–১, পৃঃ–৪১)]**

(১৪) ছারছীনা দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা, নেছার উদ্দিন সাহেব এর ভাষ্য হচ্ছে–

মাসয়ালা— পশ্চিম দেশে চাঁদ উঠার সংবাদ বা সাক্ষ্য যদি শরীয়ত সম্মত হয়, তবে সেই সংবাদে পূর্বদেশীয় লোকের প্রতি রোযা রাখা ফরজ হইবে। (আলমগীরী)

(নেছার উদ্দিন সাহেবের কথা এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[(তরিকুল ইসলাম, খন্ড–২, পৃঃ–১৮৮)]**

(১৫) (ফিকাহ শাস্ত্রের ইমাম) **ইমাম হাছকাফী, ইমাম নাসাফী এবং ইমাম নুজাইম আল মাসরী এর বর্ণনা দিয়ে লিখিত হয়েছে,**

"চাঁদের উদয় স্হলের ভিন্নতা বিবেচ্য নয়। সুতরাং যদি এক শহরের মানুষ চাঁদ দেখে, যখন অন্য শহরের মানুষ চাঁদ দেখেনি, এমতাবস্হায় চাঁদ দেখার সংবাদটি সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে যারা চাঁদ দেখেছে তাদের কারনে অন্যদের রোযা রাখা জরুরী হবে । সুতরাং পশ্চিমের অধিবাসীদের চাঁদ দেখা পূর্বের অধিবাসীদের জন্যও

প্রযোজ্য হবে”। (উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[(রদ্দুল মুহতার, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৬৩, ৩৬৪) (দুর্রুল মুখতার, পৃষ্ঠা ১৪৩–১৪৫)]**

(১৬)

মুফতী আবু জাফর ফুরফুরী রাঃ এক বাহাসের রায় প্রদান করে গত ১২-১১-৭৯ইং তারিখে যে ফতোয়া প্রদান করেছেন তা নিম্নরূপ :

"('এখতেলাফুল মাতালে' এর মাসলায় মৌঃ ইসহাক সাহেব প্রমাণ করেছেন, চাঁদ দেখার বিভিন্নতায় এতেবার নেই এবং মৌলভী রহিম সাহেব প্রমাণ করেছেন যে, 'এখতেলাফুল মাতালে'-এর এতেবার আছে। আমাদের ফকিহগণের মধ্যেই মতভেদ রয়েছে, অনেকে এর এতেবার করেছেন আবার অনেকে করেননি। এ ক্ষেত্রে আমরা মোকাল্লেদ, ইমামদের যে কথার ওপর ফতোয়া তাই মেনে চলব। -"লা ইবরাতালি ইখতেলাফিল মাতালে।" এই কথাটি ফতোয়ায় গ্রাহ্যমত, অতএব এর ওপর আমাদের সকলকে চলতে হবে। এক শহরবাসী চাঁদ দেখলে এবং এর সংবাদ সাক্ষী দ্বারা অন্য শহরে পৌছলে উক্ত শহরবাসীর উপরও রোযা রাখা জরুরি হবে। (হযরত মাওলানা মুফতী মোঃ আবু জাফর ফুরফুরী রাঃ, মুফতী ফুরফুরা দরবার শরীফ, ১২-১১-৭৯ইং)।

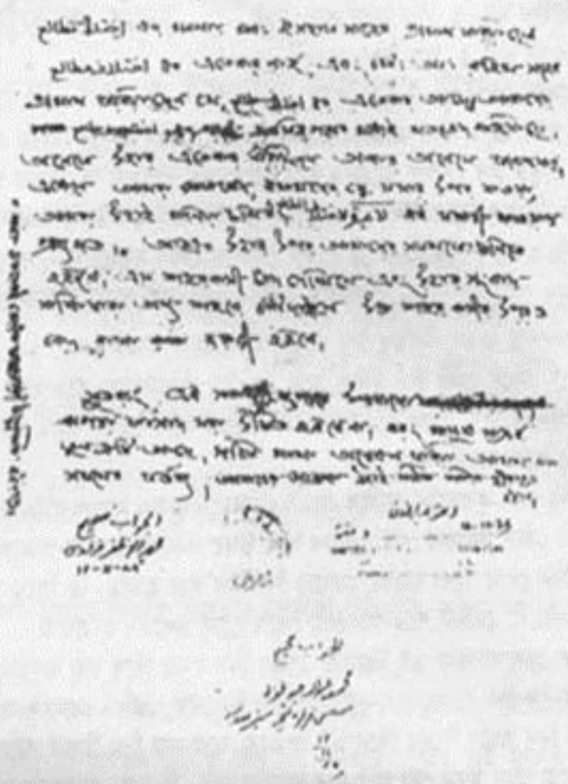

স্বাক্ষর : হযরত মাওলানা আবদুল মন্নান, মুফতী, ফুরফুরা, মাওলানা মুফতী আবদুল ওয়াহিদ, মুদাররেস, ফুরফুরা ফতেহিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা।

(১৭) ফাতওয়ায়ে নাঈমিয়ায় মুফতী আহমদ ইয়ার খান (রহঃ) লিখেন-

صوموا کا فاعل سارے مسلمان ہے لرؤیته میں ہ ضمیر کا مرجع چاند ہے لرؤیتکم
نہیں فرمایا جس سے معلوم ہوا اگر کہیں بھی چاند دیکھا جاوے تو سب مسلمانوں پر
روزہ فرض ہو جائیگا بشرطیکہ انھیں چاند کا ثبوت شرعی طور پر پہنچ جاوے۔ چاند
میں اختلاف مطالع معتبر نہیں ہوگا۔ جیسا کہ شوافع کا خیال ہے۔ کہ ایک علاقے
کی رویت دوسرے علاقے والوں کے لیے معتبر نہیں جانتے یہ حدیث ان کے خلاف
اور یہ حدیث احناف کی دلیل ہے۔

"হাদিসে "সুমূ" শব্দটি সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

لرؤيته শব্দে হায়ে জমিরটির মারজা চাঁদ। لرؤيتكم অর্থাৎ তোমাদের দর্শন বলেন নাই, যাতে বুঝা যায় যে, পৃথিবীর যে কোন দেশেই চন্দ্র উদিত হওয়া প্রমাণিত হলে সারা দুনিয়ার মুসলমানের উপর রোযা ফরয হয়ে যাবে। শর্ত হল যে, চন্দ্র দর্শন শরীয়ত সম্মতভাবে হতে হবে। চাঁদের প্রথম তারিখ নির্ণয়ে চাঁদ উদয়ের স্থান ও সময়ের বৈষম্য গ্রহণীয় নয়। শাফেয়ীদের মতে এক দেশের চাঁদ অন্য দেশের জন্য গ্রহণীয় নয়। এই হাদিসটি শাফেয়ীদের বিপক্ষে এবং হানাফীদের পক্ষে।" *(মারাতুল মানাজীহ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা-১৪৩)*

(১৮) "শামসুল আইম্মা ইমাম আল হালওয়ানী (রঃ) এর মতে চাঁদের উদয়স্হলের ভিন্নতা বিবেচ্য নয়" (উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(শরহে তুহফাত আল মুলুক লি মুহাম্মদ বিন আব্দুল লতিফ আল মারুফ বি ইবনে আল মালাক, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১২৬৪)]

(১৯) জামে তিরমিজি শরীফের মুকাদ্দামায় লেখা হয়েছে-

باب ما جاء لكل اهل بلد رؤيتهم نقل في مذهب امامنا ابي حنيفة ثلث روايات الاول عدم اعتبار رؤية اهل بلد على اهل بلد
آخر والثاني اعتبارها منظور والثالث الاعتبار في مقام الاحتياط مثل هلال رمضان وعدم الاعتبار في مقام عدم الضرورة والاحتياط مثل الافطار من رمضان نحن
اشهر الروايات هي الاوسط وعليه مجرى المذهب

অর্থাৎ "প্রত্যেক দেশের মানুষ নিজ নিজ দেশের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে আমল করবে কিনা? এ প্রসংগে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) থেকে তিনটি মত বর্নিত হয়েছে। ১) এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশে গ্রহনীয় হবেনা। ২) এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশে গ্রহনীয় হবে। ৩) বিশেষ সতর্কতা, যেমন- রোযা রেখে ইবাদতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে গ্রহনীয় হবে, অন্যথায় গ্রহনীয় হবেনা। কিন্তু এ তিনটি মতের মধ্যে প্রসিদ্ধমত হলো ২য়টি এবং এমতের উপর-ই হানাফী ফিকহ প্রতিষ্ঠিত"। (তিরমিজি শরীফের মুকাদ্দামার উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(তিরমিজি শরীফ মুকাদ্দামা-২২পৃষ্ঠা)]

(২০) বর্তমান বিশ্বের বিশ্ব বরেণ্য আলেম মুফতি তাক্বি উসমানী সাহেব (দাঃবাঃ) লিখেছেন,

"(ফিকাহ শাস্ত্রের ইমাম) ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে চাঁদের উদয়স্হলের ভিন্নতা বিবেচ্য নয়। এর অর্থ হচ্ছে যদি এক এলাকায় চাঁদ দেখা সঠিকভাবে প্রমানিত হয় তবে তা অন্য এলাকার জন্য গ্রহনীয় হবে। এই কারনেই হানাফি ফিকাহবিদগন বলে থাকেন যদি পশ্চিমের অধিবাসীগন নতুন চাঁদ দেখে তবে সেটা পূর্বের অধিবাসীদের জন্যও (চাঁদ দেখার) প্রমান।

হানাফি ফিকাহবিদগনের 'প্রধানত শক্তিশালী মতামত' (জাহির রিওয়ায়াত predominantly stronger opinion) একেবারে পরিষ্কার।যদি বিশ্বের যে কোন স্হানে চাঁদ দেখা যায় এবং অন্য যে কোন এলাকায় তা শরীয়তসম্মতভাবে বিশ্বাসযোগ্য হয় তবে এই এলাকার জন্যও চাঁদ দেখা প্রতিষ্ঠিত হবে।"। (তাক্বি উসমানী (দাঃবাঃ) সাহেবের কথা এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(ইমামুল বারী শরহে সহীহ বুখারী, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৮৯)]

মুফতি তাক্বি উসমানী সাহেব আরও লিখেছেন,

"মানুষ মনে করে থাকে দূরবর্তী স্হান হলেই চাঁদের উদয়স্হল(horizon) ভিন্ন হয় আর নিকটবর্তী স্হান হলে উদয়স্হল(horizon) একই হয়। কিন্তু এটা সত্য নয়। বাস্তবতা হচ্ছে যারা চাঁদ দেখতে পায় তারা এটা আলোকরশ্মি হিসেবে দেখতে পায়, যারা এই আলোকরশ্মির আওতায় থাকে তারাই এটাকে দেখতে পায়, যারা এই আলোকরশ্মির আওতার বাহিরে থাকে তারা এটাকে দেখতে পায় না। উদাহরন স্বরূপ ধরে নেই চাঁদ উদিত হল এবং একটি টেবিলের উপরিভাগ হচ্ছে এর আলোকরশ্মির সীমা, এই পরিসীমার মধ্যে চাঁদ দেখা যাবে।যদি একজন ব্যক্তি টেবিলের একপ্রান্তে থাকে এবং অপরজন টেবিলের অপর প্রান্তে থাকে তবে তাদের মাঝে হাজার মাইল দূরত্ব হলেও তাদের জন্য উদয়স্হল (horijon) একই। কারন তারা দুইজনই আলোকরশ্মির আওতার মধ্যে এবং উভয়েই চাঁদ দেখতে পাচ্ছে। পক্ষান্তরে আরেকজন ব্যক্তি যদি আলোকরশ্মির আওতার মধ্যে না থাকে তবে সে আলোকরশ্মির আওতার মধ্যে থাকা ব্যক্তির খুব কাছে থাকলেও তার উদয়স্হল (horijon) ভিন্ন। আসুন একটি দৃশ্যমান উদাহরন নেই এটাকে বুঝার জন্য। মনে

করুন দারুল উলুমের (মাদ্রাসার) বাহিরে একটি উচুঁ পানির ট্যাংকি আছে। যদি আপনি এর চার দিক দিয়ে ঘুরতে থাকেন আর এটাকে দেখতে থাকেন এটা আপনি অনেক দূর থেকে দেখতে পাবেন। (বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর) একটা পর্যায়ে এটা আর দেখা যাবেনা। (যে কোন দিকে যেখানে এটা সর্বশেষ দেখা যায় সেই শেষ প্রান্ত থেকে) বিপরীত দিকে (শেষ প্রান্তে) সেখানেও এই ট্যাংকিটি দেখা যাবে। এই দুই স্হানের দূরত্ব চার বা পাঁচ মাইল হলেও তাদের উদয়স্হল একই। পক্ষান্তরে একটি শেষ প্রান্ত থেকে খুব কাছের কোনো একটি জায়গা যেখান থেকে এটা দেখা যায়না সেই জায়গা(ঐ শেষ প্রান্তের খুব কাছে হওয়া স্বত্তেও) এর উদয়স্হল (horijon) ভিন্ন। সুতরাং উদয় স্হলের ভিন্নতা বা একতা নির্ভর করে দূরত্বের উপর নয় বরং দেখা যাওয়ার উপর।

যদি চাঁদের আলোকরশ্মির সীমা প্রতিবার চাঁদ উদয়ের সময় একই থাকত তাহলে এর উপর ভিত্তি করে পৃথিবীকে দুই ভাগে ভাগ করা সম্ভব হত (এভাবে যে) চাঁদ পৃথিবীর এই অংশে দেখা গেছে এবং এই অংশে দেখা যায়নি। তখন পুরো ব্যাপরটি সহজ হতো এটা গবেষণা করে যে এই এলাকাগুলি আলোকরশ্মির সীমার মধ্যে এবং ওই এলাকাগুলি আলোকরশ্মির সীমার মধ্যে নয়। আর তখন আলোকরশ্মির সীমার সকল এলাকাগুলিকে একটি উদয়স্হল (horijon) এবং বাকি অংশকে আলাদা উদয়স্হল (horijon) গণ্য করা হতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যা ঘটে তা হচ্ছে প্রতিবার চাঁদ উদয়ের সময় এটা পৃথিবীতে নতুন আলোকরশ্মির সীমা তৈরী করে।অর্থাৎ আগের মাসে যে সমস্ত এলাকা আলোকরশ্মির সীমার অন্তর্ভূক্ত ছিল পরবর্তী মাসে তার সবটুকু অন্তর্ভূক্ত থাকেনা নতুন কিছু এলাকা আলোকরশ্মির সীমার অন্তর্ভূক্ত হয়। সুতরাং প্রত্যেক মাসেই আলোকরশ্মির সীমা পরিবর্তিত হয়। সুতরাং এমন কোন সূত্র নেই যা প্রতির্ষ্ঠিত করবে যে করাচী এবং হায়দারাবাদের উদয়স্হল একই অথবা করাচী ও লাহোরের উদয়স্হল আলাদা। প্রতি মাসেই এটা একটা নতুন অবস্হা। এখন যদি আমরা চাঁদের উদয়স্হলের ভিন্নতা চিন্তা করি তবে এর খুবই সম্ভাবনা রয়েছে যে, চাঁদ কোরাঙ্গি (একটি জায়গার নাম কোরাঙ্গি) তে দেখা যেতে পারে এবং সদর (কোরাঙ্গি থেকে খুব কাছেই আর একটি জায়গার নাম সদর) এ দেখা নাও যেতে পারে। তখন কোরাঙ্গি ও সদর এর উদয়স্হল ভিন্ন হয়ে যাবে। এই কারনে (এলাকা ভিত্তিক চাঁদ দেখে আলাদা দিনে রোজা শুরু ও আলাদা দিনে ঈদ করার নীতি গ্রহন করলে) 'কোরাঙ্গি' এর চাঁদ দেখা 'সদর' এর জন্য গ্রহনযোগ্য হয় না বা বিপরীতভাবে (সদর এর চাঁদ দেখা কোরাঙ্গি এর জন্য গ্রহনযোগ্য হয় না)। (সুতরাং) চাঁদের উদয়স্হলের ভিন্নতা (অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দিনে আমল করার নীতি)

কে গ্রহন করলে একই এলাকার সাক্ষ্য একে অপরের জন্য গ্রহনযোগ্য হয় না। এটা পরিষ্কারভাবে রাসূল (সঃ) এর আমল ও নির্দেশের বিপরীত।

আমরা দেখতে পাই আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত একটি হাদিসের ঘটনায়, রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় চাঁদ খোঁজ করেছিলেন কিন্তু তিনি এটা দেখতে না পাওয়ার ফলে ঘোষনা করেছিলেন আজ চাঁদ দেখা যায়নি। পরর দিন আছরের পরে একটি কাফেলা এসে পৌঁছাল এবং এই কাফেলার লোকেরা বলল আমরা গতকাল মাগরিবের সময় চাঁদ দেখেছি। তাহলে তারা প্রায় চব্বিশ ঘন্টা অর্থাৎ চাঁদ দেখার পর চব্বিশ ঘন্টা পথ অতিক্রম করেছিল। তাহলে এই ভ্রমন ছিল এক মারহালা এবং এক মারহালা হচ্ছে ষোল থেকে বিশ মাইল। রাসূল (সঃ) এই চাঁদ দেখাকে মদীনার জন্য প্রমান হিসেবে গ্রহন করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় চাঁদের উদয়স্হলের ভিন্নতা বিবেচ্য নয় বলে যে মত হানাফি ফিকাহবিদগন দিয়েছেন, তা যথার্থ এবং এটাই 'প্রধানত শক্তিশালী মতামত' (জাহির রিওয়ায়াত predominantly stronger opinion)।

নিকটবর্তী ও দূরবর্তী শহর বলে যে পার্থক্য পরবর্তী হানাফি উলামাগন করেছেন তা চাঁদের উদয়স্হলের ভিন্নতার বাস্তবতার বিরুদ্ধে যায় কারন (চাঁদ দেখার ভিত্তিতে) নিকটবর্তী ও দূরবর্তী শহরের প্রকৃত (বা নির্ধারিত) কোন দূরত্ব নাই। সুতরাং হানাফি ফিকাহবিদগনের 'প্রধানত শক্তিশালী মতামত' (জাহির রিওয়ায়াত predominantly stronger opinion) হচ্ছে যদি বিশ্বের যে কোন স্হানে চাঁদ দেখা যায় তবে তা বাকি পৃথিবীর জন্যও প্রমান হিসেবে সাব্যস্ত হবে এই শর্তে যে সংবাদ শরীয়তসম্মতভাবে বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। আজ যদি সকল দেশ এই নীতির উপর ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে আর ২৮ ও ৩১ দিনের সুযোগ থাকবে না। এতে বিভিন্ন দেশে (চাঁদ দেখার) সংঘর্ষেরও অবসান হবে"। (তাক্বি উসমানী সাহেবের (দাঃবাঃ) কথা এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(ইমাম আল বারী শরহে সহীহ বুখারী, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৮৯)]

মালিকি ফিকহের বক্তব্য:

(১) মালিকি ফিকহের বিশ্ব বিখ্যাত ফিকহ্ গ্রন্থ "মুগনী"-এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে-

"কোন এক দেশের মানুষ চাঁদ দেখলে সকল দেশের মানুষের জন্যে রোযা রাখা জরুরী হবে। চাই সে দেশ কাছে বা দূরে হোক, আর যে চাঁদ দেখেনি সে শরীয়তের দৃষ্টিতে তারই মত আমল করবে যে দেখেছে। চাঁদ উদয়ের স্থান ও কাল ভিন্ন হোক (তাতে পার্থক্য নেই)" । (মুগনী কিতাবের উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[(আল-মুগনী, খন্ড-৪, পৃঃ-১২২) অথবা (আল-মুগনী, খন্ড-৩, পৃঃ-১০)]**

(২) আল-মুনতাকা-ফি শরাহিল মুয়াত্তা

মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত গ্রন্থ আলমুনতাকা ফি শরাহিল মুয়াত্তার ফতোয়া হলো :

و إذا رأى أهل البصرة هلال رمضان ثم بلغ ذالك أهل الكوفة والمدينة
و اليمن فالذى رواه ابن القاسم و ابن وهب عن مالك فى المجموع لزمهم
الصيام ، او القضاء ان فاتت الأداء

"যখন বসরাবাসী রমজানের নয়া চাঁদ দেখবে অতঃপর তা কুফা, মদিনা ও ইয়ামেনবাসীর কাছে পৌছবে তাহলে ইমাম মালেক (রঃ) থেকে তার শিষ্যদ্বয় ইবনুল কাসেম ও ইবনু ওয়াহাবের বর্ণনা মতে, শেষোক্ত দেশবাসীর প্রতিও ওয়াজিব হয়ে যাবে। অথবা যদি (সংবাদ দেরিতে পৌছার কারণে) বাদ পড়ে সে রোযা কাযা করতে হবে।

(আল মুনতাকা ফি শারহিল মুয়াত্তা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭।)

অথবা (আল-মুনতাকা-ফি শরাহিল মুয়াত্তা ২য় খন্ড পৃঃ ১৫২)

(৩) "যখন চাঁদ দেখা যায়, নিকটবর্তী হোক বা দূরবর্তী হোক রোযা রাখা সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে নামাজ সংখিপ্তকরন বা কছর হওয়ার দূরত্ব বিবেচ্য বিষয় নয়, উদয়স্হলের একতাও নয়, আবার এর অভাব (বা উদয়স্হলের ভিন্নতা) ও নয়, সুতরাং রোযা রাখা প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক হবে"। (উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[(আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬৫৮) (শরহে কাবীর, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৫১০) (বিদায়াতুল মুজতাহিদ খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭৮)]**

<u>হাম্বলী ফিকহের বক্তব্য:</u>

(১) (ফিকাহ শাস্ত্রের ইমাম) **ইমাম বাহুতি আল হাম্বলী (রহঃ) এর "<u>শরহে মুনতাহা আল ইরাদাত</u>" কিতাবের ভাষ্য**

"যখন একটি শহরে চাঁদ দেখা প্রমানিত হয়, সকল মুসলিমের উপর সিয়াম রাখা বাধ্যতামূলক এই হাদীস অনুসারে 'তোমাদের সবাই রোযা রাখ যখন এটাকে দেখবে' এটা সমগ্র উম্মাতের প্রতি নির্দেশ" (ইমাম বাহুতি আল হাম্বলী (রহ:) এর কথা এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[(শরহে মুনতাহা আল ইরাদাত, খন্ড ৩, পৃ:৩০৭) {Mathabah, Shaykh Mufti Rafi Usmani}]**

(২) "যখন চাঁদ দেখা কোন একটি স্হানে প্রমানিত হবে, নিকটবর্তী হোক বা দূরবর্তী হোক, রোযা রাখা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হবে"। (উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[(কাশাফুল কানা, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৫৩) (আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬৫৯)]**

(৩) "কোন একটি ভূমিতে (চাঁদ) দেখার সাক্ষ্য পুরো উম্মাহর জন্য যথেষ্ট"। (উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[(দলীল আত তালিব ওয়া নাইল আল মায়ারিব ওয়া হাশিয়াত আল লুবাদি, পৃষ্ঠা ২৬৯, আসকার সংস্করণ)]**

(৪) ইমাম আহমদ রাহ. (২৪১ হি.)-এর ছাত্র ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানী (২৭৫ হি.) যিনি "আসুসনান"-এর সংকলক, ইমাম আহমদ রাহ.-এর কাছে যেসব ফিকহী মাসাইল সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন বা তাঁর উপস্থিতিতে অন্য কেউ করেছিলেন তা একটি আলাদা কিতাবে সংকলিত হয়েছে। "মাসাইলু আহমদ" নামে তা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আবু মুয়ায তারিক সম্পাদিত এডিশনটি এর একটি উত্তম এডিশন। এই কিতাবে লিখিত হয়েছে

سمعت أحمد، سئل عن حديث كريب، تذهب إليه؟ يعني حديث محمد بن أبي حرملة عن كريب، قدمت يعني من الشام، فسألني ابن عباس، قال : لا، يعني لا أذهب إليه. قال : إذا استبان لهم أنهم رأوه يعني قبل اليوم الذي صاموا قضى يعني ذلك اليوم، يعني هذا الحديث : حدثنا موسى بن إسماعيل ...

ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানী বলেন, "আমি আহমদ (রহঃ) কে বলতে শুনেছি, তাঁকে কেউ প্রশ্ন করলেন, আপনার মতামত কি কুরাইবের হাদীস অনুযায়ী? অর্থাৎ, ঐ হাদীস যাতে আছে যে, কুরাইব শাম থেকে মদীনায় এলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন (তোমরা কবে চাঁদ দেখেছ?), আহমদ (রহঃ) বললেন, না। অর্থাৎ আমার মতামত সে অনুযায়ী নয়। আহমদ (রহঃ) বললেন, যখন (এ এলাকার লোকদের) পরিষ্কার জানা হয়ে যাবে যে, (ঐ এলাকার লোকেরা) এক দিন আগে চাঁদ দেখেছে তখন এদেরকে সেদিনের রোযা কাযা করতে হবে।" (এরপর আবু দাউদ (রহঃ) এ হাদীসের পুরা মতন উল্লেখ করেন।) - [(মাসাইলু ইমাম আহমদ, আবু দাউদ সিজিস্তানী পৃষ্ঠা: ১২৮, বর্ণনা: ৬১৬)]

আরও কিছু ফিকহের কিতাবের বক্তব্য:

(১) চার ফিকহের সমন্বিত ফিকহ গ্রন্থ "আল ফিকহ আলা মাযাহিবিল আরবায়া" নামক গ্রন্থের ভাষ্য হচ্ছে–

"পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে সকল স্থানেই উক্ত দেখার দ্বারা রোযা ফরয হবে। চাই চাঁদ নিকটবর্তী দেশে দেখা যাক বা দূরবর্তী দেশে দেখা যাক এতে কোন পার্থক্য নেই। তবে চাঁদ দেখার সংবাদ গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে অন্যদের নিকট পৌছতে হবে। (ফিকাহ শাস্ত্রের প্রধান চার ইমামের মধ্যে) **তিন ইমাম তথা ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি– এর মতে চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়। অর্থাৎ প্রথম দিনের দেখার দ্বারাই সর্বত্র আমল ফরয হয়ে যাবে"।** (আল ফিকহ আলা মাযাহিবিল আরবায়ার উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[(আল ফিকহ আলা মাযাহিবিল আরবায়া, খন্ড–১, পৃঃ–৪৪৩) অথবা (আল ফিকহ আলা মাযাহিবিল আরবায়া, খন্ড–১, পৃঃ–৮৭১)]**

(২) কুয়েতের "ফিকাহ এনসাইক্লোপেডিয়া" তে লিখিত রয়েছে

"হানাফি, মালিকি ও হাম্বলীদের মতে, এবং শাফেয়ীদেরও একমতে রমজান মাস প্রমানিত হওয়ার ক্ষেত্রে চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়। সুতরাং যদি একটি শহরে রমজানের চাঁদ দেখা প্রতিষ্ঠিত হয়, সকল এলাকার মুসলমানদের জন্য রোজা রাখা ফরজ হয়ে যাবে"। (ফিকাহ এনসাইক্লোপেডিয়ার উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[(খন্ড ২৩, পৃষ্ঠা ১৪২)]**

(৩) 'দারুল ইফতা খতমে নবুয়্যত' থেকে মুফতি মুনীর আহমদ আখুন লিখেছেন,

"(ফিকাহ শাস্ত্রের প্রধান চার ইমামের মধ্যে) **ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বিশ্বব্যপী চাঁদ (বা বিশ্বের যে কোনস্হানে চাঁদ দেখা গেলে সারা বিশ্বে একই বারে রোযা শুরু ও একই দিনে ঈদ পালন) এর উপর সম্মতি দিয়েছেন। সেই অনুযায়ী যদি বিশ্বের যে কোন স্হানে চাঁদ দেখা যায় এবং শরীয়াতের বিধান মতে**

নিশ্চিত হয় তবে পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকলকেই একই দিনে রোযা এবং একই দিনে ঈদ পালন করত হবে। বিশেষ করে হানাফী ফিকাহ এই সুস্পষ্ট বিধানটিকে সমর্থন করেছে। এমনকি শাফেয়ীদের থেকে ইমাম সামিরী, কাজী আবু তায়্যীব, দারেমী এবং আরো কিছু শাফেয়ী ফিকাহবিদ এটাকে অধিকতর উত্তম মত হিসেবে অভিহিত করেছেন"। (মুফতি মুনীর আহমদ আখুন সাহেবের উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) **[{আল ফিকহ আল ইসলামী, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬৫৭} {রাদ আল মুখতার শামী, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩১ (ফিকহে হানাফি)}, { শরাহ মাজহাব, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৭৩ (ফিকাহ শাফী)}, {শরাহ আল কাবীর, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৫১০, বিদায়াহ আল মুজতাহিদ, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭৮ (ফিকাহ মালিকী)} {কাশফ আল কিনানা খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৫৩ (ফিকাহ হাম্বলী)}]**

(৪) সৌদি আরবের বিখ্যাত মুহাদ্দীস মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল উসাইমিন (র) তার 'মাজালিসে শাহরি রামাজান' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন:

"আর যখন রামাজান মাসের আগমন শরয়ীভাবে সাব্যস্ত ও প্রমাণিত হল তখন সেক্ষেত্রে চাঁদ উদয়ের বিভিন্নতা বা চাঁদের বিভিন্ন স্হানের কোন গ্রহনযোগ্যতা নেই। কারণ আল্লাহর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিয়াম পালন করার হুকুম চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, চাঁদ উদয়ের বিভিন্ন মন্জিলের সাথে সম্পর্ক নয়।"

ঐ অধ্যায়ে তিনি আরও বলেছেন,

"প্রত্যেক ব্যক্তির চাঁদ দেখা শর্ত নয়, বরং যখন এমন ব্যক্তি রমজান মাসের আগমনের সংবাদ দেয় যার কথা গ্রহণযোগ্য তখন সকলের উপর সিয়াম পালন করা আবশ্যক হয়ে যায়।"

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় চাঁদ উদিত হওয়ার কারণে তারিখের রদবদল হবেনা। বরং তা নতুন চাঁদের প্রথম তারিখ হিসাবে গণ্য হবে। তার আদর্শ সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। (ইরয়ায়ূল গালীল, ৯০২ পৃষ্ঠা)

দূরালাপনীর মাধ্যমে বর্তমানে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে চাঁদ উদয় হলে চাঁদ দেখার সংবাদ পাওয়া কিংবা জ্ঞানে আসা খুবই সহজ। চাঁদ দেখার জন্য দূরবীন ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়, তবে ব্যবহার আবশ্যকও নয়। কারণ হাদীসের বাহ্যিক বর্ণনা দ্বারা

আমরা অবগত হই যে, স্বাভাবিক দৃষ্টির উপর ভরসা করাই যথেষ্ট। [(ইবনে উসাইমীন, মাজমুউ ফাতওয়া ১৯/৩৬-৩৭)]

(৫) তামামুল মিন্নাহ গ্রন্থে আল্লামা আলবানী (রহঃ) ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন,

"নব চাঁদ উদিত হওয়ার সংবাদ যতটুকু পৌঁছবে ততটুকু তার আওতাভূক্ত হবে। তা কিছুতেই দূরত্বের কারণে কোন দেশ, মহাদেশ বা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকবে না"। (ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(ফাতওয়ায়ে ইবনু তাইমিয়্যা, খন্ড-২৫, পৃঃ-১০৭) অথবা (তামামুল মিন্নাহ ১/৩৯৮)]

(৬) "যদি চাঁদ দেখার সংবাদ সঠিক পদ্ধতিতে প্রতীয়মান হয় তবে পশ্চিম অঞ্চলের মানুষের চাঁদ দেখা (অনুযায়ী আমল করা) পূর্ব অঞ্চলের মানুষের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য"। (উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(আত তাহতাবী আলা আদ্দূর, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪৯)]

(৭) বিশ্ব মানের ফিকহ গ্রন্থ "আল ফিকহুস্ সুন্নাহ" এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে-

" জমহুর (অধিকাংশ) ফুকাহা (ফিকাহবিদ) গনের সিদ্ধান্ত হচ্ছে চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়। অতএব যখনই কোন দেশে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে তখনই অন্য সকল দেশে রোযা ফরয হয়ে যাবে। কেননা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'চাঁদ দেখার প্রমাণ সাপেক্ষে তোমরা রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখার প্রমাণ সাপেক্ষে তোমরা রোযা ছাড়, (ঈদ কর)'। এখানে 'তোমরা' বলে সম্বোধন দেশ মহাদেশ নির্বিশেষে সকল উম্মতের জন্য ব্যাপক অর্থবোধক। অতএব উম্মতের মধ্য থেকে যে কেউ যে কোন স্থান থেকে চাঁদ দেখুক উক্ত দেখাই সকল উম্মতের জন্য দলীল।" (আল ফিকহুস্ সুন্নাহ এর উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(আল-ফিকহুস্ সুন্নাহ, খন্ড-১, পৃঃ-৩০৭) অথবা (আল-ফিকহুস্ সুন্নাহ, খন্ড-২, পৃঃ-৭) (ইংরেজী অনুবাদ - Fiqh 3.112)]

(৮) আধুনিক মুসলিম বিশ্বের প্রসিদ্ধ ইমাম সৌদি আরবের সাবূনী (রহঃ) তার রিসালাহ "আস সিয়াম" এ লিখেছেন,

"এটা একটা অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা, চাঁদ বিভিন্ন সময় উদিত হওয়ার ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য কিনা? এই মাসআলাটি ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন রমাজান, হাজ্জ প্রভৃতি চাঁদের সাথে সম্পৃক্ত। এ সম্পর্কে অধিকাংশ ফকীহদের মত হলো চাঁদের বিভিন্ন সময় উদিত হওয়ার ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়। মালেকী, হাম্বলী ও হানাফীদের মত হলো, পৃথিবীর কোনো এলাকার নতুন চাঁদ দর্শন সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য। এর দলীল হল নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস *"তোমরা যখন নতুন চাঁদ দেখবে তখন সিয়াম পালন আরম্ভ করবে, আবার যখন নতুন চাঁদ দেখবে তখন সিয়াম পালন করা থেকে বিরত থাকবে,"* এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সমস্ত মুসলিমকে সম্বোধন করেছেন।এই সম্বোধন সিরিয়া, মদীনা বা মিসরবাসীর জন্য সুনির্দিষ্ট নয়। যেভাবে সমস্ত মুসলিমের আরাফা একটি দিনেই হয়, সেভাবে কুরবানীর ঈদও একই দিনেই হতে হবে।

নিকটবর্তী অতীতের তুর্কী খিলাফতের সময় সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মুসলিম একই দিনে সিয়াম/রোযা শুরু করতেন এবং একই দিনে ঈদ করতেন। তারা আজকের মুসলিমদের থেকে তেজস্বী মুসলিম ছিলেন। যদি উসমানী খিলাফতের সময় এ ধরনের মুসলিম ঐক্যের নিদর্শন উপস্হাপিত হয়ে থাকে, তবে আজ কেন তা অনুপস্হিত?" (ইমাম সাবূনী (রহঃ) এর উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল)

উপরে উল্লেখিত মতামত গুলোকে সন্দেহাতীত ভাবে সুপ্রতির্ষ্ঠিত করেছেন কুরআনের এই বাণী–

–يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج

অর্থাৎ "(হে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম,) **মানুষ আপনাকে নুতন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন তা**

সমগ্র মানবমন্ডলীর জন্য সময় (তারিখ) **নির্ধারক এবং হজ্বের** **(সময় অর্থাৎ তারিখ নির্ধারণকারী)"।**

[(সূরা আল-বাকারা, আয়াত-১৮৯)]

আয়াতে উল্লেখিত للناس **শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আরবী ব্যাকরণে পারদর্শী সকল ব্যক্তি একথা ভালভাবে জানেন যে,** للناس **শব্দের মধ্যকার** ال **টি ইস্তিগরাকী। যা** ناس **(মানুষ) নামের সকলকেই সন্নিবেশিত করে। তাহলে আয়াতের অর্থ হবে নুতন চাঁদ সকল মানুষের জন্য তারিখ নির্ধারক। পৃথিবীর কোথায়ও যখন নুতন চাঁদ উঠে তখন কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী ঐ নুতন চাঁদ উপমহাদেশের অধিবাসীদের জন্যেও তারিখ নির্ধারক। কারণ বিশ্বে নুতন চাঁদ উদয়ের দিনে বাংলাদেশের অধিবাসীগণ অন্য গ্রহের অচেনা প্রাণীতে পরিণত হয়না বরং মানুষই থাকেন। তাহলে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী মানুষ হিসেবে বাংলাদেশের মানুষদেরকেও ঐ চাঁদের তারিখ অনুযায়ী আমল করতে হবে।**

বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি এবং পাঠকগণের ধৈর্যচ্যুতির আশংকায় উদ্ধৃতি উল্লেখ সংক্ষেপ করে শুধু প্রধান প্রধান কিতাবগুলোর বর্ননাসূত্র নিম্নে উল্লেখ করা হল-

- **ইলমুল ফিকাহ খন্ড-৩, পৃ: ১৭, ১৮**
- **কিতাবুল মাবছুত, আল্লামা ছারাখছী, খন্ড-৩, পৃঃ-১৩৯**
- **তাহতাবী, পৃঃ-৫৪০**
- **নাহরুল ফায়েক মজমুআয়ে ফতোয়া, খন্ড-১, পৃঃ-৩৬৯**
- **জামেউর রমুয, পৃঃ-১৫৬**
- **জরুরী মাসায়েল, মাওলানা রুহুল আমীন বর্ধমানী, খন্ড-১, পৃঃ-১৪**
- **মজমুআ ফতোয়া, ইমাম উল হিন্দ আবদুল হাই লখেনৌভী, খন্ড-১, পৃঃ-৩৮১ বা ৩৫৮**
- **আল-ফাতওয়া আল-ওয়াহেদা, শহীদ সদর, খন্ড-১, পৃঃ-৬২০**
- **মুলাযুল আখবার, আল্লামা মাজলেসী, খন্ড-৬, পৃঃ-৪৪৯**
- **শাইখ তুসী তাহযীব, খন্ড-৪, পৃঃ-১৫৫**
- **বজলুল মাযহুদ ফি হল্লি আবি দাউদ, খন্ড-১১, পৃঃ-১০৭**
- **আল-কাফী, খন্ড-১, পৃঃ-৪৬৮**

- ❖ নুরুল ইযাহ, পৃঃ-১২৭
- ❖ তাতারখানিয়া, খন্ড-১, পৃঃ-৩৬৯
- ❖ বাজ্জাজিয়া, খন্ড-৪, পৃঃ-৯৫
- ❖ মারাকীহুল ফালাহ, পৃঃ-২০৭
- ❖ তাফসীরে মাজেদী, পৃঃ-১০৭
- ❖ ফতোয়া-ই-আযীযিয়া, খন্ড-৩, পৃঃ-৪৯ (দারল উলুম দেওবন্দ)
- ❖ আয়াতুল্লাহ খুয়ী মুসতানাদুল উরওয়া, খন্ড-২, পৃঃ-১২২
- ❖ আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আব্দুল আ'লা সাবযাওয়ারী মুসতানাদ, খন্ড-২, পৃঃ-১৩৩
- ❖ আনওয়ারুল মাহমুদ, খন্ড-২, পৃঃ-৭১
- ❖ ফতহুল মুলহেম, খন্ড-৩, পৃঃ-১১৩
- ❖ ইমদাদুল মুফতি, পৃঃ-৫৫
- ❖ ছালছাবিল, খন্ড-১, পৃঃ-২০২
- ❖ তাহযীবুল আহকাম, ফয়েজ কাশানী, খন্ড-৪, পৃঃ-১৫৭

ও, আই, সি (OIC) – এর সিদ্ধান্ত

বিশ্বের ৫৭টি মুসলিম দেশ এবং সকল মুসলিমের প্রতিনিধিত্বকারী বিশ্ব মুসলিম সংগঠন 'ও, আই, সি'-এর ফিকহ একাডেমী ১৯৮৬ সনের ১১-১৬ অক্টোবর জর্ডানের রাজধানী আম্মানে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে শতাধিক শরীয়াহ্ বিশেষজ্ঞের সর্ব সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে,

"যদি কোন এক দেশে নতুন চাঁদ উদয় প্রমানিত হয়, তবে বিশ্বের সকল মুসলিমকে অবশ্যই ইহা মেনে চলতে হবে। চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়। কারন রোযা শুরু এবং শেষ করার বিধান বিশ্বজনীন"।

RESOLUTIONS AND RECOMMENDATIONS

Of THE COUNCIL

OF THE ISLAMIC FIQH ACADEMY

1985-2000

Islamic Development Bank
Islamic Research and Training Institute
JEDDAH

Islamic Fiqh Academy
JEDDAH

RESOLUTION No 18 (6-3)

CONCERNING
UNIFICATION OF THE BEGINNING OF LUNAR MONTHS

The Council of the Islamic *Fiqh* Academy, holding its Third session in Amman (Hashemite Kingdom of Jordan), from 8 to 13 Safar 1407 H (11 to 16 October 1986);

Having reviewed the following two issues regarding the "Unification of the beginning of lunar months":

1. The effect of differences in horizons on the beginning of lunar months.
2. Determining the first day of lunar months by means of astronomical calculations..

Having taken note of the studies submitted by the Members and the experts on this issue ;

RESOLVES

First: If sighting of the crescent is established in one country, all Muslims must abide by it. The difference in horizon is not relevant because the ordinance for starting and ending the fasting is universal.

Second: It is mandatory to accept the sighting. However, one may get assistance from astronomical calculation and observatories with due consideration to the sayings of the Prophet (PBUH) and scientific facts.

Verily Allah is All-Knowing

Organization of the Islamic Conference
Islamic Fiqh Academy
P.O.Box 13719 Jeddah 21414 - Saudi Arabia
Tel: 6609329 / 6671664 / 6672288 - Fax: 6670873

Legal Deposit No.
ISBN: 9960-32-090-1

ADVOCATE MD. ABDUL BASIT NOTARY PUBLIC WHOLE OF BANGLADESH GOVT. OF BANGLADESH

(অনুবাদ কপি)

ইসলামিক ফিক্‌হ একাডেমীর
মন্ত্রণা সভার
সিদ্ধান্ত ও সুপারিশমালা
১৯৮৫- ২০০০

V.I.P. Translation Dhaka Bangladesh T.L No. 1/B, D.I.T. Avenue, Motijheel

(মনোগ্রাম)
ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক
ইসলামিক গবেষণা ও ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান
জেদ্দা

(মনোগ্রাম)
ইসলামিক ফিক্‌হ একাডেমী
জেদ্দা

সিদ্ধান্ত নং - ১৮ (৬-৩)

প্রসঙ্গ

চান্দ্রমাসের শুরু সনাক্তকরণ প্রসঙ্গে

ইসলামিক ফিক্‌হ একাডেমী সভার তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় জর্ডানের রাজধানী আম্মানে। ৮ সফর থেকে ১৩ সফর, ১৪০৭ হিজরী মোতাবেক ১১ থেকে ১৬ অক্টোবর, ১৯৮৬।

চান্দ্রমাস শুরু সনাক্তকরণ বিষয়ে নিম্নোক্ত প্রাসঙ্গিক দুইটি বিষয়ে পূণঃপর্যালোচনাঃ-

১। নুতন চাঁদ উদয় স্থলের ভিন্নতার কারনে চান্দ্রমাসের শুরু হওয়ার ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যাবলী।

২। জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব দ্বারা চান্দ্রমাসের প্রথম তারিখ নির্ধারন করা।

উল্লেখিত বিষয়ে সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ এবং বিশেষজ্ঞদের গবেষনালব্ধ উপস্থাপিত বিষয়টি বিবেচনা যোগ্য।

সিদ্বান্ত সমূহ

প্রথমঃ যদি কোন এক দেশে নতুন চাঁদ উদয় প্রমানিত হয়, তবে বিশ্বের সকল মুসলিমকে অবশ্যই ইহা মেনে চলতে হবে। চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়। কারণ রোজা শুরু এবং শেষ করার বিধান বিশ্বজনীন।

দ্বিতীয়ঃ (চান্দ্রমাসের প্রথম দিন নির্ধারণের জন্য নুতন চাঁদ) দেখা বাধ্যতামূলক। তবে "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী এবং বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা" -কে বিবেচনায় রেখে যে কেউ জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব এবং মানমন্দিরের সহায়তা নিতে পারেন।

বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞানী

AUTHENTICATED
03.11.08
MD. ABDUL BASIT
ADVOCATE
NOTARY PUBLIC
(For Whole of Bangladesh)
Govt. of Bangladesh
41, Arambagh, Dhaka
Mobile : 01715703578

ইসলামিক সম্মেলন সংস্থা
ইসলামিক ফিক্‌হ একাডেমী
বক্সঃ ১৩৭১৯ জেদ্দা ২১৪১৪-সউদী আরব
ফোনঃ ৬৬০৯৩২৯ / ৬৬৭১৬৬৪ / ৬৬৭২২৮৮
ফ্যাক্সঃ ৬৬৭০৮৭৩

লিগ্যাল জমা নং -
আইএসবিএনঃ ৯৯৬০-৩২-০৯০-১

02-11-08
Md. Anwar Hossain
Translator
V.I.P. Translation
1/B, D.I.T. Avenue, Motijheel
Dhaka, Bangladesh

এছাড়াও ১৯৮৯ সালে কুয়েতে আরও একটি সম্মেলন হয় যেখানে ইসলামী একাডেমী ও আরব বিশ্বের বহু স্কলার আলিমগন উপস্হিত ছিলেন, তারা সিদ্ধান্ত নেন যে “যদি কোনো এলাকায় চাঁদ দেখা যায় তাহলে অন্যদেরও তা অনুসরণ করা উচিত কারন হাদীসের সম্বোধন সকল মুসলিমের জন্য সার্বজনীন”।

শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনা অনুযায়ী রোজা ঈদ বৈধ নয় এই মর্মে ফাতওয়া

শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনা অনুযায়ী রমজান মাস শুরু, ঈদ ইত্যাদি করা যাবেনা বরং অবশ্যই চাঁদ দেখতে হবে বা চাঁদ দেখার নির্ভরযোগ্য সংবাদ পেতে হবে।

এই ব্যাপারে দারুল ইফতা বিজনুর থেকে মুফতি আযিযুর রহমান মাদানী নিম্নোক্ত ফাতওয়া প্রদান করেছেন,

"চাঁদ দেখা সম্পর্কে হাদীসের বাক্য হচ্ছে '*ছুমু লি রুয়াতিহি*' অর্থাৎ '*চাঁদ দেখে রোজা রাখ*'। যা নির্দেশবাচক শব্দ। নির্দেশবাচক শব্দে ওয়াজিব প্রমানিত হয়। এই ওয়াজিব চন্দ্রদোয়ের পর (চাঁদ দেখার দ্বারা) রহিত হয়ে যায়। আকাশে চন্দ্রের জন্ম হয়েছে কি হয়নি, তা শরীয়তের বিষয় নয়; শরীয়তের বিষয় হল চাঁদ দেখা গেল কি গেল না। একই হাদীসের অপর বাক্য হচ্ছে '*চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোজা রেখনা*' এই বাক্যেও রোজা না রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষন না চাঁদ দেখা যায়। যারা গণনার উপর নির্ভর করে তারা ফাসিক বলে হেদায়ায় উল্লেখ আছে। অনেকে আবার কাফির বলেছেন। (মিরকাত ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা ২৪২) জ্যোতির্বিদদের কথার মূল্য নেই বলে ইজমা হয়ে গেছে

একথা প্রমানিত যে যদি চাঁদ না দেখা যায়, তবে বৈজ্ঞানিক হিসাবকে তার স্হলাভিষিক্ত করা যাবেনা। এক্ষেত্রে ৩০ পূর্ণ করতে হবে। বৈজ্ঞানিক হিসাবকে মানলে কুরআন হাদীস মানা হল না।" (মুফতি আযিযুর রহমান মাদানীর ফাতওয়া এখানেই শেষ) [(মুফতি আযিযুর রহমান মাদানী, ২১শে রজব ১৩৯০ হিজরী)]

বৃটেন ও কানাডার সমস্যা এবং মুফতি বৃন্দের ফাতওয়া

বৃটেনের সমস্যা ও মুফতি বৃন্দের ফাতওয়া

বৃটেনের আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারনে রোজা এবং ঈদ উদযাপনের সময় প্রতি বছর এক অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। গত ৪০ বছরের অধিক সময় ধরে এই বিভেদ চলে আসছে। কেউ মরক্কোর সাথে, কেউ পাকিস্তানের সাথে আর কেউ সৌদির সাথে রোজা - ঈদ করাকে সঠিক বলে মনে করেন। প্রত্যেকেই আবার নিজস্ব যুক্তিতে অটল আছেন। ফলে মতভেদ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ষাটের দশকে তখনকার কিছু উলামারা পরামর্শ দেন নিকটতম মুসলিম দেশ হিসেবে মরক্কোকে অনুসরণ করতে। সেই অনুযায়ী ১৯৬৬ থেকে বৃটেনের বেশিরভাগ মুসলিম মরক্কোকে অনুসরণ করছিলেন। কিন্তু তা রহিত হয় ১৯৮৬ সালে। ঐ বছর চাঁদ দেখা বিষয় একটি জটিল আকার ধারণ করে। ২৯ রোজার সময় সারা রাত চলে গেলেও মরক্কো থেকে চাঁদ দেখার কোন সংবাদ আসেনি। পরবর্তি দিন রোজা ভেবে সবাই সেহরী খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে যখন সবাই নিজ নিজ কাজে চলে যান, তখন আনুমানিক ১১ টার সময় মরক্কো থেকে খবর আসে যে ঐখানে ঈদ হচ্ছে। বৃটেনে শুরু হয়ে যায় এক হুলুস্থুল কান্ড। কেউ রোজা ভেঙ্গে দেন আর কেউ তা চালিয়ে যান। যারা রোজা ভেঙ্গে দেন তারা কিন্তু সেদিন ঈদের নামাজ পড়তে পারেননি। কারন সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে করতে প্রায় ১ টা বেজে যায়। শুরু হয় পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি এবং কাঁদা ছুড়াছুড়ি। উলামাগন এই পরিস্থিতি হতে উত্তরনের লক্ষে জরুরী বৈঠকে বসেন।

সম্মানিত উলামায়ে কিরাম দীর্ঘ আলোচনার পর একমত হন যে, ভারত, পাকিস্তান সহ দুনিয়ার মুফতিদের কাছে এ মর্মে ফাতওয়া চাওয়া হোক। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের বরাবর সমস্ত বিষয় অবহিত করে চিঠি লেখা হল। এতে লেখা হল, "বৃটেনের আবহাওয়া একাধারে কয়েকমাস যাবৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকার কারনে চাঁদ দেখা সম্ভব হয়না। যার কারনে রোজা ও ঈদের সময় এক নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উলামাদের পরামর্শক্রমে আমরা বৃটেনবাসীরা নিকটতম প্রতিবেশী দেশ হিসেবে মরক্কোর সাথে রোজা ও ঈদ করে আসছি। যা ১৯৬৬ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। এখন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। মরক্কো হতে সময়মত খবর আসেনা।

যদ্দরুন আমাদের এখানে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। যা হানাহানিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এ সমস্যা হবেনা যদি আমরা সৌদি আরবের সাথে রোজা ও ঈদ করি। এর কি কোনো সুযোগ আছে? এ সম্পর্কে আপনাদের দিক নির্দেশনা আমাদের জন্য খুবই জরুরী। অনুগ্রহ করে আপনাদের মূল্যবান ফাতওয়া প্রদানে আমাদেরকে বাধিত করবেন"।

এই চিঠির জবাবে সম্মানিত মুফতিবৃন্দ যে সমস্ত ফাতওয়া দেন তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল:

ভারতের বালছার জেলার জামেয়া ঢাবেলের দারুল ইফতার প্রধান মুফতি আহমাদ খানপুরী তার প্রদত্ত ফাতওয়ায় লিখেছেন,

"ইমাম আবু হানিফা, ইত্তেহাদুল মাতালি (উদয়স্থলের অভিন্নতা বা Global moon sighting) এর পক্ষে। অর্থাৎ দূরবর্তী স্থান থেকে সংবাদ আসলে স্থানীয়ভাবে তা আর দেখার প্রয়োজন নেই। এটাকে সবাই সমর্থন করুন। এমনকি পূর্ব পশ্চিমের বেলায়ও তা প্রযোজ্য। অর্থাৎ যদি দুনিয়ার পশ্চিমে চাঁদ দেখা যায় আর নির্ভরযোগ্য সূত্রে তা পূর্ববাসীদের কাছে পৌঁছে যায়, তবে পূর্ববাসীদর জন্যও রোজা রাখা ফরজ হয়ে যাবে (দেখুন, দুররে মুখতার, ফাতওয়ায়ে রশীদিয়া, ফাতওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ, ইমদাদুল ফাতওয়া, কেফায়াতুল মুফতি প্রভৃতি)"। (মুফতি আহমাদ খানপুরী সাহেবের ফতওয়া এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল)

ভারতের সাহরানপুরের মাজাহিরুল উলুম থেকে হযরত মুফতি ইহাইয়া তার প্রদত্ত ফাতওয়ায় লিখেছেন,

"আপনারা সৌদি আরবের ঘোষণাকে মেনে নিতে পারেন। চাঁদ দেখার বিষয়ে তারা অত্যন্ত সচেতন এবং নির্ভরযোগ্য।" (মুফতি ইহাইয়া সাহেবের ফতওয়া এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল)

কানাডার সমস্যা ও মুফতি বৃন্দের ফাতওয়া

কানাডায় ঐ একই সমস্যা চাঁদ দেখা বিতর্কের সমাধানের লক্ষ্যে সম্মানিত উলামায়ে কিরাম প্রতি মাসের প্রথম চাঁদ বিশ্বের যে কোন দেশে দেখার নির্ভরযোগ্য সংবাদ গ্রহন (Global moon sighting বা ইত্তিহাদুল মাতালি) এর সিদ্ধান্ত করেন এবং এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত উলামারা সাক্ষর করেন

(১) ইমাম ড. আব্দুল্লাহ হাকিম

(২) ইমাম ড. হামিদ সিলমী

(৩) ইমাম ড. এম ইকবাল আল নদভী

(৪) ইমাম ড. সাঈদ ফাইজী

(৫) ইমাম শাইখ ফাইজানুল হক

(৬) ইমাম আব্দুল হাই প্যাটেল

(৭) ইমাম উমার সুবেদার

(৮) ইমাম আয়ূব মামুন

(৯) শাইখ সাইয়েদ শাহ মুহাম্মদ কাদরী

(১০) ইমাম ইউসুফ বাদাত

তারাও বিশ্বের বিভিন্ন মাদ্রাসায় ফতওয়া চান। নিম্নে ফাতওয়াগুলি দিয়ে দেয়া হল।

(১) দক্ষিণ আফ্রিকার দারুল উলুম জাকারিয়ার দারুল ইফতা থেকে মুফতি রিজাউল হক ও মুফতি ইলিয়াস শাইখ নিম্নোক্ত ফাতওয়া প্রদান করেছেন।

Darul Uloom Zakariyya دار العلوم زكريا

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على النبي الأمي

الجواب باسمه تعالى

ہم نے فتاوی دارالعلوم زکریا میں لکھا ہے کہ بلادِ بعیدہ میں اختلاف مطالع کا اعتبار ہے یہ متاخرین کا قول ہے اور اس پر وہاں حوالے نقل کئے گئے ہیں، لیکن دوسرا قول جو ظاہر الروایۃ ہے، اس کو بھی ملکی اتحاد کی خاطر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر اور اچھا ہے۔ جنوبی افریقہ میں یہاں کے علماء نے بے شمار مصالح کے پیشِ نظر پہلے قول کو اختیار کیا ہے۔ اور آپ حضرات بہت سارے مصالح کی خاطر ظاہر الروایۃ کو اختیار کر سکتے ہیں، اور یہ تلفیق نہیں ہے بلکہ دونوں قول مذہب کے اندر موجود ہیں۔ بلادِ بعیدہ اور قریبہ میں ظاہر الروایہ کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسرے ملک کی معتبر رؤیت کینیڈا والوں کے لئے حجت ہے، اس پر آپ جیسے اہل علم کے سامنے دلائل لکھنے کی ضرورت نہیں ہیں کیونکہ یہ دلائل آپکے سامنے واضح ہیں، تاہم دو تین دلائل لکھ لیتے ہیں۔

وعن شمس الأئمة الحلوانی: **أنه لا عبرة لاختلاف المطالع، وهو الظاهر.** (شرح تحفة الملوك لمحمد بن عبد اللطيف المعروف بابن الملك ٢/١٢٦٤) اس کی تعلیقات میں ہے: **وهو المذهب، وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات، كذا في مجمع الأنهر. (١/٢٩١)**

طحطاوی علی الدر میں ہے: **فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم رؤية أولئک بطريق موجب كما مر، كذا في الدر، وأطلق المصنف فيشمل ما إذا كان بينها تفاوت بحيث يختلف المطالع أو لا.** (الطحطاوی علی الدر ١/٤٤٩)

اس نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے ممالک کی صحیح مستند اطلاع پر رمضان اور عید کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب نمبروار مختصر جوابات لکھے جاتے ہیں:

۱) ۲۹ تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام ضرور ہونا چاہئے۔

۲) احادیث اور فقہ کی روشنی میں یہ مسئلہ بھی درست ہے کہ ماہ رمضان اور عید کا فیصلہ عینی شہادت پر ہونا چاہئے۔

۳) مطلع صاف ہونے کی صورت میں خبر مستفیض ہونا ضروری ہے۔ اگر ہلال کمیٹی کے ارکان کو دس آدمیوں کی شہادت پر اطمینان ہو جائے اور شہادت خلافِ ظاہر نہ ہو تو انکی شہادت کو قبول کر کے اعلان کرنا درست ہوگا۔ امام ابو یوسف نے ۵۰ آدمی فرمایا، خلف بن ایوب نے فرمایا: بلخ میں ۵۰۰ آدمی

P.O. Box 10786
Lenasia, 1820
Gauteng, South Africa
Tel: +27 11 859 1912 / 859 1081
Fax: +27 11 859 1138

ص ب ١٠٧٨٦
لينيشيا ، ١٨٢٠
خاوتنج ، افريقيا الجنوبية
هاتف: ٢٧-١١-٨٥٩-١٩١٢ /٨٥٩-١٠٨١
فاكس: ٢٧-١١-٨٥٩-١١٣٨

بھی کم ہیں، لیکن اس میں قاضی کے رائے کا اعتبار ہے۔

قدر ذلک أبو یوسف رحمه الله تعالی بخمسین رجلا ، وقال خلف بن أیوب رحمه الله تعالی: خمس مئة ببلخ قلیل، والأولى أن يفوض إلى رأي القاضي. (الفتاوی السراجیة ص١٦٨)

۴) اختلاف مطالع معتبر نہ ہونے پر فتوی دیگر دوسرے مما لک کی خبر مستفیض لے سکتے ہیں بشرطیکہ اس ملک کا فیصلہ خلاف ظاہر نہ ہو۔ کیونکہ بعض مما لک میں رؤیت کا اعلان ہونے کے بعد دوسرے دن بھی چاند نظر نہیں آتا۔ اور کبھی چھ سات گھنٹے کے چاند کی رؤیت کا دعوی کیا جاتا ہے۔

۵) جن مما لک کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے ان مما لک کی رؤیت کو بھی قبول کر سکتے ہیں، بشرطیکہ وہ خلاف ظاہر نہ ہو اور امکانِ رؤیت کے حدود کے اندر ہو۔

۶) جہاں ہلال دیکھنا ناممکن ہو وہاں کی خبرِ رؤیت کو قبول نہیں کرنا چاہئے الا یہ کہ مطلع صاف ہو اور بہت لوگوں نے واقعی رؤیت کر لی ہو۔

شرح منظومہ ابن وہبان میں ابن شحنۃ الحلبی فرماتے ہیں: ولمحقق متأخری الشافعية الشيخ الإمام تقي الدين السبكی رحمه الله تعالى فی هذه المسئلة تصنيف، مال فيه إلى اعتماد قولهم ((الموقتين)) لأن الحساب قطعي. (شرح منظومة ابن وهبان لابن الشحنة الحلبی ص٩٢) یعنی تقی الدین سبکی حساب قطعی کے قائل ہیں۔ اکثر فقہاء منجمین کے اقوال کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن آجکل ان کا قول نفی میں ماننا چاہئے جب وہ کہیں کہ رؤیت ممکن نہیں تو رؤیت نہیں ہوتی۔

۷) یہ شق بھی بالکل درست ہے۔ جس دن رؤیت کا زیادہ امکان ہو اس دن رؤیت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہئے۔

۸) سال کے بارہ مہینوں کی رؤیت کا اہتمام کرنا چاہئے تاکہ شعبان رمضان اور عیدین کی رؤیت کے اہتمام کی عادت بن جائے، نیز جو مما لک کینیڈا سے ۵-۶ گھنٹے آگے ہیں ان کے غروب آفتاب اور چاند کی رؤیت ہو جانے کے بعد آپ کل کے لئے رمضان یا عید کا اعلان کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر عید الفطر کا اعلان عصر کے وقت کیا جائے تو اس دن کا روزہ پورا کیا جائیگا۔

إذا رأوا هلال الفطر فی النهار أتموا صوم ذلک الیوم. (الفتاوی السراجیة ص١٦٩)

والله تعالى أعلم بالصواب

رضاء الحق

رضاء الحق (عفا الله عنه)

دار الإفتاء ، دار العلوم زکریا

١٠ ربیع الآخر ١٤٣٤

الجواب صحیح

الیاس شیخ عفی عنہ

دار العلوم زکریا - دار الإفتاء - لنیشیا۔ جنوبی افریقہ

(২) হায়দারাবাদের মাহাদ আল আলি আল ইসলামী থেকে মুফতি খালিদ সাইফুল্লাহ আল রাহমানী নিম্নোক্ত ফাতওয়া প্রদান করেছেন:

خدمتِ اقدس میں عرض ہے کہ کینیڈا میں دنیا کے اطراف واکناف سے مسلمانوں کی کافی تعداد آکر آباد ہوگئی ہے۔ مساجد، مدارس دینی ادارے بھی قائم ہیں۔ آپس میں شادی بیاہ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بود و باش بھی مخلوط ہے۔ مساجد میں مختلف ممالک کے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ مگر رمضان اور عیدین کی تواریخ میں اختلاف ہے۔ جس کی وجہ سے ایک گھر میں دو دن الگ الگ عید منائی جاتی ہے۔ اس مسئلہ کو ختم کرنے کے لیے کچھ علماء کرام، کچھ مساجد اور کچھ اسلامی سنٹر نے ایک جماعت قائم کی ہے اور کمیٹی نے تمام دنیا کا ایک ہی مطلع مان کر کچھ اصول وضوابط تشکیل دئے ہیں، جن میں امت کی سہولت کا راستہ فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اصول وضوابط حسبِ ذیل تحریر کئے جا رہے ہیں:

۱۔ رویت ہلال کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ ۲۹ تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔

۲۔ ثبوتِ رویتِ ہلال کے فیصلہ کی بنیاد عینی شہادت ہوگی۔

۳۔ چاند دیکھنے کی شہادت ان لوگوں سے لی جائے گی جنہوں نے بذاتِ خود چاند دیکھا ہو۔ مطلع صاف ہونے کی صورت میں کم سے کم دس آدمیوں کا چاند دیکھنا ثبوتِ رویت ہلال کے لیے کافی مانا جائے گا۔ مطلع ابر آلود ہونے کی صورت میں دو عادل حضرات کی شہادت پر فیصلہ کیا جائے گا۔

۴۔ ثبوتِ رویتِ ہلال کی رپورٹ تفصیلِ شرعی دنیا کے کسی ملک سے بھی معتبر ومعتمد ذرائع سے حاصل کی جائے وہ قابلِ قبول ہوگی۔

۵۔ جن ملکوں کے اسلامی مراکز، دینی اداروں اور ہلال کمیٹی سے ہمارا معاہدہ اور باہمی رابطہ ہوگا ان کا اعلان بھی ہمارے لیے قابلِ قبول ہوگا۔

۶۔ ماہرینِ فلکیات نے اپنی معلومات اور حساب کے لحاظ سے جن علاقوں میں ہلال کا نظر آنا ناممکن بتایا ہو اس علاقہ میں اگر کوئی چاند دیکھنے کا دعویٰ کرے اور شہادت دے تو اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔

۷۔ فلکیاتی حساب کے مطابق چاند نظر آنے کے قوی امکان کی صورت میں انتظامات کے لیے عوام کو پہلے سے باخبر کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا اور اعلان عینی شہادت پر موقوف ہوگا۔

۸۔ یہ راہنما اصول سال کے بارہ مہینوں کے لیے یکساں رہیں گے۔

دنیا کا ایک ہی مطلع "Global Moon Sighting" اور مندرجہ بالا اصول وضوابط کے متعلق آنجناب کی گراں قدر رائے سے مطلع فرمائیں۔ آنجناب سے تصویب یا ترمیم کا مشورہ مطلوب ہے۔

نیز اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیں کہ جو ممالک کینیڈا سے ۶۔۵ گھنٹے آگے ہیں، مثلاً ساؤتھ افریقہ وغیرہ وہاں اگر ان کے غروبِ آفتاب کے بعد چاند کی رویت ثابت ہو سکی اور وہاں کے علماء کرام نے فیصلہ کرلیا اور ہمیں اطلاع دی تو کیا ہم اپنے غروبِ آفتاب سے پہلے اس کا اعلان کر سکتے ہیں؟

گرامی نامہ موصول ہوا،جس میں کناڈا سے متعلق رؤیت ہلال کی بابت سوالات کئے گئے ہیں، جواب حسبِ ذیل ہے،جس میں فقہاء کی تصریحات کے ساتھ ساتھ آپ کے مقامی احوال بھی پیش نظر ہیں،دُعاءِخیر کا خواستگار ہوں۔

الجواب وباللہ التوفیق: -رؤیت ہلال کے سلسلے میں بنیادی طور پر بحیثیت مجموعی تین نقاطِ نظر پائے جاتے ہیں،اول یہ کہ دنیا میں کہیں بھی ایک جگہ چاند نظر آجائے،تو یہ پوری دنیا کے لئے کافی ہے،یہ جمہور کا قول ہے :

ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع۔ (الموسوعۃ الفقہیہ:۳۵)

امام ابوحنیفہؒ کی اصل رائے یہی ہے؛چنانچہ علامہ حصکفیؒ،علامہ نسفیؒ اور علامہ ابن نجیم مصریؒ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں :

ولا عبرة باختلاف المطالع فإذا راه أهل بلدة، ولم يره أهل بلدة أخرى وجب عليهم أن يصوموا برؤية اولئک إذا ثبت عندهم بطريق موجب ويلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب۔ (الدرالمختار مع الرد:۳/۳۶۳)

حصکفی نے ایک دوسرا قول نقل کرنے کے بعد اختلاف مطالع کے معتبر نہ ہونے والی رائے کے بارے میں ذکر کیا ہے :

والأول ظاهر الرواية وهو الأحوط كذا في فتح القدير وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوىٰ كذا في الخلاصة أطلقه فشمل ما إذا كان بينهما تفاوت بحيث يختلف المطلع۔ (حوالہ سابق)

علامہ طحطاوی نے بھی مراقی الفلاح کے حاشیہ میں یہی لکھا ہے:''**إذا ثبتت رؤية الهلال بمكان قريباً كان أو بعيدا لزم الناس كلهم الصوم وحكم من لم يره كمن راه ولو اختلف المطالع** ''(طحطاوی علی المراقی:۴۳۵)شوافع کے یہاں بھی ایک قول یہی ہے۔(دیکھئے:البیان فی مذہب الامام الشافعی:۲/۴۷۸)

اس رائے کے اعتبار سے اگر دنیا کے کسی بھی مقام سے رؤیت کی مصدقہ اطلاع آجائے،تو اس پر عمل کرنا واجب ہے اور چوں کہ مکۃ المکرمہ قرآن مجید کے الفاظ میں' اُم القریٰ' ہے،اس لئے اگر مکہ کی رؤیت کو معیار بنالیا جائے،تو یہ بھی ایک بہتر صورت ہوگی،کہ ویسے بھی عام طور پر وہاں پہلے رؤیت ہوتی ہے۔

دوسرا نقطۂ یہ ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار ہوگا اور ہر علاقہ میں وہاں کی رؤیت معتبر ہوگی،یہ مالکیہ کی رائے ہے،(بدایۃ المجتہد:۱/۲۹۴) متاخرین حنفیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے،نیز شوافع اور حنابلہ کے یہاں بھی اس طرح کا قول ملتا ہے۔

تیسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ علم فلکیات سے بھی رؤیت ہلال کا ثبوت ہوسکتا ہے،(دیکھئے:فتح الباری:۴/۱۲۷،عمدۃ القاری:۸/۲۸)—— عام طور پر اس تیسرے قول کو علماء نے قبول نہیں کیا ہے؛کیوں کہ حدیث میں صراحت موجود ہے کہ رمضان اور عید کا ثبوت رؤیت ہلال سے متعلق ہے:''**صوموا الرؤيته وأفطروا الرؤيته** ''۔(بخاری،حدیث نمبر:۱۹۰۹)

اس تمہیدی گفتگو کے بعد آپ کے سوالات کا جواب دیا جاتا ہے :

(۱) یہ بالکل درست ہے کہ رؤیت ہلال کے لئے ۲۹ تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔

(۲) اس میں بھی کوئی کلام نہیں کہ رؤیت ہلال کا فیصلہ عینی شہادت پر ہو۔

(۳) الف: یہ بھی درست ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہو، اس کی گواہی قبول کی جائے؛ البتہ اگر کوئی معتبر ادارہ یا شخص ایسے گواہوں سے سن کر رؤیت کا فیصلہ کرے اور پھر وہ مطلع کرے، گو فیصلہ کرنے والوں نے خود چاند نہ دیکھا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

ب: مطلع ابر آلود ہونے کی صورت میں رمضان المبارک کے چاند کے لئے ایک شخص کی اطلاع اور عید الفطر کے چاند کے لئے دو شخص کی گواہی کو معیار بنانا مناسب ہوگا، جیسا کہ احناف کا مسلک ہے اور یہ فرق کرنا اس لئے مناسب ہے کہ رمضان کے چان کے لئے گواہی دینے والا موقع تہمت میں نہیں ہوتا اور عید کے چاند کے لئے گواہی دینے والا موقع تہمت میں ہوتا ہے، ویسے عید الفطر کے چاند کے سلسلہ میں ائمہ ثلاثہ کی بھی یہی رائے ہے، علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں :

فأجمع العلماء علی أنه لا تقبل فی شهادہ شوال فی الفطر إلا رجلان عدلان۔

(التمهيد: ۱۴/ ۳۵۴)

ج: مطلع صاف ہونے کی صورت میں رؤیت ہلال کے لئے حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک خبر مستفیض مطلوب ہے، (الفقہ الاسلامی وادلتہ: ۲/ ۶۰۰) دوسرے فقہاء کے یہاں دو افراد کی خبر کافی ہے؛ بلکہ شوافع کے یہاں ہلال رمضان میں تو صرف ایک معتبر آدمی کی خبر بھی کافی ہے، (شرح مہذب: ۶/ ۲۷۶) ـــ پھر خبر مستفیض کے لئے کوئی خاص تعداد متعین نہیں ہے، اتنی تعداد کافی ہے کہ اطلاع کے سچ ہونے کا غالب گمان ہو جائے، امام ابو حنیفہ سے ان کے شاگرد حسن ابن زیاد نقل کرتے ہیں کہ مطلع صاف ہونے کے باوجود دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کافی ہے اور احوالِ زمانہ کے تحت علامہ ابن نجیم اسی رائے کی طرف اپنا رجحان ظاہر کرتے ہیں :

وینبغی العمل علیها فی زماننا لأن الناس قد تکاسلوا عن ترائ الأهلة۔

(تنبیہ الغافل والوسنان علی أحکام ہلالِ رمضان : ۲۳۴)

مطلع صاف ہونے کی صورت میں کم سے کم دس آدمیوں کی گواہی قبول کی جائے تو کوئی حرج نہیں اور یہ فقہاء کے مقرر کئے ہوئے معیار کے دائرہ ہی میں ہے۔

(۴) چوں کہ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ کہیں بھی پہلے چاند نظر آجائے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس لئے اس کی گنجائش ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں شرعی اُصولوں کے مطابق رؤیت ہلال ثابت ہو جائے اور معتبر طریقے پر آپ کے یہاں اطلاع پہنچ جائے تو اسے قبول کر لیا جائے۔

(۵) اس میں بھی حرج نہیں؛ بشرطیکہ یہ ادارے شرعی اُصولوں کے مطابق رؤیت ہلال کا فیصلہ کرتے ہوں، ان کے فیصلے محض فلکیاتی تحقیق پر مبنی نہ ہوں۔

(۶) اگر ماہرین فلکیات کی رائے کے برخلاف ایک دو آدمی گواہی دیں، تو ان کی گواہی رد کی جاسکتی ہے؛ لیکن اگر مطلع صاف ہو اور بہت سے لوگوں نے رؤیت ہلال کی گواہی دی ہو، یعنی وہ خبر مستفیض کے درجہ میں ہو، تو پھر فلکی حساب کا اعتبار نہیں ہوگا۔

(۷) یہ بھی بہت مناسب تجویز ہے کہ فلکیاتی اعتبار سے جس روز رؤیت کا زیادہ امکان ہو، اس دن خاص طور پر عوام سے رؤیت کے اہتمام کی اپیل کی جائے؛ لیکن فیصلہ عینی شہادت کی بنا پر کیا جائے۔

(۸) اصل اہمیت رمضان المبارک، عید الاضحیٰ اور ذوالحجہ یا شعبان کے چاند کی ہے، بقیہ مہینوں میں ایک معتبر شخص کی اطلاع

بھی کافی ہے، اس لئے مطلع صاف ہونے کی صورت میں کم سے کم دس افراد کے چاند دیکھنے کی شرط بارہ مہینوں میں مناسب نظر نہیں آتی ۔

(۹) اگر ان تجاویز کی بنیاد اس پر ہو کہ ''اختلافِ مطالع کا اعتبار نہیں اور دنیا میں کہیں بھی چاند دیکھ لیا جائے تو پوری دنیا کے لوگ اس چاند سے متعلق احکام شرعیہ کے مخاطب ہیں'' جیسا کہ جمہور کی رائے ہے اور حنفیہ کے یہاں ظاہر روایت ہے، تو اس قول کے لحاظ سے جنوبی افریقہ کی رؤیت پر کناڈا میں بھی عمل کیا جاسکتا ہے۔

(۱۰) آخری بات یہ ہے کہ رمضان کا ایک دن پہلے یا بعد میں شروع ہونا اور عید کا آج ہونا یا کل ہونا اہم مسئلہ نہیں ہے، جتنی اہم بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اختلاف سے بچائیں اور اتحادِ عمل کا ثبوت دیں، کم از کم ایک خطہ کے مسلمانوں کا روزہ ایک دن شروع ہو، وہ ایک ہی دن عید کی نماز پڑھیں اور ایک ہی دن قربانی کریں، رسول اللہ ﷺ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا :

الصوم یوم تصومون و الفطر یوم تفطرون و الأضحی یوم تضحون۔

(سنن الترمذی، کتاب الصوم، حدیث نمبر: ۶۹۷)

و باللہ التوفیق و ھو المستعان۔

خالد سیف اللہ رحمانی
(خادم المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد)

۱۹ ربیع الاول ۱۴۳۴ھ
۱؍فروری ۲۰۱۳ء

(৩) দারুল ইফতা নদওয়াতুল উলামা এর ফাতওয়া:

1

۳۲/۶۸۰

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

آپ حضرات کا سوال نامہ موصول ہوا، آپ حضرات نے علاقائی مصلحت کے پیش نظر پوری دنیا کا مطلع ایک مان کر بطور خاص کنیڈا کے مسلمانوں کی سہولت کا راستہ فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، اور غور وفکر کے بعد چاند کے فیصلہ کے لئے ایک کمیٹی قائم کی ہے، اور رویت ہلال کے اعلان وفیصلہ کیلئے کچھ اصول وضوابط مرتب کئے ہیں، اور ان اصول وضوابط کو تصویب واصلاح کے لئے مختلف اہل علم اور اصحاب افتاء کی خدمت میں روانہ کیا ہے، تا کہ ان کے مشوروں سے فائدہ اٹھائیں، میں نے اس باب میں موصول ہونے والے چند جوابات کا مطالعہ کیا ہے، بنیادی طور سے آپ حضرات کی فکر اور اصول وضوابط درست ہیں اور شریعت کے نظام کے مطابق ہیں، اور جو کچھ کمی رہ گئی ہوگی وہ اہل علم کے مشوروں کے بعد پوری ہو جائے گی۔

آپ حضرات سے یہ بات مخفی نہیں کہ جمہور اور اکثر مشائخ حنفیہ کے نزدیک ظاہر الروایۃ کے مطابق اختلاف مطالع کا مطلق اعتبار نہیں، ایک شہر کی روٴیت دوسرے شہر کے لئے کافی ہوگی، امداد الفتاوی میں اس کو مفتی بہ قول قرار دیا گیا ہے (ص: ۱۰۷ ج ۲) متاخرین حنفیہ کے نزدیک اختلاف مطالع کا اعتبار ہے، ایک شہر کی رویت دوسرے شہر والوں کے لئے کافی نہیں، بلکہ ہر شہر والوں کے لئے انہی کی رویت معتبر ہے (مجموعۃ الفتاوی، ص: ۵۲۶) لیکن محققین حنفیہ کے نزدیک جن شہروں میں ایک مہینہ کی مسافت ہے ان میں اختلاف مطالع کا اعتبار ہے، کیونکہ اہل ہیئت کے نزدیک اتنی مسافت سے مطالع کا اختلاف ہو جاتا ہے، لہذا ان شہروں میں ایک شہر کی روٴیت دوسرے شہر والوں کے لئے لازم نہ ہوگی (ردالمحتار، ج ۳/ص: ۳۶۳، کتاب الصوم مطبوعہ زکریا)

اختلاف مطالع کتنی مسافت پر ہوتا ہے؟ اس سلسلہ میں منقول مختلف اقوال سے آپ حضرات واقف ہیں، ۶۸۰ میل، ۵۸۰ میل انگریزی، ۴۸۰ میل کے اقوال ہیں، لیکن محقق علماء کا ایک بڑا طبقہ یہ رائے رکھتا ہے کہ جن علاقوں میں اختلاف مطالع نہ ماننے میں مہینہ کم وبیش ہو جائے یعنی جن دو علاقوں میں اکثر دو ایک دن چاند کی تاریخوں میں فرق رہتا ہے ان علاقوں میں اختلاف مطالع کا اعتبار ہوگا، لیکن ان تمام اقوال واختلاف کے باوجود آپ کے یہاں کے مخصوص حالات کی روشنی میں آپ حضرات کی یہ کوشش لائق ستائش ہے کہ کنیڈا میں رمضان کا آغاز ایک دن ہو اور وہاں کے مسلمان ایک دن عید منائیں، ایک گھر میں عید کی تاریخوں میں اختلاف ہونا بڑی تکلیف دہ بات ہے، اس کے لئے ترجیح کے طور پر آپ حضرات اپنے پورے وسائل استعمال کر کے اپنے ملک میں رویت کا اہتمام کرائیں، اس کے بعد اگر ضروری ہو تو جمہور کی رائے کے مطابق اس کی گنجائش ہے کہ دوسرے ملک سے جہاں چاند کا اعلان شرعی اصولوں کے مطابق ہوتا ہو اور قابل اعتبار ذریعہ سے اس کی اطلاع آپ کو مل جائے، آپ اس کو قبول کریں، ان تمہیدی گزارشات کے بعد مختصراً آپ کے اصول وضوابط پر اپنی حقیر رائے پیش کرتا ہوں۔

۱۔ انتیس تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام ضرور ہونا چاہئے، یہ حکم شرعی ہے 'الفتاوی الھندیۃ' میں رمضان کا چاند دیکھنے کے لئے یجب (غالباً "علی الکفایۃ جیسا کہ "نور الایضاح" میں ہے) کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور شعبان کے لئے "ینبغی" کا لفظ ہے، جبکہ "الفتاوی التاتارخانیہ" میں رمضان کے چاند کے لئے بھی "ینبغی" کا لفظ ہے، حدیث سے بھی روٴیت کا اہتمام کرنے کے حکم کی تائید ہوتی ہے (الفتاوی الھندیۃ : ۲۱۷: ج ۱، الفتاوی التاتارخانیہ ،۳۵۸، ج ۳)

۲۔ حدیث وفقہ کی روشنی میں حکم شرعی یہی ہے کہ رمضان وعیدین کا فیصلہ عینی شہادت پر ہونا چاہئے، علم فلکیات کی روشنی میں فیصلہ کے قائل اگرچہ ابوالعباس بن سریج شافعی، مطرف بن عبداللہ تابعیؒ، ابن قتیبہ محدث رہے ہیں، لیکن عام علماء نے اس رائے کو قبول نہیں کیا، چنانچہ یہ مسلک صرف کتابوں میں نقل ہو کر رہ گیا ہے (الفتاوی التاتارخانیہ ،ص ۳۶۷ ج ۳)

۳۔ مطلع ابر آلود ہونے کی صورت میں رمضان کے چاند کے لئے ایک شخص کی خبر اور عید الفطر کے لئے دو شخص کی شہادت اور بقرعید کے لئے (قول

راجح کے مطابق) دوآدمی کی شہادت درکار ہوگی، مطلع صاف ہونے کی صورت میں رمضان وعیدین کے لئے ایک جم غفیر ہونا چاہئے، جس کی خبر کے سچی ہونے کا گمان ہو، اگر آپ لوگوں کودس آدمی کی شہادت کے سچی ہونے کا گمان غالب ہوتا ہوتو اس کومعیار قرار دے سکتے ہیں، لیکن جمہور علماء نے عدد کی تعیین نہیں کی ہے، بلکہ جس تعداد سے گمان غالب ہوجائے اتنی تعداد ہونا ضروری قرار دیا ہے(امدادالفتاوی ص:۱۰۲، ج۲) رمضان وعیدین کے سواء بقیہ نو ماہ کے لئے مطلع صاف ہونے ابر آلود ہونے کے فرق کے بغیر دوآمیوں کی گواہی ضروری ہوگی (حوالہ بدائع الصنائع ص۲۲۲ ج ۲، حاشیۃ الطحطاوی ص۶۵۵)

۴۔ فی الخانية لا عبرة لاختلاف المطالع فی ظاهرالرواية وفی الفتاوٰی الخلاصة وعليه فتوی الفقيه أبی الليث وبه كان يفتی الشيخ شمس الأئمة الحلوانی وكان يقول لو رأی اهل المغرب هلال رمضان يجب الصوم علی اهل الشرق۔(الفتاوی التاتارخانية ص ٣٦٥ ج ٣ الهندية ص ٢١٩، ج١)

مذکورہ عبارت کی روشنی میں اس کی گنجائش ہونی چاہیے بشرطیکہ اس ملک میں چاند کے اعلان کے سلسلہ میں شرعی اصولوں کوملحوظ رکھا جاتا ہو اور قابل اعتبار ذرائع سے اس ملک کی تصدیق موصول ہوئی ہو۔

۵۔ اس میں بھی قابل اعتراض کوئی بات نہیں ہے بشرطیکہ وہاں پر شرعی اصولوں کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا ہو۔

۶۔ جہاں چاند دیکھنا ماہرین فلکیات کی روشنی میں ممکن نہ ہو، وہاں مطلع صاف ہونے کی صورت میں جم غفیر کی شہادت قبول ہونی چاہیے، ابر آلود ہونے کی صورت میں وہاں کی شہادت قابل اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔

۷۔ فلکیاتی حساب کے مطابق چاند نظر آنے کے قوی امکان والے دن چاند دیکھنے کا بطور خاص اہتمام ہونا چاہئے، مثلاً عام طور سے ہوتا ہے کہ اس سال پانچ رمضان جس دن ہوگا، اگلے سال پہلا روزہ اسی دن ہوگا، ۲۷ر رجب والے دن عید ہوتی ہے، پہلی رمضان والے دن بقرعید ہوتی ہے، وغیرہ یہ قاعدہ عام طور سے صحیح ہوجاتا ہے، لیکن رؤیت کا فیصلہ شرعی شہادت کے بعد ہونا چاہئے۔

۸۔ سال کے ۱۲ مہینوں میں چاند دیکھنے اور اس کی تحقیق کرنے اور اس کا ریکارڈ رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ "احصو هلال شعبان لرمضان" (تحفة الأحوذی ص ٢٩٩ ج ٣) حدیث کی روشنی میں مطلوب بھی ہے، لیکن تحقیق کا معیار عام مہینوں میں رمضان وعیدین سے مختلف ہونا چاہئے، یعنی بقیہ ۹ر ماہ میں مطلع صاف ہونے نہ ہونے کے فرق کے بغیر دوآدمی کی گواہی ضروری ہوگی۔ (حوالہ نمبر ۲ میں دیا گیا ہے) ایک فاضل صاحب علم نے نو ماہ کے لئے ایک آدمی کی اطلاع کو کافی قرار دیا ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے۔

۹۔ اگر آپ کسی ایسے ملک کی تصدیق پر فیصلہ کرتے ہیں جو آپ کے ملک سے پانچ چھ گھنٹے آگے ہے تو آپ اپنے ملک کے لئے اگلے دن کے لئے رمضان وعید کا اعلان کریں گے، اور اس دن کا روزہ پورا کرنا لازم ہوگا، فقہ وفتاوی کی کتابوں سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔

نیاز احمد ندوی

نیاز احمد ندوی

دارالافتاء ندوۃ العلماء لکھنؤ

۳/۴/۲۰۱۳ء، ۲۱/۵/۱۴۳۴ھ

(৪) মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুর এর ফাতওয়া:

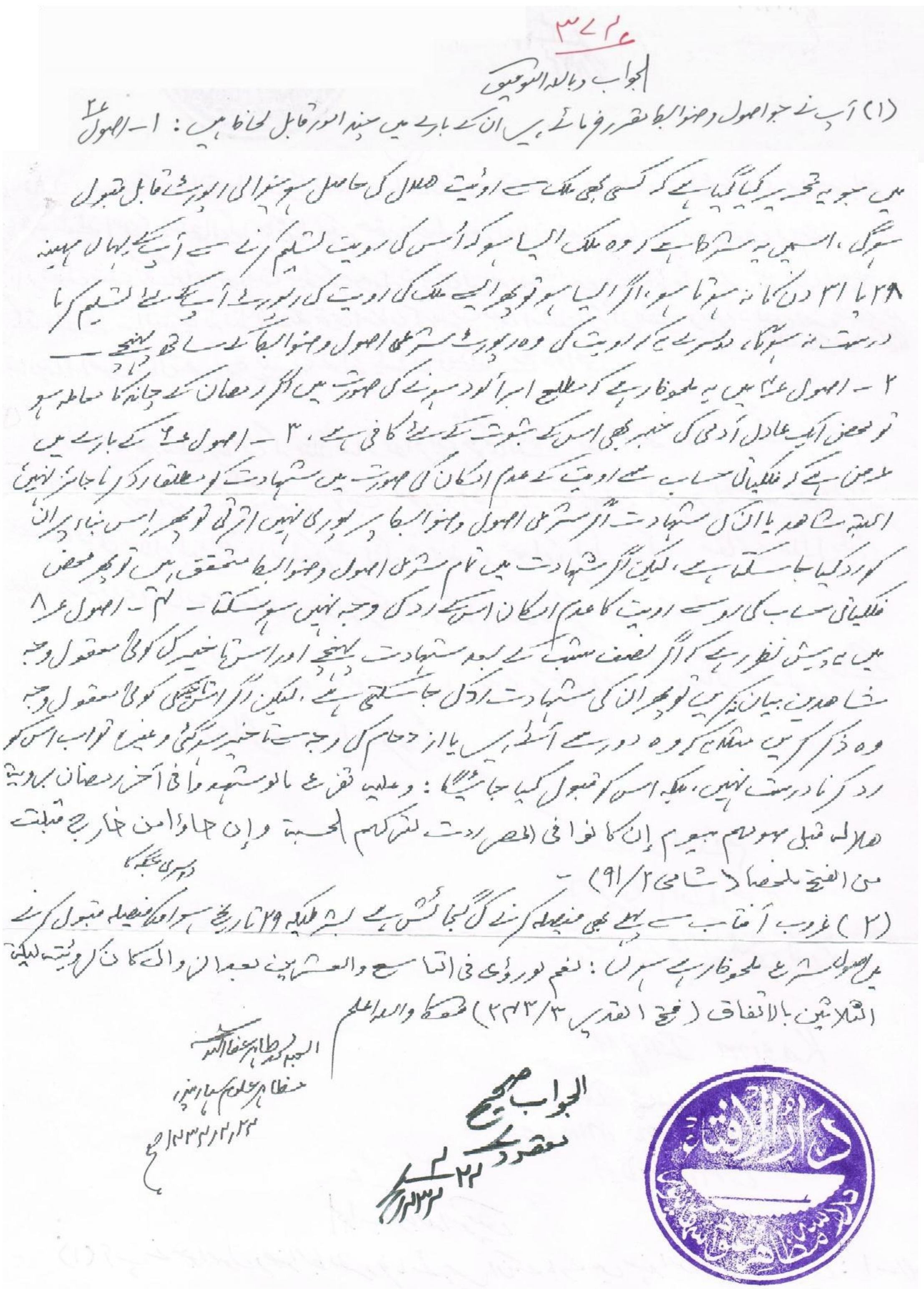

٣٧٤ع

الجواب وباللہ التوفیق

(۱) آپ نے جو اصول وضوابط مقرر فرمائے ہیں ان کے بارے میں چند امور قابل لحاظ ہیں: ۱۔ اصول نمبر ۲ میں جو یہ تحریر کیا گیا ہے کہ کسی بھی ملک سے رویت ہلال کی حاصل ہونے والی رپورٹ قابل قبول ہوگی، اس میں یہ شرط ہے کہ وہ ملک ایسا ہو کہ اس کی رویت تسلیم کرنے سے آپ کے یہاں مہینہ ۲۸ یا ۳۱ دن کا نہ ہوتا ہو، اگر ایسا ہو تو پھر ایسے ملک کی رویت کی رپورٹ آپ کے لئے تسلیم کرنا درست نہ ہوگا، دوسرے یہ کہ رویت کی وہ رپورٹ شرعی اصول وضوابط کے ساتھ پہنچے —
۲۔ اصول نمبر ۳ میں یہ ملحوظ رہے کہ مطلع ابر آلود ہونے کی صورت میں اگر رمضان کے چاند کا معاملہ ہو تو محض ایک عادل آدمی کی خبر بھی اس کے ثبوت کے لئے کافی ہے، ۳۔ اصول نمبر ۹ کے بارے میں عرض ہے کہ فلکیاتی حساب سے رویت کے عدم امکان کی صورت میں شہادت کو مطلقاً رد کرنا جائز نہیں البتہ شاہد یا ان کی شہادت اگر شرعی اصول وضوابط پر پوری نہیں اترتی تو پھر اس بنا پر ان کو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر شہادت میں تمام شرعی اصول وضوابط متحقق ہیں تو پھر محض فلکیاتی حساب کی رو سے رویت کا عدم امکان اس کے رد کی وجہ نہیں ہو سکتا۔ ۴۔ اصول نمبر ۸ میں یہ پیش نظر رہے کہ اگر نصف شب کے بعد شہادت پہنچے اور اس تاخیر کی کوئی معقول وجہ شاہدین بیان نہ کریں تو پھر ان کی شہادت رد کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس تاخیر کی کوئی معقول وجہ وہ ذکر کریں مثلاً یہ کہ وہ دور سے آئے ہیں یا ازدحام کی وجہ سے تاخیر ہو گئی وغیرہ تو اب اس کو رد کرنا درست نہیں، بلکہ اس کو قبول کیا جائیگا: وعلیہ تفرع ما لو شہدوا فی آخر رمضان برؤیۃ ہلالہ قبل صومہم بیوم إن کانوا فی المصر ردت لترکہم الحسبۃ وإن جاؤوا من خارج قبلت من الفتح ملخصا (شامی ۲/۹۱) — دوسری جگہ کا

(۲) غروب آفتاب سے پہلے بھی فیصلہ کرنے کی گنجائش ہے بشرطیکہ ۲۹ تاریخ ہو اور فیصلہ قبول کرنے میں اصول شرع ملحوظ رہے ہوں: نعم لو رؤی فی التاسع والعشرین بعد الزوال کان للمستقبلۃ الثلاثین بالاتفاق (فتح القدیر ۲/۲۴۳) فقط واللہ اعلم

العبد محمد طاہر عفا اللہ
مفتی مظاہر علوم سہارنپور
۱۴۳۳/۲/۲۴ھ

الجواب صحیح
مسعود
۲۴/۲/۱۴۳۳

(৫) পাকিস্তানের মুফতিয়ে আজম রফী উসমানী সাহেবের ফাতওয়া:

- ١ -

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب حامداً ومصلياً

سوال میں ذکر کردہ اصول وضوابط کی الگ الگ تحقیق حسبِ ذیل ہے:

ا۔۔) ہر قمری مہینے کی ۲۹ تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہئے، تاکہ مخصوص اوقات سے متعلق عبادات اپنے صحیح وقت پر ادا کی جاسکیں۔ خاص کر شعبان، رمضان، شوال اور ذوالحجہ کے چاند تلاش کرنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہئے، بعض فقہاء نے اسے مستحب اور بعض نے واجب علی الکفایۃ قرار دیا ہے۔

الهداية في شرح بداية المبتدي (١ / ١١٧):

وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فإن رأوه صاموا

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١ / ٢٣٨):

(ويجب على الناس) وجوب كفاية (التماس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان ومن رمضان) وكذا ذو القعدة؛ لأن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وكذا يجب على الحاكم أن يأمر الناس بذلك.

الفتاوى الهندية (١ / ١٩٧):

وكذا ينبغي أن يلتمسوا هلال شعبان أيضا في حق إتمام العدد

الموسوعة الفقهية الكويتية:(١٧\١٥٠، مبحث إهلال)

الحكم الإجمالي :

٣ – طلب رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان محل خلاف بين الفقهاء ، بعضهم يقول : يستحب للناس ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وتطلبه ؛ ليحتاطوا بذلك لصيامهم ، وليسلموا من الاختلاف ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أحصوا هلال شعبان لرمضان والبعض يرى أن التماس هلال رمضان يجب على الكفاية ؛ لأنه يتوصل به إلى الفرض.

۲۔۔) پہلے یہ بات واضح رہے کہ رمضان کے چاند اور دیگر مہینوں کے چاند کے حکم میں کچھ فرق ہے، وہ یہ کہ اگر مطلع صاف نہ ہو یعنی کوئی بادل یا دھواں وغیرہ افق پر ایسا چھایا ہوا ہو جو چاند کو چھپا سکے تو اس صورت میں رمضان کے چاند کے لئے شہادت ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک ثقہ مسلمان مرد یا عورت کی خبر بھی کافی ہے، جبکہ باقی مہینوں کے چاند کے لئے بہر حال شہادت ضروری ہے۔

تاہم ان کے ثبوت کے لئے شہادت کو صرف عینی شہادت تک محدود نہیں کرنا چاہئے (جیسا کہ سوال کے ضابطہ نمبر ۲ میں ذکر کیا گیا ہے) بلکہ ان چاروں طریقوں کی گنجائش رکھنی چاہئے جن کو فقہاء نے لکھا ہے، ذیل میں وہ چاروں طریقے اختصار کے ساتھ لکھے جاتے ہیں:

(الــف) الشــهادة، یعنی دو مسلمان، عاقل، بالغ، بینا مرد (یا ایک عاقل بالغ بینا مرد اور دو عاقل بالغ بینا عورتیں) قاضی کی مجلس میں شہادت کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے۔ (جہاں قاضی نہ ہو وہاں مُسلّمہ ہلال کمیٹی اس کے قائمقام ہوگی)

(ب) الشهادة علی الشــهادة، یعنی جس شخص نے بذات خود چاند دیکھا ہے وہ کسی معقول عذر کی وجہ سے مجلسِ قضاء میں حاضری سے معذور ہے، تو وہ دو گواہ اس پر بنائے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تم میری اس گواہی کے گواہ بن جاؤ، اور قاضی کی مجلس میں میری شہادت پہنچادو۔ جب قاضی کے سامنے یہ دو لوگ چاند دیکھنے والے کی شہادت پر شہادت دیں گے تو ان دونوں کی شہادت اس ایک شخص کی شہادت کی قائمقام ہو جائے گی۔

(ج) الشهادة علی القضاء، وہ یہ کہ گواہ نہ خود چاند دیکھنا بیان کریں نہ کسی دیکھنے والے کی گواہی پر گواہی دیں، بلکہ اس کی شہادت دیں کہ ہمارے سامنے فلاں شہر کے قاضی کے سامنے شہادت پیش ہوئی، قاضی نے اس کا اعتبار کر کے شہر میں رمضان یا عید کا اعلان کر دیا، تو یہ شہادت علی القضاء کہلائے گی کہ قاضی کے فیصلے پر گواہی دے رہے ہیں۔

(د) الاستفاضــة: یعنی مختلف اطراف سے مختلف آدمی یہ بیان کریں کہ ہم نے چاند خود دیکھا ہے، یا یہ کہ ہمارے سامنے فلاں شہر کے قاضی نے چاند دیکھنے کی شہادت قبول کر کے چاند ہو جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ خبر دینے والے اتنی بڑی تعداد میں ہوں کہ ان کے مجموعہ پر یہ گمان نہ ہو سکے کہ انہوں نے کوئی سازش کی ہے یا سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی خبر کو اصطلاح میں "خبر مستفیض" یعنی مشہور کہا جاتا ہے۔ جب ایسے بیان کرنے والوں کی تعداد اتنی کثیر ہو جائے کہ عقلاً ان کے جھوٹے ہونے کا کوئی احتمال نہ رہے تو ایسی خبر مستفیض پر روزہ اور عید دونوں میں عمل جائز ہے۔ اس میں نہ شہادت شرط ہے نہ شرائط شہادت ضروری ہیں اس لئے اس میں ریڈیو، تار ٹیلیفون وغیرہ ہر قسم کی خبروں سے کام لیا جاسکتا ہے، صرف کثرتِ تعداد اتنی ہونی چاہئے کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً باور نہ کیا جاسکے۔ صحیح یہ ہے کہ تعداد کوئی متعین نہیں ہے، قاضی یا ہلال کمیٹی کے اعتماد پر مدار ہے کہ وہ ان خبر دینے والوں کی تعداد کو اتنا زیادہ سمجھے کہ ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال سمجھا جائے۔

یاد رہے کہ استفاضہ خبر وہی معتبر ہوگا جب کہ ایک بڑی جماعت خود چاند دیکھنے کی خبر دیں یا چاند دیکھنے والوں سے سن کر یا کسی شہر کے قاضی (یا مسلّمہ ہلال کمیٹی) کا فیصلہ خود سن کر بیان کریں، عامیانہ شہرت کہ یہ پتہ نہ ہو کہ کس نے اس کو مشہور کیا ہے کسی خبر کو مستفیض یا مشہور قرار دینے کے لئے کافی نہیں ہے۔ (از رسالہ رؤیت ہلال مصنفہ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع قدس اللہ سرہ، بتغییر یسیر)

الدر المختار (۲ / ۳۹۰، طبع سعید کراتشي):

(شهدوا أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال) في ليلة كذا (وقضى) القاضي (به ووجد استجماع شرائط الدعوى قضى) أي جاز لهذا (القاضي) أن يحكم (بشهادتهما) لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به لا لو شهدوا برؤية غيرهم.لأنه حكاية، نعم لو استفاض الخبر في البلدة الأخرى لزمهم على الصحيح من المذهب مجتبى وغيره

وفي الشامية تحته:

في الذخيرة قال شمس الأئمة الحلواني: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخبر إذا استفاض وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم هذه البلدة اهـ ومثله في الشرنبلالية عن المغني.

قلت: ووجه الاستدراك أن هذه الاستفاضة ليس فيها شهادة على قضاء قاض ولا على شهادة لكن لما كانت بمنزلة الخبر المتواتر، وقد ثبت بها أن أهل تلك البلدة صاموا يوم كذا لزم العمل بها؛ لأن البلدة لا تخلو عن حاكم شرعي عادة فلا بد من أن يكون صومهم مبنيا على حكم حاكمهم الشرعي فكانت تلك الاستفاضة بمعنى نقل الحكم المذكور...

[تنبيه] قال الرحمتي: معنى الاستفاضة أن تأتي من تلك البلدة جماعات متعددون كل منهم يخبر عن أهل تلك البلدة أنهم صاموا عن رؤية لا مجرد الشيوع من غير علم بمن أشاعه

۳۔۔۔) اس ضابطہ میں کل تین باتیں بیان کی گئی ہیں:

الف) چاند دیکھنے کی شہادت صرف ان لوگوں سے لینا جنہوں نے بذاتِ خود چاند دیکھا ہو۔

اس کے متعلق تفصیل ما قبل میں ضابطہ نمبر ۲ کے جواب میں گزر چکی ہے۔ لہٰذا صرف بذاتِ خود دیکھنے کی شرط نہیں لگانی چاہئے۔

ب) مطلع صاف ہونے کی صورت میں کم از کم دس آدمیوں کی شہادت کو ثبوتِ رؤیت کے لئے کافی ماننا۔

اس کے متعلق واضح رہنا چاہئے کہ مطلع صاف ہونے کی صورت میں ہلالِ رمضان وعیدین کے لئے ایک جم غفیر یعنی بڑی جماعت کی گواہی ضروری ہوتی ہے جو مختلف اطراف سے آئے ہوں، اور اپنی اپنی جگہ چاند کا دیکھنا بیان کریں۔ صحیح یہ ہے کہ اس کے لئے شرعاً کوئی خاص تعداد متعین نہیں ہے، بلکہ جتنی تعداد سے یہ یقین ہو جائے کہ یہ سب مل کر جھوٹ نہیں بول سکتے وہی تعداد کافی ہے۔ لہٰذا صورتِ مسئولہ میں اگر دس آدمیوں کی گواہی سے ہلال کمیٹی کا اطمینان ہو جاتا ہے تو اسکی بنیاد پر رؤیتِ ہلال کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے، اور اگر اس عدد پر ہلال کمیٹی کو اطمینان نہ ہو تو شہادت رد بھی کی جاسکتی ہے۔

ج) مطلع ابر آلود ہونے کی صورت میں دو عادل آدمیوں کی شہادت پر فیصلہ کرنا۔

اس کے متعلق یہ تفصیل ہے کہ مطلع ابر آلود ہونے کی صورت میں رؤیتِ ہلال کے ثبوت کو صرف دو عادل آدمیوں کی گواہی پر منحصر کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں رؤیتِ ہلال کا ثبوت دو ثقہ مسلمان مردوں یا ایک ثقہ مسلمان مرد اور دو ثقہ مسلمان عورتوں کی شہادۃ سے بھی ہو سکتا ہے۔

۴، ۵، ۹۔۔۔) ان مسائل کا تعلق اختلافِ مطالع کے معتبر ہونے یا نہ ہونے سے ہے، جس کے بارے میں فقہاء کے تین مسلک ہیں۔

الف۔ ایک یہ کہ اختلافِ مطالع کا ہر جگہ ہر حال میں اعتبار کیا جائے۔ بعض شوافع کا یہ مسلک ہے۔

ب۔ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے۔ بلکہ دنیا میں کہیں بھی رؤیت ہو جائے تو پوری دنیا کے لئے کافی ہے، متقدمینِ احناف، امام مالک اور امام احمد بن حنبلؒ کا یہی مسلک ہے۔

ج۔ تیسرا یہ کہ بلادِ بعیدہ (دور کے شہروں) میں اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے، قریبہ میں نہ کیا جائے۔ شوافع اور بعض متاخرین احناف کا یہی مسلک ہے۔

چونکہ احناف کے اصل مذہب میں اور جمہور ائمہ کے نزدیک اختلافِ مطالع معتبر نہیں ہے، نیز دلیل کے اعتبار سے بھی یہی راجح معلوم ہوتا ہے اس لئے سوال کے ضابطہ نمبر ۹ میں ذکر کردہ بات (Global Moon Sighting) اختیار کی جاسکتی ہے۔

لہٰذا آپ کسی بھی ایسے مسلمان ملک کی رؤیت پر عمل کر سکتے ہیں جہاں رؤیت کا ثبوت شرعی ضابطہ کے مطابق ہو چکا ہو، لیکن دوسرے ملک کی رؤیت پر عمل کرنے کے لئے درجِ ذیل دو شرطوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے:

الف) دوسرے ملک کی رؤیت کے فیصلہ پر عمل کرنے سے ٹورنٹو میں قمری مہینہ ۲۸ یا ۳۱ دن کا نہ ہونے پائے۔

ب) ٹورنٹو میں اس ملک کی رؤیت کا ثبوت ضابطہ نمبر ۲ کے جواب میں ذکر کردہ چار طریقوں (الشهادة، الشهادة على الشهادة، الشهادة على القضاء، الاستفاضة) میں سے کسی ایک طریقہ سے ہوا ہو۔ (مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للشيخ المفتي محمد تقي العثماني الموقر حفظه الله ورعاه، ج:۲ ص:۲٤٨–۲۵۷، بحث رؤية الهلال)

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٢ / ٣٩٣):

واختلاف المطالع... (غير معتبر على) ظاهر (المذهب) وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى بحر عن الخلاصة

وقال ابن عابدين تحته:

وإنما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم، ولا يلزم أحد العمل بمطلع غيره أم لا يعتبر اختلافها بل يجب العمل بالأسبق رؤية حتى لو رئي في المشرق ليلة الجمعة، وفي المغرب ليلة السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق، فقيل بالأول واعتمده الزيلعي وصاحب الفيض، وهو الصحيح عند الشافعية؛ لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم كما في أوقات الصلاة، وأيده في الدرر بما مر من عدم وجوب العشاء والوتر على فاقد وقتهما وظاهر الرواية الثاني وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة لتعلق الخطاب عملا بمطلق الرؤية في حديث «صوموا لرؤيته» بخلاف أوقات الصلوات

المغني لابن قدامة (٣ / ١٠٧):

وإذا رأى الهلال أهل بلد، لزم جميع البلاد الصوم. وهذا قول الليث، وبعض أصحاب الشافعي. وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة، لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة، لزم أهلهما الصوم برؤية الهلال في أحدهما، وإن كان بينهما بعد، كالعراق والحجاز والشام، فلكل أهل بلد رؤيتهم. وروي عن عكرمة، أنه قال: لكل أهل بلد رؤيتهم...

٦۔۔۔) اس مسئلہ کے بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مد ظلہم نے ایک فتوی میں درج ذیل الفاظ کے ساتھ تفصیل بیان فرمائی ہے:

”جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ فلکی حساب سے اگر کسی دن رؤیت ناممکن ہو تو رؤیت کی شہادت معتبر ہے یا نہیں؟ فقہائے متقدمین کی بھاری اکثریت ایسی صورت میں شہادت کے معتبر ہونے کی قائل ہے، البتہ کچھ متقدمین اور بکثرت علماءِ عصر ایسی

صورت میں شہادت کو معتبر نہیں مانتے۔ بندہ کی ذاتی رائے یہ ہے کہ ایسے میں شہادت قبول کرنے کے لئے وہی شرط معتبر ہونی چاہئے جو مطلع صاف ہونے کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی جمِ غفیر کی شہادت" (ماٰخوذ از تبویب فتاوی جامعہ دارالعلوم کراچی، ۹۱۴/۲۹

(نیز اس مسئلہ سے متعلق مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: بحوث فی قضایا فقهية معاصرة، جلد:۲، ص: ۲۴۷، بحث رؤية الهلال)

۷۔۔۔) اس صورت میں عوام کو پہلے سے چاند نظر آنے کے امکان اور چاند نظر آنے کے متوقع مقام کے بارے میں بتایا جاسکتا ہے، البتہ چاند ہونے کا فیصلہ رؤیت پر ہی ہو گا۔

۸۔۔۔) سوال میں ذکر کردہ اصول کو تمام مہینوں پر یکساں طور پر لاگو کرنا درست نہیں ہے، بلکہ ان میں کچھ تفصیل ہے، جو درجِ ذیل ہے:

(الف) جیسا کہ ماقبل میں گزرا کہ مطلع ابر آلود ہونے کی صورت میں رمضان کا چاند ایک ثقہ مرد یا عورت کے خبر دینے سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرے مہینوں کے چاند کے لئے دو عادل مرد یا ایک عادل مرد اور دو عادل عورتوں کی گواہی ضروری ہے۔

(ب) رمضان وعیدین کے علاوہ باقی نو مہینوں کے چاند میں خواہ ابر ہو یا مطلع صاف ہو، دو مردوں یا ایک مرد دو عورتوں کی شہادت کافی ہے۔ جبکہ ہلالِ رمضان وعیدین میں مطلع صاف ہونے کی صورت میں جمِ غفیر کی شہادت ضروری ہے۔

دار الافتاء

فی حاشية ابن عابدين (٢ / ٣٩١):

(قوله: والأضحى كالفطر) أي ذو الحجة كشوال فلا يثبت بالغيم إلا برجلين أو رجل وامرأتين وفي الصحو لا بد من زيادة العدد على ما قدمناه وفي النوادر عن الإمام أنه كرمضان وصححه في التحفة، والأول ظاهر المذهب وصححه في الهداية وشروحها والتبيين فاختلف التصحيح وتأيد الأول بأنه المذهب بحر (قوله: وبقية الأشهر التسعة) فلا يقبل فيها إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول أحرار غير محدودين كما في سائر الأحكام بحر عن شرح مختصر الطحاوي للإمام الإسبيجابي، وذكر في الإمداد أنها في الصحو كرمضان والفطر أي فلا بد من الجمع العظيم ولم يعزه لأحد لكن قال الخير الرملي الظاهر أنه في الأهلة التسعة لا فرق بين الغيم والصحو في قبول الرجلين لفقد العلة الموجبة لاشتراط الجمع الكثير، وهي توجه الكل طالبين.

۱۰ ـــ) صورتِ مسئولہ میں اگر آپ کے ہاں (اوپر نمبر ۲ کے جواب میں ذکر کردہ چار طریقوں میں سے کسی طریقے سے) ساؤتھ افریقہ کی رؤیتِ ہلال کا ثبوت ہو جائے تو آپ اپنے ہاں ٹورنٹو میں مغرب سے قبل بھی اس کا اعلان کر سکتے ہیں۔ .... واللہ اعلم بالصواب

کلیم اللہ

بندہ کلیم اللہ عفی عنہ

دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی

۲۱۔ جمادی الاولیٰ۔ ۱۴۳۴ھ

۳۔ اپریل۔ ۲۰۱۳ء

الجواب صحیح

محمد رفیع عثمانی عفا اللہ عنہ

دارالافتاء دارالعلوم کراچی

۲۱/ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۴ھ

مفتی دارالعلوم کراچی

الجواب صحیح

۲۱-۵-۱۴۳۴ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالمنان عفی عنہ

۲۱/۵/۱۴۳۴ھ

الجواب صحیح

محمد یعقوب عفا اللہ عنہ

۲۱/۵/۱۴۳۴ھ

نائب مفتی دارالعلوم کراچی

دارالافتاء

فتویٰ نمبر ۱۲/۱۵۲۱

۲۱/۵/۳۴ھ

۳/۴/۲۰۱۳ء

পাঠকবৃন্দের সুবিধার্থে এখানে দুটি ফাতওয়ার কিছু অংশের অনুবাদ করে দিচ্ছি।

(১) দক্ষিণ আফ্রিকার দারুল উলুম জাকারিয়ার দারুল ইফতা থেকে মুফতি রিজাউল হক ও মুফতি ইলিয়াস শাইখ সাহেবের দেয়া ফাতওয়া এর কিছু অংশের অনুবাদ:

"প্রধানত শক্তিশালী মতামত (জাহির আল রিওয়ায়াত বা predominantly strong view) এর মূল কথা অনুযায়ী কানাডার মানুষ কাছের বা দূরের দেশের চাঁদ দেখার নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য গ্রহন করতে পারে। এর জন্য আপনাদের মত জ্ঞানী মানুষদের কাছে শরীয়াহ এর প্রমানাদির তালিকা দেয়ার প্রয়োজন নেই, যেখানে প্রমানাদি আপনাদের সামনে সুস্পষ্ট। তারপরও আমরা সামান্য কিছু এখানে দিচ্ছি।

> "শামসুল আইম্মা ইমাম আল হালওয়ানী (রঃ) এর মতে চাঁদের উদয়স্হলের ভিন্নতা বিবেচ্য নয়" (উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(শরহে তুহফাত আল মুলুক লি মুহাম্মদ বিন আব্দুল লতিফ আল মারুফ বি ইবনে আল মালাক, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১২৬৪)]
>
> মাজমা উল আনহারে লিখিত হয়েছে, "এটাই মতামত এবং এর উপরেই ফাতওয়া" (উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(মাজমা উল আনহার খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯১)]
>
> "যদি চাঁদ দেখার সংবাদ সঠিক পদ্ধতিতে প্রতীয়মান হয় তবে পশ্চিম অঞ্চলের মানুষের চাঁদ দেখা (অনুযায়ী আমল করা) পূর্ব অঞ্চলের মানুষের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য"। (উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(আত তাহতাবী আলা আদ্দূর, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪৯)]

এই দৃষ্টিকোন থেকে নিশ্চয়ই আপনারা কাছের অথবা দূরের দেশের সঠিক সংবাদ গ্রহন করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন"। (মুফতি রিজাউল হক ও মুফতি ইলিয়াস শাইখের দেয়া ফাতওয়ার উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে অনুবাদ করে দেয়া হল)

(২) হায়দারাবাদের মাহাদ আল আলি আল ইসলামী থেকে মুফতি খালিদ সাইফুল্লাহ আল রাহমানী সাহেবের দেয়া ফাতওয়া এর কিছু অংশের অনুবাদ:

"কোথাও নতুন চাঁদ দেখা গেলে তা পুরো বিশ্বের জন্য যথেষ্ঠ। এটাই অধিকাংশ (জমহুর) স্কলারদের (উলামা ও ফকীহদের) মতামত

> **“অধিকাংশ (জমহুর) ফকীহদের মতামত হচ্ছে চাঁদের উদয়স্হলের ভিন্নতা (অর্থাৎ স্হানীয় ভাবে প্রত্যেক জায়গায় আলাদা চাঁদের হিসাব) গ্রহনীয় নয়” [(আল মাউজু আল ফিকহিয়্যা, পৃষ্ঠ ৩৫)]**

এটাই (ফিকাহ শাস্ত্রের ইমাম) ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর প্রধান মতামত। (ফিকাহ শাস্ত্রের ইমাম) ইমাম হাছকাফী, ইমাম নাসাফী এবং ইমাম নুজাইম আল মাসরী এর বর্ণনা দিয়ে লিখিত হয়েছে,

> **“চাঁদের উদয় স্হলের ভিন্নতা বিবেচ্য নয়। সুতরাং যদি এক শহরের মানুষ চাঁদ দেখে, যখন অন্য শহরের মানুষ চাঁদ দেখেনি, এমতাবস্হায় চাঁদ দেখার সংবাদটি সঠিকভাবে প্রতির্ষ্ঠিত হলে যারা চাঁদ দেখেছে তাদের কারনে অন্যদের রোযা রাখা জরুরী হবে । সুতরাং পশ্চিমের অধিবাসীদের চাঁদ দেখা পূর্বের অধিবাসীদের জন্যও প্রযোজ্য হবে”। (উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল) [(রদ্দুল মুহতার, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৬৩, ৩৬৪) (দুর্রুল মুখতার, পৃষ্ঠা ১৪৩–১৪৫)]**

(মুফতি খালিদ সাইফুল্লাহ আল রাহমানী সাহেবের দেয়া ফাতওয়ার উদ্ধৃতি এপর্যন্তই এখানে অনুবাদ করে দেয়া হল)

ভৌগোলিক জ্ঞান সংশ্লিষ্ট কিছু প্রশ্ন এবং তার জবাব

এখানে কিছু প্রশ্নের উদয় হতে পারে। ঐ সব প্রাসংঙ্গিক প্রশ্নাবলীর জবাব শ্রদ্ধেয় ড. মুফতী মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান সাহেবের লেখা "রোযা ঈদ কুরবানী সহ চাঁদের তারিখ নির্ভর সকল ইবাদাত পালনে দেশে দেশে ভিন্নতা! কেন?" এই বইটির আলোকে নিম্নে আলোচনা করা হল–

(১) যদি প্রশ্ন করা হয়, পৃথিবীর সকল জায়গায় একই সঙ্গে দিন ও রাত হয়না। বরং এক স্থানে যখন রাত অন্য স্থানে তখন দিন। তাহলে কুরআন, সুন্নাহ এবং ফিকহের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একই দিনে সমগ্র বিশ্বে রোযা, শবে কদর, ঈদ, আরাফা, কুরবানী, ইত্যাদি ইবাদাত পালন করা কীভাবে সম্ভব?

জবাব: এই প্রশ্নের জবাবটি পুরোপুরি ভৌগলিক জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। তাই এ প্রশ্নের জবাব জানার পূর্বে ভৌগলিক কিছু ধারণা অর্জন একান্তই দরকার। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই জানা প্রয়োজন, প্রতি চান্দ্র মাসের নতুন চাঁদ সকল সময় পৃথিবীর কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে দৃষ্টি গোচর হবে? না কি বিভিন্ন মাসের চাঁদ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দেখো যাবে?

নুতন চাঁদ পৃথিবীর কোন অঞ্চলে সর্বপ্রথম দেখা যাবে আমাদেরকে সর্বাগ্রে সে ব্যাপারে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ বিষয়ে ভৌগলিক গবেষণার ফলাফল হলো প্রতি চান্দ্র মাসের ১ তারিখের চাঁদ সব সময়ই সর্বপ্রথম মধ্য প্রাচ্যের কোন না কোন দেশে দৃষ্টিগোচর হবে। কারণ চান্দ্র মাসের প্রথম দিনে চাঁদ এবং সূর্য প্রায় একই সময়ে পূর্ব দিগন্তে (জাপানে) উদিত হয়। এবং উদয় স্থলের পূর্ণ বিপরীত মেরুতে (দক্ষিণ–পশ্চিম আটলান্টিকে) সূর্য অস্ত যাওয়ার প্রায় ৪৯ মিনিট পরে চাঁদ অস্ত যায়। অর্থাৎ সর্ব পশ্চিম দিগন্তে প্রথম তারিখের চাঁদ সূর্য অস্ত যাওয়ার পরেও প্রায় ৪৯ মিনিট আকাশে থাকে। এ সময় সূর্যাস্তের পর দিগন্তে চাঁদের যে কিঞ্চিত অংশটুকু সূর্যের আলোয় প্রতিফলিত হয় তাকেই আমরা নুতন চাঁদ হিসেবে দেখি। প্রথম দিনের চাঁদ সূর্যের ৪৯ মিনিট পরে অস্ত যায় বলেই ২য় দিনের চাঁদ সূর্য উদয়ের ৪৯ মিনিট বিলম্বে পূর্বাকাশে উদিত হয়। কারণ আকাশের যে দিগন্ত রেখা আটলান্টিকের জন্য অস্তস্থল, আবার সে দিগন্ত রেখাই জাপানের জন্য উদয়স্থল। এভাবে প্রতি দিনই উদয়ের বিলম্বতায় ৪৯ মিনিট করে যুক্ত হতে থাকে। একারণেই

২৯ দিনে চাঁদকে ২৯টি স্থানে উদয় হতে দেখা যায়। আবার সাড়ে ২৯ দিন পরে চাঁদ ২৪ ঘন্টা ঘুরে এসে পরবর্তী চন্দ্র মাসের ১ তারিখে আবার নুতন করে সূর্যের সঙ্গে প্রায় একই সময় উদিত হয়। গবেষণালব্ধ আলোচিত তথ্যগুলোকে সঠিক প্রমাণিত করছে এ হিসেবটি।

প্রতি দিনের চাঁদ উদয়ে বিলম্ব ঘটে ৪৯ মিনিট। প্রতি চান্দ্র মাসের পরিধি হচ্ছে সাড়ে ২৯ দিন ৬০ মিনিট = ১ ঘন্টা। সুতরাং (৪৯ X ২৯১/২ দিন / ৬০ মিনিট) = ২৪ ঘন্টা। এভাবেই প্রতি সাড়ে ২৯ দিনে চাঁদ ২৪ ঘন্টা সময় অতিক্রম করে পরবর্তী চান্দ্র মাসের ১ তারিখে আবার পূর্বের স্থানে সূর্য উদয়ের সমান সময়ে উদিত হয়।

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, জাপান ও আটলান্টিকের মধ্যকার ১৮০ ডিগ্রী পথ অতিক্রম করতে সূর্য ও চাঁদ অস্ত যাওয়ার মধ্যে ব্যবধান হয় ৪৯ মিনিট।

ভৌগলিক ভাবে প্রমাণিত যে, গ্রীনিচমান সময়ের (GMT) দিক থেকে পৃথিবীর সর্ব প্রথম সূর্য উদয়ের দেশ জাপান। যার ভৌগলিক অবস্থান ১৪২ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ৩৭.৫ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ। এ উদয় স্থল হিসেবে পূর্ণ বিপরীত মেরুর অস্তস্থল হল দক্ষিণ পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগর। যার ভৌগলিক অবস্থান ৩৮ ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ এবং ৩৭.৫ দক্ষিণ অক্ষাংশ। এ উদয় ও অস্ত স্থলের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ১২ ঘন্টা এবং অবস্থানগত দূরত্ব ১৮০ ডিগ্রী। কারণ প্রতি ১ ডিগ্রীতে সময়ের ব্যবধান ৪ মিনিট।

চান্দ্র মাসের ১ তারিখে চাঁদ ও সূর্য প্রায় একই সময়ে জাপানে উদিত হয়ে ১৮০ ডিগ্রী পথ অতিক্রম করে সন্ধ্যায় সূর্য যখন আটলান্টিকে অস্ত যায়, চাঁদ তার পরেও আটলান্টিকের আকাশে থাকে প্রায় ৪৯ মিনিট। ১৮০ ডিগ্রী পথ অতিক্রম করতে যদি সূর্য ও চাঁদের অস্ত যাওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান হয় ৪৯ মিনিট তাহলে এর অর্ধেক পথ অর্থাৎ ৯০ ডিগ্রী পথ অতিক্রম করতে সূর্য ও চাঁদের অস্ত যাওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান হবে সাড়ে ২৪ মিনিট। মধ্য প্রাচ্যের (ইয়েমেন, রিয়াদ ও বাগদাদ) অবস্থান ৪৫ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে হওয়ায় উদয় স্থল জাপান ও অস্ত স্থল আটলান্টিকের সঙ্গে মধ্য প্রাচ্যের ভৌগলিক অবস্থানের ব্যবধান ৯০ ডিগ্রী। যে কারণে মধ্য প্রাচ্যে যখন সূর্যাস্ত হয় তার পরেও চান্দ্র মাসের ১ তারিখের চাঁদ মধ্য প্রাচ্যের আকাশে থাকে ২০ থেকে ২৫ মিনিট। ফলে চান্দ্র মাসের ১ তারিখের চাঁদ সকল সময়ে সর্বপ্রথম মধ্য প্রাচ্যেই দৃষ্টি গোচর হবে। এবং ক্রমান্বয়ে পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ সমূহে সূর্যাস্তের পরে চাঁদের স্থায়িত্ব আকাশে বেশি সময় থাকবে। যার ফলে চান্দ্র মাসের ১ তারিখে ঐ সকল পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশে চাঁদ ক্রমান্বয়ে বেশী সময় ধরে

দেখা যাবে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য থেকে পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহ ক্রমান্বয়ে উদয় স্থলের নিকটবর্তী হওয়ায় সূর্যাস্তের পরে এখানকার আকাশে ১ তারিখের চাঁদের স্থায়িত্ব কম সময় থাকে এবং চাঁদ দিগন্তে আকাশে কম উঁচুতে থাকে বলেই উদয়স্থলের নিকটবর্তী দেশ সমূহ পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, চীন বা জাপানে কখনই চান্দ্র মাসের ১ তারিখের চাঁদ দেখা যাবে না।

উল্লেখিত ভৌগলিক গবেষণার আলোচনায় প্রমাণিত যে, প্রতি চান্দ্র মাসের ১ তারিখের চাঁদ সব সময় সর্বপ্রথম মধ্যপ্রাচ্যের কোন না কোন দেশে দেখা যাবে।

আর তারপরেও যদি অন্য কোথাও চাঁদ দেখা যায় অর্থাৎ বিশ্বের যেখানেই আগে চাঁদ দেখা যাক না কেন সেই অনুযায়ী সারা বিশ্ব বাসীকে একই বারে/দিনে আমল করতে হবে, যা আমরা আগে আলোচনা করেছি।

যেহেতু প্রমাণিত যে, নুতন চাঁদ সকল সময়ই মধ্য প্রাচ্যের যে কোন দেশে সর্ব প্রথম দৃষ্টি গোচর হবে। তাই মধ্যপ্রাচ্যের স্থানীয় সময়ের সবচেয়ে বেশী অগ্রগামী সময়ের দেশ জাপানবাসীর জন্য ১ম তারিখের রোযা রাখার সম্ভাব্যতা সর্বাধিক প্রশ্ন সাপেক্ষ। কিন্তু গবেষণায় সুপ্রমাণিত যে, ঐ দিন জাপানবাসীর জন্যও রোযা রাখা সম্ভব। যেমন বছরের সবচেয়ে ছোট রাত জুলাই মাসকেও যদি আলোচনায় আনা হয় তবে দেখা যাবে, জুলাই মাসে সর্ব শেষ সূর্যাস্ত হয় ৬টা ৫৫ মিনিটে। তাহলে মধ্য প্রাচ্যে সূর্যাস্তের পর পর সন্ধ্যা ৭টায় নুতন চাঁদ দেখা গেল। ঐ সময় পৃথিবীর সর্বপূর্ব স্থান জাপানে রাত ১টা ২৮ মিনিট। কারণ মধ্যপ্রাচ্য ও জাপানের মধ্যে অবস্থানগত দূরত্ব ৯৭ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। ফলে স্থানীয় সময় মধ্য প্রাচ্যের স্থানীয় সময়ের চেয়ে ৬ঘন্টা ২৮মিনিট অগ্রগামী। তাহলে ফলাফল দাড়াল মধ্য প্রাচ্যে সন্ধ্যা ৭টায় চাঁদ দেখা গেলে জাপানে সে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছতেছে রাত ১টা ২৮ মিনিটে। অথচ জুলাই মাসে সাহরী খাওয়ার সর্বনিম্ন সময় হলো ৩টা ৪৩ মিনিট। তাহলে জাপানবাসী চাঁদ উদয়ে সংবাদ পাওয়ার পরেও রোযা রাখতে সাহরী খাওয়ার জন্য সময় পাচ্ছেন প্রায় ২ ঘন্টা ১৫ মিনিট। যা সাহরীর জন্য কোন বিবেচনায়-ই অপ্রতুল নয়। উপরন্তু ঐ সময়ের মধ্যে তারাবীর নামায আদায় করাও সম্ভব। আর পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশের জন্য আমল করা কোন ভাবেই কষ্টকর নয়। কারণ যত পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশের দিকে আসা হবে তারা চাঁদ উদয়ের সংবাদের পরে সাহরী খাওয়ার জন্য ততবেশী সময় পাবে।

(২) যদি প্রশ্ন করা হয়, আমরা বাংলাদেশে যখন ইফতার করি তখন আমেরিকায় ভোর, আবার আমরা যখন সাহরী খাই তখন আমেরিকায় বিকাল, তাহলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে একই দিনে আমল করা কি করে সম্ভব?

জবাব: অত্র পশ্নের উত্তর বুঝার জন্য দু'টি মৌলিক বিষয় গভীর ভাবে স্মরণ রাখতে হবে। এক: চাঁদের তারিখ সংশ্লিষ্ট আমলগুলো সমগ্র পৃথিবীতে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবেনা। বরং একই দিনে (অর্থাৎ শুক্র, শনি, রবি----------বুধ বা বৃহস্পতিবারে) এবং একই তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। দুই: যেহেতু সব সময়েই মধ্যপ্রাচ্যের কোন না কোন দেশে সর্বপ্রথম নুতন চাঁদ দেখা যাবে তাই চাঁদের তারিখ নির্ভর সকল ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে কোন দেশের সময়ের হিসেব মধ্যপ্রাচ্যের স্থানীয় সময়ের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। বাংলাদেশ বা অন্য কোন দেশের সময়ের সঙ্গে নয়।

তাহলে মনে করা যাক, বৃহস্পতিবার দিবাগত সন্ধ্যা ৭টায় মধ্য প্রাচ্যে পবিত্র রমযানের চাঁদ দেখা গেল এবং প্রমাণিত হল শুক্রবার পহেলা রমযান। এখন সমগ্র বিশ্বে পহেলা রমযান হিসেবে শুক্রবারে প্রথম রোযা রাখা যায় কিনা এটাই মূল বিবেচনার বিষয়।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় যখন মধ্য প্রাচ্যে চাঁদ দেখা গেল তখন ঐ চাঁদ দেখার সংবাদ ১৪২ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত সর্বপ্রথম সূর্যোদয়ের দেশ জাপানে পৌঁছবে জাপানের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টা ২৮মিনিটে। অথচ সাহরীর সর্বশেষ সময় সীমা কখনই ৩টা ৪৩মিনিটের নিম্নে আসেনা। তাহলে জাপানবাসী বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে চাঁদ উদয়ের সংবাদ শুনে শুক্রবারে রোযা রাখার জন্য সাহরী খেতে সময় পাচ্ছেন (৩:৪৩মিঃ - ১:২৮মিঃ) ২ঘন্টা ১৫মিনিট। এমনিভাবে ১২০ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দেশ ইন্দোনেশিয়ার সুমবা, ফ্লোরেস, ফিলিপাইন, তাইওয়ান, চীনের শেংইয়াং, হাইলার, ইনহো, রাশিয়ার টালুমা, খরিনটস্কি, সুখানা এবং অলিনেক অঞ্চলে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টায়। ফলে বছরের সব চেয়ে ছোট রাতেও চাঁদ উদয়ের সংবাদ পাবার পরে শুক্রবার পহেলা রমযানের রোযা রাখতে সাহরী খাওয়ার জন্যে তারা সময় পাবে ৩ ঘন্টা ৪৩ মিনিট। অতএব তাদের জন্যে শুক্রবার রোযা রাখা সম্ভব। এরপরে ১০৫ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দেশ তেলাকবেটং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, লাওস, চীনের ইপিং, চেংটু, মোঙ্গলিয়া এবং রাশিয়ার মধ্য সাইবেরিয়ান অঞ্চলে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত

১১টায়। ফলে তারাবীহ ও সাহরীর জন্যে তারা সময় পাবে ৪ ঘন্টা ৪৩ মিনিট। তারপরে ৯০ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দেশ বাংলাদেশ, ভুটান, চীনের লাসা, টুরপান, ফাইয়ুন, রাশিয়ার আবাজা অচিনিস্ক, নগিনস্কি অঞ্চলে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১০টায়। ফলে তারাবীহ ও সাহরীর জন্যে তারা সময় পাবে ৫ ঘন্টা ৪৩ মিনিট এভাবে ৭৫ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত দেশ ভারতের দিল্লী, কাশ্মীর, কিরগিজিয়া, পূর্বপাকিস্তানে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে ঐরাত ৯টায় এবং ৬০ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত দেশ পাকিস্তানের করাচী, আফগানিস্তান, পূর্ব ইরান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তানে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে ওখানকার স্থানীয় সময় রাত ৮টায়। তাহলে প্রমাণিত হল মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে জাপান পর্যন্ত পূর্ব গোলার্ধের সকল দেশে শুক্রবার রমজান মাসের প্রথম রোযা বা পহেলা রমযানের রোযা রাখা সম্পূর্ণ সম্ভব।

এবার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ নিয়ে আলোচনা করা যাক। ৪৫ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্যে যখন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় রমযানের চাঁদ দেখা গেল তখন ৩০ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দেশ দক্ষিন আফ্রিকার ডারবান, জিম্বাবুই, জাম্বিয়ার বেলা, তানজানিয়ার বরুনডি, সুদান, মিসর, তুরস্কের বুরসা, ইউক্রেন এবং রাশিয়ার লেলিন গ্রাদ ইত্যাদি অঞ্চলে উক্ত চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে ঐ অঞ্চল সমূহের স্থানীয় সময় বিকাল ৬টায়। ফলে চাঁদ উদয়ের সংবাদ পাবার পরে শুক্রবার ১ লা রমযানের প্রথম রোযা রাখতে তারা সময় পাবেন ৯ ঘন্টা ৪৩ মিনিট। এমনি ভাবে ১৫ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দেশ সমূহে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টায়। ০ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দেশ টগো, মালি, আলজেরিয়ার রেগান, ওরান, স্পেনের ভ্যালেনসিয়া, ফ্রান্সের বদৌস ও প্যারিস এবং লন্ডন অঞ্চল সমূহে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায়। আরো পশ্চিমে ১৫ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দেশ সেনেগাল, মৌরতানিয়ার নৌয়াকচট, পশ্চিম সাহারা, পূর্ব আইসল্যান্ড ইত্যাদি অঞ্চলে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায়। এমনি করে ৩০ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমায় দুপুর ২টায়, ৪৫ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমায় দুপুর ১টায়, ৬০ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে পূর্ব আর্জেটিনায়, প্যারাগুয়ে, মধ্য ব্রাজিলে, পূর্ব ভেনিজুয়েলায়, পূর্ব কানাডায় এবং পশ্চিম গ্রীনল্যান্ডে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায়। এমনি করে ৭৫ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমায় সংবাদ পৌঁছবে বেলা ১১টায়। ৯০ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমায় সংবাদ পৌঁছবে বেলা ১০টায়। ১০৫ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমার দেশ সমূহ মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্রের আলবুকুয়ার্ক, ডেনভার, সিয়েন, মাইলস্ সিটি এবং মধ্য কানাডীয় অঞ্চলে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে এসব অঞ্চলের স্থানীয় সময়

বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায়। এমনি ভাবে সর্বশেষ ১৮০ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমার দেশ যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, আলিউটিয়ান দ্বীপপুঞ্জে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে সেখানের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ভোর ৪টায়। এবং উল্লেখিত সকল দ্রাঘিমায় অবস্থিত দেশ সমূহের অধিবাসীরা জানবে যে, মধ্য প্রাচ্যে বৃহস্পতিবার দিবাগত সন্ধ্যা ৭টায় নুতন চাঁদ দেখার কারণে পহেলা রমযান হচ্ছে শুক্রবার।

অতএব মধ্যপ্রাচ্য থেকে পশ্চিম দ্রাঘিমার দেশগুলো যথাক্রমে বৃহস্পতিবার দিনের অংশ ও পূর্ণদিন অতিক্রমের পরে স্থানীয় ভাবে যে দেশে যখন শুক্রবার শুরু হবে সে দেশে তখন শুক্রবারে পহেলা রমজানের প্রথম রোযা পালন করবে। তাহলে প্রমাণিত হল মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে পশ্চিম গোলার্ধের সকল দেশে শুক্রবার রমজান মাসের প্রথম রোযা বা পহেলা রমজানের রোযা করা সম্পূর্ণ সম্ভব।

উল্লেখিত আলোচনার সারকথা হলো শুক্রবার দিবসটি জাপানে শুরু হবে মধ্যে প্রাচ্যের ৬ঘন্টা ২৮মিনিট পূর্বে এবং পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হবে মধ্য প্রাচ্যের স্থানীয় সময়ের ১৫ঘন্টা পরে। কিন্তু দিন একটিই তাহল শুক্রবার। তবে উভয় স্থানে দিন ও তারিখ হবে অভিন্ন। অতএব জাপানে শুক্রবারের রোযা শুরু হবে পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের ২৩ঘন্টা পূর্বে। আবার পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে রোযা শুরু হবে জাপানের স্থানীয় সময়ের ২৩ঘন্টা পরে। যেমন আমাদের বাংলাদেশে আমরা রোযা রাখলাম শুক্রবার। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে সাহরীর শেষ সময় যদি হয় ৪টা ৩০মিনিট, তবে রাজশাহীতে সাহরীর শেষ সময় হবে আরো ১৩ মিনিট পরে অর্থাৎ ৪টা ৫৩ মিনিট। তাহলে বাংলাদেশে শুক্রবারের রোযা পার্বত্য চট্টগ্রামে শুরু হল ১৩ মিনিট পূর্বে এবং রাজশাহীতে শুরু হল ১৩ মিনিট পরে। ঠিক তেমনি সমগ্র পৃথিবীতে রোযা শুরু ও শেষ হওয়ার সময় স্থানীয় সময় অনুপাতে আগ-পিছ হলেও রমজান মাসের রোযা শুরুর দিনের বার ও তারিখ হবে সারা পৃথিবীতে অভিন্ন বা একই। অতএব সমগ্র পৃথিবীতে একই বার ও তারিখে রমজান মাসের প্রথম রোযা শুরু করা সম্পূর্ণ সম্ভব।

এবার আসুন ঈদুল ফিতরের হিসাব করি। ঠিক একই ভাবে, মনে করা যাক, বৃহস্পতিবার দিবাগত সন্ধ্যা ৭টায় মধ্য প্রাচ্যে পবিত্র ঈদের চাঁদ দেখা গেল এবং প্রমাণিত হল শুক্রবার ঈদ। এখন সমগ্র বিশ্বে পহেলা শাওয়াল হিসেবে শুক্রবারে ঈদ করা যায় কিনা এটাই মূল বিবেচনার বিষয়।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় যখন মধ্য প্রাচ্যে চাঁদ দেখা গেল তখন ঐ চাঁদ দেখার সংবাদ ১৪২ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত সর্বপ্রথম সূর্যোদয়ের দেশ জাপানে পৌঁছবে জাপানের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টা ২৮মিনিটে। তাহলে জাপানবাসী বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে চাঁদ উদয়ের সংবাদ শুনে শুক্রবারে ঈদ করবে।

এমনিভাবে ১২০ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দেশ ইন্দোনেশিয়ার সুমবা, ফ্লোরেস, ফিলিপাইন, তাইওয়ান, চীনের শেংইয়াং, হাইলার, ইনহো, রাশিয়ার টালুমা, খরিনটস্কি, সুখানা এবং অলিনেক অঞ্চলে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টায়। ফলে বছরের সব চেয়ে ছোট রাতেও চাঁদ উদয়ের সংবাদ পাবার পরে শুক্রবার ঈদ করতে পারবে। অতএব তাদের জন্যে শুক্রবার ঈদ করা সম্ভব। এরপরে ১০৫ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দেশ তেলাকবেটং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, লাওস, চীনের ইপিং, চেংটু, মোঙ্গলিয়া এবং রাশিয়ার মধ্য সাইবেরিয়ান অঞ্চলে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১১টায়। তারপরে ৯০ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দেশ বাংলাদেশ, ভুটান, চীনের লাসা, টুরপান, ফাইয়ুন, রাশিয়ার আবাজা অচিনিস্ক, নগিনস্কি অঞ্চলে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১০টায়। এভাবে ৭৫ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত দেশ ভারতের দিল্লী, কাশ্মীর, কিরগিজিয়া, পূর্বপাকিস্তানে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে ঐরাত ৯টায় এবং ৬০ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত দেশ পাকিস্তানের করাচী, আফগানিস্তান, পূর্ব ইরান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তানে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে ওখানকার স্থানীয় সময় রাত ৮টায়। তাহলে প্রমাণিত হল মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে জাপান পর্যন্ত পূর্ব গোলার্ধের সকল দেশে শুক্রবার পহেলা শাওয়াল ঈদ করা সম্পূর্ণ সম্ভব।

এবার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ নিয়ে আলোচনা করা যাক। ৪৫ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্যে যখন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় ঈদের চাঁদ দেখা গেল তখন ৩০ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দেশ দক্ষিন আফ্রিকার ডারবান, জিম্বাবুই, জাম্বিয়ার বেলা, তানজানিয়ার বরুনডি, সুদান, মিসর, তুরস্কের বুরসা, ইউক্রেন এবং রাশিয়ার লেলিন গ্রাদ ইত্যাদি অঞ্চলে উক্ত চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে ঐ অঞ্চল সমূহের স্থানীয় সময় বিকাল ৬টায়। ফলে চাঁদ উদয়ের সংবাদ পাবার পরে শুক্রবার ১ লা শাওয়াল ঈদ করবেন । এমনি ভাবে ১৫ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দেশ সমূহে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টায়। ০ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দেশ টগো, মালি, আলজেরিয়ার রেগান, ওরান, স্পেনের

ভ্যালেনসিয়া, ফ্রান্সের বদৌস ও প্যারিস এবং লন্ডন অঞ্চল সমূহে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায়। আরো পশ্চিমে ১৫ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দেশ সেনেগাল, মৌরতানিয়ার নৌয়াকচট, পশ্চিম সাহারা, পূর্ব আইসল্যান্ড ইত্যাদি অঞ্চলে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায়। এমনি করে ৩০ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমায় দুপুর ২টায়, ৪৫ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমায় দুপুর ১টায়, ৬০ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে পূর্ব আর্জেন্টিনায়, প্যারাগুয়ে, মধ্য ব্রাজিলে, পূর্ব ভেনিজুয়েলায়, পূর্ব কানাডায় এবং পশ্চিম গ্রীনল্যান্ডে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায়। এমনি করে ৭৫ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমায় সংবাদ পৌঁছবে বেলা ১১টায়। ৯০ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমায় সংবাদ পৌঁছবে বেলা ১০টায়। ১০৫ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমার দেশ সমূহ মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্রের আলবুকুয়ার্ক, ডেনভার, সিয়েন, মাইলস্ সিটি এবং মধ্য কানাডীয় অঞ্চলে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে এসব অঞ্চলের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায়। এমনি ভাবে সর্বশেষ ১৮০ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমার দেশ যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, আলিউটিয়ান দ্বীপপুঞ্জে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে সেখানের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ভোর ৪টায়। এবং উল্লেখিত সকল দ্রাঘিমায় অবস্থিত দেশ সমূহের অধিবাসীরা জানবে যে, মধ্য প্রাচ্যে বৃহস্পতিবার দিবাগত সন্ধ্যা ৭টায় নুতন চাঁদ দেখার কারণে পহেলা শাওয়াল ঈদ হচ্ছে শুক্রবার।

অতএব মধ্যপ্রাচ্য থেকে পশ্চিম দ্রাঘিমার দেশগুলো যথাক্রমে বৃহস্পতিবার দিনের অংশ ও পূর্ণদিন অতিক্রমের পরে স্থানীয় ভাবে যে দেশে যখন শুক্রবার শুরু হবে সে দেশে তখন শুক্রবারে পহেলা শাওয়াল ঈদ পালন করবে। তাহলে প্রমাণিত হল মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে পশ্চিম গোলার্ধের সকল দেশে শুক্রবার পহেলা শাওয়াল ঈদ করা সম্পূর্ণ সম্ভব।

উল্লেখিত আলোচনার সারকথা হলো শুক্রবার দিবসটি জাপানে শুরু হবে মধ্যে প্রাচ্যের ৬ঘন্টা ২৮মিনিট পূর্বে এবং পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হবে মধ্য প্রাচ্যের স্থানীয় সময়ের ১৫ঘন্টা পরে। কিন্তু দিন একটিই তাহল শুক্রবার। তবে উভয় স্থানে দিন ও তারিখ হবে অভিন্ন। অতএব জাপানে শুক্রবারের ঈদ শুরু হবে পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের ২৩ঘন্টা পূর্বে। আবার পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে ঈদ শুরু হবে জাপানের স্থানীয় সময়ের ২৩ঘন্টা পরে। সমগ্র পৃথিবীতে ঈদ শুরু ও শেষ হওয়ার সময় স্থানীয় সময় অনুপাতে আগ-পিছ হলেও ঈদের দিনের বার ও তারিখ হবে সারা পৃথিবীতে একই। অতএব সমগ্র পৃথিবীতে একই বার ও তারিখে ঈদ করা সম্পূর্ণ সম্ভব।

সারা পৃথিবীতে একই সময়ে নামাজের ওয়াক্ত হয়না তাহলে একই দিনে রমজান মাস শুরু হবে কিভাবে?

এই প্রশ্নে দুটি দিক রয়েছে।

(১) “একই সময়ে” আর “একই দিনে” এর তুলনা করা হয়েছে।

(২) নামাজের ওয়াক্তের সাথে রমজান মাস শুরুর তুলনা করা হয়েছে

নিম্নে এ দুইটি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

একই সময়ে আর একই দিনে কথাটির পার্থক্য

এখানে "একই সময়" আর "একই দিনে" কথাটির পার্থক্য বুঝতে হবে। "একই সময়" অর্থ একই সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা । আর "একই দিনে" অর্থ "একই বারে" যেমন শনিবার, রবিবার, সোমবার। আমরা কখনোই বলিনি সারা পৃথিবীতে রোজা "একই সময়ে" রাখতে হবে । আমরা বলেছি সারা পৃথিবীতে রোজা "একই দিনে" রাখতে হবে।

সারা পৃথিবীতে নামাজ যেমন "একই সময়ে" (সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা) পড়া যায়না, সারা পৃথিবীতে রোজাও তেমনি "একই সময়ে" রাখা যাবে না।

কিন্তু সারা পৃথিবীতে নামাজ "একই দিনে" পড়তে হয়। যেমন জুম্মার নামাজ সারা পৃথিবীতে একই দিনে (শুক্রবারে) পড়তে হয়। ঠিক তেমনিভাবে সারা পৃথিবীতে রোজা "একই দিনে" রাখতে হবে।

সারা পৃথিবীতে	একই সময়ে	নামাজ পড়া যায়না
সারা পৃথিবীতে	একই সময়ে	রোজা রাখা যায়না বা সাহরী করা যায়না
সারা পৃথিবীতে	একই সময়ে	ইফতার করা যায়না

সারা পৃথিবীতে	একই দিনে	নামাজ পড়তে হয় যেমন জুম্মার নামাজ শুক্রবারে পড়তে হয়
সারা পৃথিবীতে	একই দিনে	রোজা রাখতে হয়
সারা পৃথিবীতে	একই দিনে	ঈদ করতে হয়

সারা পৃথিবীতে জুম্মার নামাজের ওয়াক্ত যেমন একই সময়ে হয়না, সারা পৃথিবীতে ঈদের নামাজের ওয়াক্তও একই সময়ে হয়না।

সারা পৃথিবীতে জুম্মার নামাজের ওয়াক্তের বা সময়ের পার্থক্য বজায় রেখেই জুম্মার নামাজ যেমন একই দিনে আদায় করতে হয় তেমনি সারা পৃথিবীতে ঈদের নামাজের ওয়াক্তের পার্থক্য বজায় রেখেই ঈদের নামাজ ও একই দিনে বা বারে (যেমন শুক্র শনি রবি -----বৃহ:) আদায় করতে হবে।

নামাজের ওয়াক্তের সাথে রমজান মাস শুরুর তুলনা সঠিক নয়

নামাজের ওয়াক্ত, সাহরী এবং ইফতার সূর্যের সাথে সম্পর্কিত, চাঁদের সাথে নয়। যেমন ইফতার করতে হয় সূর্য ডোবার পর, চাঁদ ডোবার পর নয়। একইভাবে মাগরিব পড়তে হয় সূর্য ডোবার পর, চাঁদ ডোবার পর নয়। জুম্মার ওয়াক্ত যেমন সূর্য অনুযায়ী হয় ঈদের নামাজের ওয়াক্তও তেমনি সূর্য অনুযায়ী হয়। সাহরী, ইফতার ও নামাজের ওয়াক্ত চাঁদ অনুযায়ী হয়না, চাঁদের সাথে এগুলির আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং সাহরী, ইফতার ও নামাজের ওয়াক্ত হয় সূর্য অনুযায়ী।

কিন্তু প্রতি আরবী মাসের প্রথম তারিখ নির্ধারিত হয় চাঁদ অনুযায়ী। রমজান মাসের প্রথম তারিখ নির্ধারণ সূর্য উঠার দ্বারা হয় না বরং রমজানের চাঁদ দেখার দ্বারা হয়। তেমনি শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ বা ঈদুল ফিতরের তারিখ নির্ধারণ ও সূর্য উঠার দ্বারা হয়না বরং ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখার দ্বারা হয়। রমজান মাস কবে থেকে শুরু হবে তার সাথে সূর্যের কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং রমজান মাস শুরু হওয়া চাঁদের সাথে সম্পর্কিত, ঈদ হওয়াটাও চাঁদের সাথে সম্পর্কিত ।

কাজেই সূর্যের সাথে সম্পর্কিত নামাজের ওয়াক্ত আর চাঁদের সাথে সম্পর্কিত রমজান মাস শুরু হওয়া এই দুইটির তুলনা যুক্তিযুক্ত নয়। সূর্য ও চাঁদের হিসাব আলাদা

যারা নিজ নিজ দেশের চাঁদ অনুযায়ী রোজা ও ঈদ পালন করে থাকেন তাদের দলীল ও তাঁর জবাব

হাদিসে কুরাইব (রাঃ)

বর্তমানে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে সমাজে প্রচলিত এলাকা ভিত্তিক আমলকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম হাদিসে কুরাইব (রাঃ) নামে প্রসিদ্ধ একটি হাদীসকে দলীল পেশ করেন। উক্ত হাদিসটি নিম্নরূপঃ

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে: উম্মুল ফাযল বিনতুল হারিছ তাকে (কুরাইব) আশ-শামে মুয়াবিয়ার কাছে প্রেরণ করলেন; তিনি বলেন: "*আমি আশ-শামে গেলাম এবং তার (উম্মুল ফাযল বিনতুল হারিছ)-এর পক্ষ থেকে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করলাম। আশ-শামে তখন রমযান মাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেখানে আমি শুক্রবারেই রমযানের নতুন চাঁদ দেখেছিলাম। মাসের শেষদিকে আমি তখন মদিনায় ফিরে এলাম, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে রমযানের নতুন চাঁদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি এটা কখন দেখেছ? আমি বললাম: শুক্রবার রাতে আমরা এটা দেখেছি। তিনি বললেন: তুমি কি এটা নিজে দেখেছ? আমি বললাম: হ্যাঁ, আমি দেখেছি এবং অন্যান্য লোকজনও দেখেছে এবং সিয়াম পালন করেছে, মুয়াবিয়া (রা) ও সিয়াম পালন করেছেন; একথা শুনে তিনি বললেন: কিন্তু আমরা এটা দেখেছি শনিবার রাতে। অতএব আমাদেরকে ত্রিশ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অথবা এটি শাওয়্যালের (নতুন চাঁদ) না দেখা পর্যন্ত সিয়াম পালন অব্যাহত রাখতে হবে। আমি বললাম: মুয়াবিয়ার চাঁদ দেখা কি আপনার জন্য যথেষ্ট না? তিনি বললেন: না, কারণ এভাবেই আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন*"।

পবিত্র হাদীসটির জবাব

সুবিজ্ঞ মুহাদ্দেসীনে কিরাম এবং হানাফী, হাম্বলী ও মালেকী ফিকহের যে সমস্ত ইমামগণ অত্র হাদিসে পাককে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি তারা হাদিসটির নিম্নরূপ জবাব দান করেছেন-

১। এই কিতাবে "রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর নিজ আমল" শিরোনামে পবিত্র মিশকাত শরীফের ১২৭ ও ১৭৪ পৃষ্ঠা থেকে যে তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারা প্রমাণিত যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একজন মরুচারীর সংবাদকে ভিত্তি করে নিজে রোযা রেখেছেন এবং অন্যদেরকে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। দূরদূরান্ত থেকে আগত একটি কাফেলার সংবাদের ভিত্তিতে ৩০শে রমযান মনে করে রাখা রোযা নিজে ভঙ্গ করেছেন এবং অন্যদেরকেও ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়েছেন।

তাহলে যেখানে শরীয়ত প্রবর্তক নিজেই অন্যের সংবাদ গ্রহণ করে রোযা রেখেছেন এবং ঈদ করেছেন, সেখানে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদি আল্লাহু তায়ালা আনহু কুরাইব রদি আল্লাহু তায়ালা আনহু-এর সংবাদ গ্রহণ করলেন, কি করলেন না তা ধর্তব্য নয়।

২। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র আমল বিষয়ক উক্ত হাদীস তিনটি হাদিসে মারফু। (মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা ও কাজ), আর কুরাইব রদি আল্লাহু তায়ালা আনহু-এর হাদীস হচ্ছে হাদিসে মাওকুফ। (সাহাবীগণের কথা ও কাজ) অতএব অছুলে হাদীস বা হাদীস ব্যাখ্যার মূলনীতি অনুযায়ী হাদিসে মারফুর মোকাবিলায় হাদিসে মাওকুফ আসলে, হাদিসে মারফু অনুযায়ী আমল করতে হয়।

৩।হাদিসে কুরাইব (রাঃ)-এর মধ্যে

فلانزال نصوم حتى نكمل ثلثين اونراه **এবং** هكذا امرنا النبى صلى الله عليه وسلم

বিশেষ উক্তি দু'টি মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর নয় বরং অত্র উক্তিদ্বয় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদি আল্লাহু তায়ালা আনহু-এর নিজস্ব উক্তি। তাই একজন সাহাবীর নিজস্ব উক্তির তুলনায় কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত এবং মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর নির্দেশ ও আমল প্রাধান্য পাবে।

৪। ছহীহ মুসলিম শরীফের বর্ণনায় কুরাইব রদি আল্লাহু তায়ালা আনহু-এর চাঁদ দেখার স্বীকৃতি মূলক শব্দ نعم رأيته "হ্যা আমি চাঁদ দেখেছি" কথাটির উল্লেখ থাকলেও তিরমীযী সহ অন্যান্য বর্ণনায় কুরাইব (রাঃ) নিজে চাঁদ দেখেছেন এরকম শব্দের উল্লেখ নেই। ফলে অত্র হাদিসটি مضطرب বা মূল ভাষ্য কম-বেশী। তাই এর বিপরীতে স্পষ্ট মারফু হাদিস দলীল হিসেবে প্রাধান্য পাবে।

৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদি আল্লাহু তায়ালা আনহু তার উক্তিদ্বয় দ্বারা মূলত ইঙ্গিত করেছেন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর বাণী- لاتصوم حتى تروه ولاتفطرو حتى تروه এবং صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته এর দিকে। আর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর এ বাণীর আমল উম্মতগণ কিভাবে করবেন তা মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিজ জীবদ্দশায়ই আমল করে দেখিয়ে গেছেন। তাহলো সকলকে চাঁদ দেখতে হবে না বরং কিছু সংখ্যকের দেখাই অন্যদের দেখার স্থলাভিষিক্ত হবে। অতএব ইবনু আব্বাস রদি আল্লাহু তায়ালা আনহু-এর উক্ত উক্তিদ্বয় দ্বারা নিজ নিজ এলাকায় চাঁদ দেখে আমল করতে হবে এ ব্যাখ্যা ঠিক নাও হতে পারে। (আল্লাহই ভাল জানেন)

৬।আল্লামা শাওকানী (রঃ) তার লিখিত "নাইলুল আওতার" গ্রন্থের ৪র্থ খন্ডে উল্লেখ করেছেন যে, "হযরত কুরাইব রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু-এর সংবাদ এবং শামবাসীর চাঁদ দেখাকে গ্রহণ না করা এটা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদি আল্লাহু তায়ালা আনহু-এর নিজস্ব ইজতিহাদ, যা সার্বজনীন আইন হিসেবে প্রযোজ্য নয়"।

ইমাম শাওকানী রহমাতুল্লাহি আলাইহী "নাইলুল আওতার" কিতাবে আরও লিখেছেন,

"ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু, রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এইকথার দিকে ইঙ্গিত করে থাকতে পারেন 'রোযা রাখ চাঁদের আবির্ভাবে, ঈদ কর এর (চাঁদের) আবির্ভাবে, যদি সন্দেহ হয় ত্রিশ পূর্ণ কর'। এটাই ছিল নির্দেশ। ইহা একথা বলেনা যে এতটুকু বা এতপরিমান দূরত্ব হিসাব করা উচিত, অথবা সাক্ষ্যটি হওয়া উচিত এতটুকু বা এতপরিমান দূরত্বের মধ্যে"।

ইমাম সিদ্দীক হাসান খান (রঃ) তাঁর "রওযাতুন নাদীয়া" গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ৩৩১ পৃষ্ঠায় ইমাম শাওকানী (রঃ) এর উক্ত বক্তব্যের প্রতি সমর্থন প্রদান করেছেন।

৭। ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু যদি স্হানীয় চাঁদ দেখার মতটিকে গ্রহন করতেন তাহলে তিনি (চাঁদ দেখার) ব্যপারটিকে যাচাই করতেন না বরং সাধারনভাবে বলে দিতেন এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য প্রযোজ্য নয়।কিন্তু তিনি তা না করে বরং সংবাদটি যাচাই করেছেন এই প্রশ্নদুটি করে "তুমি এটা কখন দেখেছ? এবং “তুমি কি এটা নিজে দেখেছ?”

৮।আল্লামা ইবনু হুমাম (রঃ) ফতহুল কাদীরে এবং আল্লামা ইবনু নাজীম (রঃ) বাহরুর রায়েক-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, পরিষ্কার আকাশে পবিত্র রমযানের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য শরয়ী পদ্ধতি হচ্ছে ৪টি। একঃ দু'জন আকেল, বালেগ ও স্বাধীন মুসলিম সাক্ষ্য দিবে, দুইঃ উক্ত গুণে গুণান্বিত দু'জন, অনুরুপ দু'জনের চাঁদ দেখার প্রতি সাক্ষ্য দিবে। তিনঃ অনুরুপ গুণে গুণান্বিত দু' ব্যক্তি চাঁদ দেখায় কাজীর ফয়সালার প্রতি সাক্ষ্য দিবে। চারঃ চাঁদ দেখার খবর মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রচার পেয়ে দৃঢ়তার পর্যায়ে এমন ভাবে পৌঁছে যাবে যাকে মিথ্যা বলে ধারণা করা যায়না।

হাদিসে কুরাইবের ব্যাখ্যা এমনটি হতে পারে শামবাসীর চাঁদ দেখার সংবাদ কুরাইব রদি আল্লাহু তায়ালা আনহু কর্তৃক অত্র চার পদ্ধতির কোন পদ্ধতিতেই ইবনু আব্বাস রদি আল্লাহু তায়ালা আনহু-এর নিকট উপস্থাপিত হয়নি। তাই হয়তো শরয়ী বিচারে তিনি উক্ত সংবাদ গ্রহণ করেননি। (আল্লাহই ভাল জানেন)

৯। আল্লামা ইবনু ক্কুদামাহ্ (রঃ) তার মুগণী কিতাবে এবং শাইখুল হিন্দ হোসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) মায়ারিফুল মাদানিয়া-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, যদিও ইবনু আব্বাস রদি আল্লাহু তায়ালা আনহু-এর সাথে কুরাইব রদি আল্লাহু তায়ালা আনহু-এর আলোচনা হয়েছিল রমজানের চাঁদ দেখা নিয়ে কিন্তু এর প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া পড়ছিল অত্যাসন্ন ঈদুল ফিতরের উপর। কারণ উক্ত হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরাইব রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু রমযানের শেষের দিকে শাম থেকে মাদিনায় এসে ছিলেন। আর শরীয়তের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কমপক্ষে দু'জনের সাক্ষী ছাড়া রোযা ছেড়ে ঈদ করা যায়না। তাই হয়তো ইবনু আব্বাস রদি আল্লাহু তায়ালা আনহু একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ না করে বলেছিলেন- هكذا امرنا النبى صلى الله عليه وسلم **এবং** اونرا ثلثين نكمل حتى نصوم- فلانزال

ইমাম ইবনে ক্কুদামাহ্ (রঃ) বলেন, “তারা শুধুমাত্র কুরাইব (রাঃ) এর কথায় রোযা বন্ধ করতে (ঈদ করতে) পারতেন না”। কারন দু'জনের সাক্ষী ছাড়া রোযা ছেড়ে ঈদ করা যায়না।

[(দেখুনঃ তানযীমুল আশতাত, খন্ড-২, পৃঃ-৪১, মিফতাহুন্নাজ্জাহ, খন্ড-১, পৃঃ-৪৩২,মায়ারিফুল মাদানিয়া, খন্ড-৩, পৃঃ-৩২-৩৫)]

১০। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (রঃ) হাদীসে কুরাইব সম্পর্কে লিখেছেন,

"রাসূলুল্লাহ (দঃ) কি আদেশ করিয়াছেন, ইবনে আব্বাস তাহা উল্লেখ করেন নাই, রাসূলুল্লাহর (দঃ) আদেশের যে তাৎপর্য তিনি উপলদ্ধি করিয়াছেন, তিনি কেবল তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং এক প্রদেশের রুয়ত অন্য প্রদেশের জন্য প্রযোজ্য না হওয়া হযরত ইবনে আব্বাসের নিজস্ব ইজতিহাদ মাত্র। রাসূলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ ইমাম আহমাদ, মুসলিম ও তিরমিযি প্রভৃতি ইবনে উমর ও আবু হুরায়রার (রাঃ) বাচনিক রেওয়ায়েত করিয়াছেন:

> "*হিলাল (চাঁদ) দর্শন করার পর রোযা রাখিবে আর উহা দর্শন করিয়া ফিতর (ঈদ) করিবে, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, তাহা হইলে দিন গণনা করিবে*"। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, "*আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে ত্রিশের সংখ্যা পূর্ণ করিবে*"। (বুখারী (১) ২১৫, মুসলিম (১) ৩৪৭, তিরমিযী (২) ৩৪ পৃঃ)

রাসূলুল্লাহর এই আদেশ ব্যাপক, কোন অঞ্চল বা ভূভাগকে তাঁর আদেশে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই সুতরাং একস্হানের রুয়ত (দেখা) দ্বারা সকল স্হানে উহার বিধান বলবৎ করার আদেশ অধিকতর স্পষ্ট এবং নস্সের ব্যাপক আদেশকে ইবনে আব্বাসের ইজতিহাদ সীমাবদ্ধ করিতে সক্ষম নয়।

বুখারী ও মুসলিমের উল্লিখিত হাদীস প্রসঙ্গে ইমাম শাওকানী লিখিয়াছেন:

> "রাসূলুল্লাহর (দ:) আদেশ আঞ্চলিক বিভিন্নতার জন্য পৃথক পৃথক হয় নাই, সকল মুসলমান উক্ত আদেশে সম্বোধিত হইয়াছেন, সুতরাং এক নগরের রুয়ত অন্য নগরের প্রতি প্রযোজ্য হইবার ব্যবস্থা - না হইবার ব্যবস্থা অপেক্ষা সুস্পষ্ট। কারণ এক শহরের মুসলমানের চন্দ্র দর্শন সকল মুসলমানের দর্শনের অনুরুপ, সুতরাং সেই শহরের মুসলমানগণের উপর যাহা প্রযোজ্য হইবে, অপর স্হানের মুসলমানদের উপর ও তাহা বলবৎ হইবে"। (ইমাম শাওকানীর কথা এপর্যন্তই এখানে দেয়া হয়েছে) [(নাইলুল আওতার)]

তারপর এক শহরের রুয়ত (দেখা) অন্য শহরের জন্য অনুসরণীয় না হওয়াই যদি ইবনে আব্বাসের ইঙ্গিতকৃত হাদীসের তাৎপর্য হয়, তাহা হইলে দূরত্বের পরিমাণ এবং

মত্লার পার্থক্য ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে উহাতে কোন উল্লেখ নাই। আবার ইহাও লক্ষ্য করার বিষয় যে শাম ও মদীনার দূরত্ব এত দূর নয় যাহাতে মতলার পার্থক্য ঘটিতে পারে, সুতরাং ইবনে আব্বাসের শামের রুয়ত অস্বীকার করার হেতুবাদ তাহার ইজতিহাদ মাত্র"। (মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (রঃ) এর কথা এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল)।

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (রঃ) আরও লিখেছেন,

"ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সঃ) বাচনিক এমন কোন হাদীস রেওয়ায়েত করেন নাই, যদ্বারা আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারি যে, উহা হযরতের (সঃ) ব্যপক আদেশকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে কিনা। সর্বশেষ কথা এই যে, ইবনে আব্বাসের ইজতিহাদকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর ব্যপক আদেশের সংকোচক বলিয়া মানিয়া লইলে বেশীর বেশী এইটুকু সাব্যস্ত হইতে পারে যে, মদীনা হইতে দামেশকের দূরত্ব যতখানি ততখানি দূরত্বে অবস্থিত কোন শহরের রুয়ত অন্য শহরের উপর প্রযোজ্য নয়, কিন্তু ইবনে আব্বাসের (রাঃ) ইজতিহাদকে মারফু হাদীসের সংকোচক স্বীকার করার উপায় নাই।

ইমাম কুরতুবী তাঁহার উস্তাদগনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে,

> "এক নগরীর অধিবাসীরা হিলাল দর্শন করিলে সকল প্রদেশের অধিবাসীগণের জন্য উহা অনুসরণীয় হইবে ইহাই ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমাদের সিদ্ধান্ত"। (ইমাম কুরতুবীর কথা এপর্যন্তই এখানে দেয়া হয়েছে) [গায়াতুল আমানী (৯) ২৭২ পৃষ্ঠা]

রাসূলুল্লাহর (দঃ) স্পষ্ট নির্দেশের সহিত এই সিদ্ধান্তই সুসামঞ্জস্য এবং আমরা ইহাকেই অনুসরণযোগ্য মনে করি।" (মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (রঃ) এর কথা এপর্যন্তই এখানে দেয়া হল)।

১১। হযরত ইবনু আব্বাস রদি আল্লাহু তায়ালা আনহু-এর আমলকে দলীল গ্রহণ করে, যে সকল পূর্ববর্তী আলেমগণ এলাকা ভিত্তিক আমলের সপক্ষে মতামত দিয়েছেন তারা প্রায় সকলেই একথা বলেছেন যে, "নিকটবর্তী দেশ বা অঞ্চলে চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় হবে না। এক স্থানের দেখা দ্বারাই সকল স্থানে আমল করতে হবে। আর যদি চাঁদ দেখার দেশটি চাঁদ না দেখার দেশ থেকে অনেক দূরে হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে যার যার দেখা অনুযায়ী আমল করতে হবে।" একটু গভীর ভাবে

লক্ষ্য করলে সকলের নিকটই একথা সূর্যালোকের মত পরিষ্কার যে, এক দেশের চাঁদ দেখার সংবাদ অন্য দেশ থেকে গ্রহণ করা না করার দিক থেকে ঐ সকল সম্মানিত ওলামাই কিরাম পৃথিবীকে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী এ দু'ভাগে ভাগ করার কারণ হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা। তাদের যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে তাদের এ মতামত ঐ যুগের জন্য যুক্তিযুক্ত এবং যথার্থ ছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী সম্মানিত ওলামাই কিরামের ঐ মতামত (প্রত্যক জায়গায় স্হানীয় চাঁদ) এর বিপরীত মত (উদয়স্থলের অভিন্নতা Global moon sighting) বর্তমানে দু'টি কারণে প্রাধান্য পাওয়া উচিত। এক: যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে বর্তমান পৃথিবীর বিপরীত মেরুর দেশ দু'টিও তাদের যুগের পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি জেলা শহরের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। সুতরাং আজকের যোগাযোগ ব্যবস্থায় দূরবর্তী দেশ বলতে আর কোন কথা নেই। দুই: তারা যে ওজর বা বাধ্যবাধকতার কারণে এ মতামত দিয়েছেন আজকের বিশ্ব ব্যবস্থায় সে ওজর সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

১২। ইমাম যায়লায়ী (রহঃ) যিনি নিজ নিজ দেশে বা এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চাঁদ দেখে সেই অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন বারে রোজা ও ঈদ পালন করার ব্যপারে মত প্রকাশ করেছেন, তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে বেশীর ভাগ ফকীহ বা ফিকাহবিদ সারা পৃথিবীতে একই দিনে রোযা শুরু ও সারা পৃথিবীতে একই দিনে ঈদ করার মত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তার সমসাময়ীক সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে চাঁদ উদয়ের সংবাদ দেয়া-নেয়ার সমস্যার সমাধান কল্পেই হয়তো তিনি সহ আরও অনেক সম্মানিত ইমাম নিকটবর্তী দেশ এবং দূরবর্তী দেশ অনুসরণের ফাতওয়া দিয়েছিলেন। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন অসুবিধা না থাকায় যে সকল ইমামগন উদয়স্থলের অভিন্নতার ফাতওয়া দিয়েছেন সেটাই প্রাধান্য পাওয়া উচিত।

বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত আলিম শাইখ আল্লামা তাক্বী উসমানী (দাঃ বাঃ) যথার্থই বলেছেন,

"নিকটবর্তী ও দূরবর্তী শহর বলে যে পার্থক্য পরবর্তী হানাফি উলামাগন করেছেন তা চাঁদের উদয়স্হলের ভিন্নতার বাস্তবতার বিরুদ্ধে যায় কারন নিকটবর্তী ও দূরবর্তী শহরের প্রকৃত (বা নির্ধারিত) কোন দূরত্ব নাই।"

১৩। পাকিস্তানের মুফতিয়ে আজম হযরত রফী উসমানী (দাঃ বাঃ) হানাফী ফিকহ থেকে ফতহুল কাদীর, মালিকি ফিকহ থেকে শরহে কাবীর, হাম্বলী ফিকহ থেকে

শরহে মুনতাহা আল ইরাদত এর উদ্ধৃতি (যা বিশ্বব্যপী একই দিনে রোজা ঈদের পক্ষের মতের উদ্ধৃতি) এবং শাফেয়ী ফিকহ থেকে তুহফাত আল মুহতাজ এর উদ্ধৃতি (যা স্থানীয় চাঁদ দেখার পক্ষের মত) উল্লেখ করার পর ইমাম ইবনে কুদামাহ এর উদ্ধৃতি (যা বিশ্বব্যপী একই দিনে রোজা ঈদের পক্ষের মতের উদ্ধৃতি) দিয়েছেন এবং এরপর নিজের মতামত লিখেছেন এভাবে,

"এই দূর্বল বান্দা রফী উসমানীর বক্তব্য হচ্ছে, আমাদের কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মতামত অধিকাংশের একমত হওয়া মতামতের সাথে, আর তা হচ্ছে উদয়স্হলের ভিন্নতা বিবেচনা না করা, উপরে বর্ণিত প্রমানগুলির সাপেক্ষে এবং নিম্নোক্ত কারনে

(১) এই বিশ্বের (প্রায়) সব দেশেই মুসলিমরা বাস করছে। আজকের দিনে ও যুগে বিশ্বটি একটি গ্রামের মত। এটা হয়েছে অন্যান্য অগ্রগতির সাথে সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গনমাধ্যমের উন্নতির কারনে। এখন গোটা বিশ্বে সংবাদ আদান প্রদান করা খুব দ্রুত সময়েই সম্ভব হচ্ছে। দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমনের দ্রুতগামীতা অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি।এই অবস্থা দাবী করে দুই ঈদের উদযাপন ও আনন্দ মুসলিমদের মধ্যে ভাগাভাগি হবে একই দিনে।

(২) আজকের দিন ও যুগে আন্তর্জাতিক প্রায় প্রতিটি দেশেই চার ইমামের ফিকহের অনুসারীরা বাস করছে এমন বিস্তৃতভাবে যে আপনি দেখবেন জাপানের অঞ্চল গুলির একটি শহর এলাকাতেও। উদাহরনস্বরূপ তাদের কেউ কেউ মালিকি ফিকহের পাশাপাশি কেউ কেউ শাফেয়ী ফিকহের। সুতরাং উদাহরন স্বরূপ মালিকি ফিকহের অনুসারীরা স্থানীয় চাঁদ দেখা ধর্তব্য মনে করেননা এবং ঈদ উদযাপন করেন প্রতি সময় দূর পশ্চিমের চাঁদ দেখার সংবাদ অনুযায়ী যখন শাফেয়ী ফিকহের অনুসারীরা ঈদ উদযাপন করেননা স্থানীয় চাঁদ দেখা গ্রহনের কারনে। এই অবস্থা আজকের দিনে ও যুগে অপমান ও মানহানিকর অবিশ্বাসীদের কাছে। এটা লজ্জাষ্কর ও বটে মুসলিমদের অবস্থা বুঝতে যা প্রতিবছর দেখা যায়।এই বিষয়টি অমুসলিম (সংখ্যাগরিষ্ঠ) দেশগুলিতেও বিশৃংখলা তৈরী করছে ঈদের জন্য ছুটির দিন নির্ণয় করতে।"
(মুফতি রফী উসমানী সাহেবের কথা এ পর্যন্তই এখানে দেয়া হলো) [(Mathabah- Mufti Rafi Usmai)]

১৪। যদি সকল তর্ক-বিতর্ক বাদ দিয়ে হাদিসে কুরাইব-এর ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দিনে রোযা ও ঈদ মেনে নেওয়া হয় এবং রোযা, ঈদ, কুরবানীসহ চাঁদের তারিখ সংশ্লিষ্ট ইবাদাত সমূহ সমগ্র বিশ্বে একই দিনে অনুষ্ঠিত না হয় তাহলে এমন সব জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয় যার কোন সমাধান নেই। নিম্নে এরকম প্রধান প্রধান কিছু সমস্যা তুলে ধরা হল-

(১) বাংলাদেশে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সমূহের (যেমন সৌদি আরব, ইয়েমেন, ওমান, ইরাক, কুয়েত, জর্দান ইত্যাদি দেশের) একদিন পরে সিয়াম / রোজা শুরু করলে, বা বাংলাদেশে মধ্যপ্রাচ্যের একদিন পরে ঈদ করলে এই অবস্হা হয়: বাংলাদেশ থেকে কেউ রোযা শুরু করে রমযান মাসের যে কোন দিন মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে সেখানে ঈদ করলে তার রোযা ২৮ বা ২৯ টি হয় অর্থাৎ অন্যদের চেয়ে একটি কম হয়, আবার মধ্যপ্রাচ্য থেকে কেউ রোযা শুরু করে রমযান মাসের যে কোন দিন বাংলাদেশে এসে ঈদ করলে তার রোযা ৩০ বা ৩১ টি হয় অর্থাৎ অন্যদের চেয়ে একটি বেশি হয়। অথচ ২৮ বা ৩১ রোজার বিধান ইসলামে নাই। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে আরবী মাস ২৯-এর কম হবেনা এবং ৩০-এর বেশী হবেনা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দিনে রোযা ও ঈদ মেনে নিলে এই ২৮ বা ৩১ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

(২) ঠিক একই ভাবে আরও কিছু প্রশ্ন এসে যায়, যেমন মধ্যপ্রাচ্যে কেউ ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাজ আদায় করে ঐদিন বাংলাদেশে এসে দেখল (স্হানীয়ভাবে আলাদা চাঁদ দেখে আমলের কারনে) বাংলাদেশের মানুষ রোজা করছে। তাহলে সে দিনের বাকী সময় পানাহার করতে পারবে কিনা? একইভাবে, আফগানিস্তানে কেউ ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাজ আদায় করে ঐদিন (মানুষের তৈরী হারাম জাতীয়তাবাদী সীমান্ত পার হয়ে) একেবারে পাশের দেশ পাকিস্তানে এসে দেখল (স্হানীয়ভাবে আলাদা চাঁদ দেখে আমলের কারনে) মানুষ রোজা করছে। তাহলে সে দিনের বাকী সময় পানাহার করতে পারবে কিনা?

আবার বাংলাদেশে কেউ স্হানীয়ভাবে আলাদা চাঁদ দেখে শাবানের হিসাব করে শাবানের শেষ দিন দিনের বেলা খাওয়া-দাওয়া করে ঐদিন মধ্যপ্রাচ্যে যেয়ে দেখল মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ রমজানের রোজা করছে। তাহলে সে দিনের

বাকী সময় পানাহার করতে পারবে কিনা? একইভাবে, পাকিস্তানে কেউ স্হানীয়ভাবে আলাদা চাঁদ দেখে শাবানের হিসাব করে শাবানের শেষ দিন দিনের বেলা খাওয়া-দাওয়া করে ঐদিন (মানুষের তৈরী হারাম জাতীয়তাবাদী সীমান্ত পার হয়ে) একেবারে পাশের দেশ আফগানিস্তানে যেয়ে দেখল আফগানিস্তানের মানুষ রমজানের রোজা করছে। তাহলে সে দিনের বাকী সময় পানাহার করতে পারবে কিনা? এইসকল সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়না।

(৩) ৩০ পারা কুরআন একত্রে লওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে নাযিল করা হয়েছে এক রাতেই। দুই রাতে নয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দিনে রোযা ও ঈদ মেনে নিলে কুরআন নাযিলের রাত বা লাইলাতুল কদর দুটি হয়ে যায় যা কখনোই সম্ভব নয় কারন সমগ্র কুরআন একত্রে দুই রাতে নাযিল হয়নি।

(৪) জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা, মূল শয়তানকে বন্দি করা এগুলি দুই দিনে দুই বার নয় বরং এক বারই হয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দিনে রোযা ও ঈদ মেনে নিলে এগুলি একাধিক বার হয় বলে মেনে নিতে হয় যা বিবেকগ্রাহ্য নয়।

(৫) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, "*আরাফার দিনে রোযার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট আশা রাখি, তা পূর্ববর্তী বছর এবং পরবর্তী বছরের গুনাহ্ মুছে দিবে* (বা ঐ দিনের রোযার বিনিময়ে আল্লাহ পাক রোযাদারের পূর্ববর্তী এক বছর এবং পরবর্তী এক বছরের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন)"। [(মুসলিম শরীফ, অধ্যায় সাওম, হাদীস নং ২৬০২ ও ২৬০৩, অথবা অধ্যায় ৬, হাদীস নং ২৬০২ ও ২৬০৩) অথবা (মুসলিম শরীফ, অনুবাদ - আ.স.ম. নুরুজ্জামান, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১১১ – ১১২, অধ্যায় ১৪ – কিতাবুস সাওম, হাদীস নং ২৬১২ ও ২৬১৩)]

আরাফার দিন হচ্ছে সেটাই যেদিন হাজীগন আরাফার মাঠে থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দিনে রোযা ও ঈদ মেনে নিলে আরাফার দিন দুটি হয়ে যায় অথচ আরাফার দিন একটাই।

(৬) চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা অনুযায়ী নিশ্চিতভাবে সঠিক স্হায়ী সীমানা নির্ধারন করা যায়না। কারন উদয় স্থল সর্বদা একই রকম থাকেনা। যে কোন

বছরে যে কোন মাসের চাঁদ পৃথিবীতে প্রথম উদিত হলে যে এলাকাসমূহ তার আওতাভূক্ত থাকে তার সীমানা প্রতিমাসে একরকম থাকেনা, প্রতি বছরেও একরকম হয়না। তারপরেও যদি চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতার ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার সীমানা নির্ধারন করে একই দিনে সেই সীমানার এক পাশে রোযা অন্য পাশে ঈদ হয়, তবে সেই সীমান্ত অঞ্চলের মানুষ কি রোযা করবে নাকি ঈদ করবে এর কোন সমাধান পাওয়া যায়না।

(৭) চাঁদ দেখার সংবাদ যদি নিকটবর্তি এলাকায় গ্রহণ করা হয় আর দূরবর্তি এলাকায় গ্রহণ না করা হয় তাহলে যে এলাকাকে সর্বশেষ নিকটবর্তি এলাকা মনে করে সংবাদ গ্রহণ করা হচ্ছে আর তার একেবারে পাশের এলাকাকেও দূরবর্তি মনে করে সংবাদ গ্রহন করা হচ্ছে না, এই দুই এলাকার সীমান্ত অঞ্চলের মানুষ সংবাদ গ্রহণ করবে কিনা এর কোন সমাধান পাওয়া যায়না।

(৮) "চাঁদ দেখার নির্ভরযোগ্য সংবাদ সর্বোচ্চ কতদূরত্বের মধ্য থেকে আসলে তা গ্রহনযোগ্য হবে" অথবা "সর্বনিম্ন কতটুকু দূরত্বের বাইরের চাঁদ দেখার নির্ভরযোগ্য সংবাদ গ্রহনযোগ্য হবে না" তার নির্ধারিত কোন পরিমান কুরআনের আয়াত বা রাসূল (সাঃ) এর হাদীসে পাওয়া যায় কি??? (এই দূরত্বের সঠিক পরিমানের কথা উল্লেখ আছে এমন কোনো কুরআনের আয়াত বা রাসূল (সাঃ) এর হাদীস অধম লেখকের ক্ষুদ্রতম জ্ঞানে জানা নাই। সম্মানিত পাঠক, এমন কোনো কুরআনের আয়াত বা রাসূল (সাঃ) এর হাদীস পেলে, অধম লেখককে জানানোর বিনীত অনুরোধ রইল।)

(৯) হারাম জাতিয়তাবাদী বর্ডার বা দেশের সীমারেখা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দিনে রোযা শুরু বা ভিন্ন ভিন্ন দিনে ঈদ মুসলিমরা কেন করবে? দেশে দেশে এই সীমান্ত তো মানুষের তৈরী, আল্লাহর দেয়া নয়, তাহলে ব্রিটিশের দেয়া বর্ডার অনুযায়ী কেন মুসলিমরা ভিন্ন ভিন্ন বারে রোযা শুরু করবে, আর কেনইবা ভিন্ন ভিন্ন বারে ঈদ করবে?? আফগানিস্তান ও পাকিস্তান একেবারে পাশাপাশি এবং একটাই মুসলিম ভূমি। অথচ আফগানিস্তানের সরকারী ঘোষনা অনুযায়ী যেদিন ঈদুল ফিতর হয়, সাধারনত পাকিস্তানের সরকারী ঘোষনা অনুযায়ী তার পরদিন ঈদুল ফিতর হয়। আফগানিস্তান ও পাকিস্তান একটাই মুসলিম ভূমি হওয়া স্বত্তেও হারাম জাতিয়তাবাদী বর্ডার বা দেশের সীমারেখার কারনে সরকারী ঘোষনা অনুযায়ী আফগানিস্তানে যেদিন ঈদুল ফিতর হচ্ছে পাকিস্তানে সেদিন রোজা হচ্ছে। অথচ ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম। কি আশ্চর্য্য! একই ভূমিতে একই মুসলিম জাতি একই দিনে সরকারী ঘোষনা মানতে গিয়ে ব্রিটিশের দেয়া বর্ডার বা সীমান্ত অনুযায়ী সীমান্তের এক পাশে ঈদ আর অন্য

পাশে রোজা করতে বাধ্য হচ্ছে!! হায়রে মুসলিমদের অবস্হা!! পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম একই জাতি হওয়া স্বত্তেও ব্রিটিশের ভাগ করা সীমান্ত, আলাদা আলাদা হারাম জাতিয়তাবাদী পতাকা, হারাম জাতিয়তাবাদী দালাল সরকার এইসবের কারনে ৫৭ টুকরায় বিভক্ত হয়ে আছে, এমনকি রোযা ঈদ পর্যন্তও এগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে!! বৃটিশরা দাগ টেনেছে মাটিতে, আর কিছু মুসলিম সেই দাগ আকাশেও টেনে বলছে, আমার দাগের ভিতরে চাঁদ আসলে এটা আমার চাঁদ, তোমার দাগের ভিতরে আসলে তোমার চাঁদ! কি ভয়ংকর জাতিয়তাবাদ!!

রাসূল (সঃ) বলেন, "*সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয় যে জাতিয়তাবাদের দিকে আহবান করে, জাতিয়তাবাদের জন্য যুদ্ধ করে বা জাতিয়তাবাদের জন্য মারা যায়*" [(আবু দাউদ)]

রাসূল (সঃ) আরও বলেন, "*যে* আসাবিয়্যার (অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের) *জাহেলী আহবানের দিকে মানুষকে ডাকে সে যেন তার পিতার লজ্জাস্হান কামড়ে ধরে পড়ে আছে* (তাকে ছাড়তে চাইছে না) । (এরপর রাসূল সাঃ বলেন) *এবং একথাটি লুকিয়ে রেখোনা* (অর্থাৎ বলার ক্ষেত্রে কোনো লজ্জা বা অস্বস্তি বোধ করোনা)"। [মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২১২৩৩]

সুতরাং কোনো জাতি রাষ্ট্রের সীমানা অনুযায়ী মুসলিম উম্মত বিভক্ত হওয়া হারাম। শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই এবং তাদের ভূমিগুলো একই ভূমি হিসেবে বিবেচিত হয়।

<u>আহবান</u>

হে মুসলিমগন! সিয়াম পালন শুরু করার দিন এবং সিয়াম পালন বন্ধের দিনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ থাকার যে শরঈ বিধান রয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য আমরা আপনাদেরকে আহবান করছি। এই উপলক্ষ্যে আমরা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মুসলিম উম্মাহর জন্য একজন খলীফা নিয়োগের দায়িত্বের ব্যাপারে যা আল্লাহ আমাদের উপর অর্পন করেছেন, যেই খলীফা আমাদের ভিন্নমত ও ভিন্ন অবস্হানকে এক করবেন, যিনি সমস্ত শরয়ী আহকাম বাস্তবায়ন করবেন, ইসলামের আহবানকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিবেন এবং আল্লাহর বাণীকে সুউচ্চে তুলে ধরবেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

“হে ঈমানদারগন, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এমন কোনো কিছুর দিকে তোমাদেরকে আহবান করেন যা তোমাদের মধ্যে জীবনের সঞ্চার করে তখন সেই আহবানে সাড়া দাও”। [(আনফাল ২৪)]

তথ্যসূত্র:

http://crescentcommittee.ca/wp-content/uploads/sighting-the-crescent-mufti-rafi-usmani-english-mathabah.pdf

http://crescentcommittee.ca/wp-content/uploads/2012/07/Global-Sighting-Fatwa-Saharanpur.pdf

http://crescentcommittee.ca/wp-content/uploads/2012/07/Mufti-Rafi-Usmani-on-Global-Sighting-for-Canada-Fatwa.pdf

http://crescentcommittee.ca/wp-content/uploads/2012/07/Times-Mag-Urdu-Canada-Mufti-Munir-Article-Moon-Sighting.jpg

http://crescentcommittee.ca/wp-content/uploads/2012/07/Global-Sighting-Fatwa-Nadwatul-Ulama-4-April-2013.pdf

http://crescentcommittee.ca/wp-content/uploads/Examining-the-Consideration-of-Multiple-Horizons.pdf

http://crescentcommittee.ca/wp-content/uploads/2012/07/Adopting-Global-Sighting-for-the-Sake-of-Unity-in-Canada-Mufti-Rada.pdf

http://crescentcommittee.ca/wp-content/uploads/2012/07/Global-Sighting-for-Unity-by-Mufti-Khalid-Saifullah-Al-Rahmani.pdf

http://crescentcommittee.ca/wp-content/uploads/GlobalSightingNewCrescent.pdf

http://crescentcommittee.ca/wp-content/uploads/Global_Moon_Sighting.pdf

http://crescentcommittee.ca/wp-content/uploads/2012/07/Crescent-Committee-Global-Sighting.pdf

http://crescentcommittee.ca/wp-content/uploads/2012/07/Crescent-Sighting-Eplanation-with-IDL.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=4aTaDmmYPG4&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=w-IzXxZAmrg&feature=youtu.be

http://www.newmoonbd.com/oic_decision.php

http://www.newmoonbd.com/faq.php

http://www.newmoonbd.com/what_quran_says.php

http://www.newmoonbd.com/direction_of_hadis.php

http://www.newmoonbd.com/fikhs_decision.php

http://www.newmoonbd.com/fikhs_decision_1.php

http://sottersondhane.blogspot.com/2013/05/blog-post_25.html

http://sottersondhane.blogspot.com/2013/05/blog-post_8590.html

http://sottersondhane.blogspot.com/2013/05/blog-post_8475.html

http://www.mediafire.com/download/219otdrihnde3d5/Muslims_are_Obliged_to_Fast_and_Celebrate_Eid_on_a_SAME_DAY_Latest.pdf

http://returnofislam.blogspot.com/2011/03/ramadan-unity.html

http://khilafah.com/index.php/multimedia/books/10055-book-all-muslims-are-obliged-to-start-ramadhan-on-the-same-day"

http://www.kitabummuneer.com/next/Global%20Moon%20Sighting%20Fatwa%20in%20English.pdf